
RIZON
সেবা
প্রকাশনা
মাসুদ রানা
স্নাইপার
দ্বিতীয় খন্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৭৯

স্নাইপার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7379-7
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
...ন: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
... **প্রকাশন**
...ংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
...১৭১৮-১৯০২০৩
...379

...ল্লিশ টাকা

Novel
Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার।

এক

কান ফাটানো গর্জনে রুট-২৭০-এর পাশের খোলা মাঠে ল্যান্ড করল দুটো মিলিটারি হেলিকপ্টার। পুরোদস্তুর সামরিক সাজে সেখান থেকে লাফিয়ে নামল ত্রিশজন ফেডারেল এজেন্ট, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ। রাস্তার ওপর আগে থেকেই লোকাল এফবিআই কয়েকটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল, এবার দলটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পোক কাউন্টি সেভিংস ব্যাংকের দিকে।

'রিপোর্ট দাও,' লোকাল ইনচার্জ ক্লাইভ সাটনকে বলল বুলডগ।

'আপনার অর্ডার পাওয়ামাত্র সাদা পোশাকে ব্যাংকের ভিতর-বাইরে লোক লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' সাটন বলল। 'তবে ম্যানেজারকে এখনও জানানো হয়নি কিছু। যতটা সম্ভব লো-প্রোফাইলে রয়েছি আমরা, মাসুদ রানা যেন আমাদের উপস্থিতি টের না পায়। এখন পর্যন্ত তার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। লোকটার ই.টি.এ. কখন?'

'বলা যাচ্ছে না,' বুলডগ মাথা নাড়ল 'ফোনকলটা যে আরকানসাস থেকে আসেনি, এটা শিওর হওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে রানা বাইরের কোনও স্টেট থেকে রওনা হয়েছে বলে ধারণা

করছি, আজ সারাদিন বা কাল পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।'

পনেরো মিনিট পরেই লোকেশনে পৌঁছে গেল গাড়ির বহরটা। সাধারণ লোকজনের যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়, সেজন্য একটু দূরে গাড়ি থেকে নামল সবাই।

পোক কাউন্টি মূলত কৃষি প্রধান এলাকা, ব্লু আই নামে এখানকার প্রধান শহরটা বেশ ছোট, খুব একটা উন্নতও নয়। অবসরে শার্পশুটিং প্র্যাকটিসের জন্য রানা যে উপত্যকাটায় আসে, সেটা এই কাউন্টির ভিতর পড়েছে। ব্যাংকটা শহরের একপ্রান্তে, মাঝারি আকারের দোতলা একটা ভবন। চারপাশে তেমন কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই, পিছনের ছোট পাহাড়টা ছাড়া। ব্যাংকের সামনে বড়সড় একটা পার্কিং লট আছে, আর সেটার অন্যপাশে রয়েছে একটা পাঁচতলা অফিস বিল্ডিং। প্রথমেই ভবনটার ছাদে স্নাইপার বসাতে নির্দেশ দিল বুলডগ।

'কাকে বসাব... এজেন্ট স্টার্নকে?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

বুলডগ মাথা নাড়ল। 'না, ও আমার সঙ্গে থাকবে, রানাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। অন্য কাউকে পাঠাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোক বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্যারেল। হাতছানি দিয়ে এরিক স্টার্নকে ডাকল বুলডগ, সাসপেনশনের ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে গেছে, রানাকে সামনাসামনি চিনতে পারার জন্য তাকে দরকার। সেজন্য এরিককে এই অপারেশনে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

'আমার কাছাকাছি থেকো,' বুলডগ বলল 'চোখকানও খোলা রাখবে, রানা যেন কিছুতেই ফাঁকি দিতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল এরিক।

বুলডগ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্যাকটিকাল সেটআপে। আশপাশের আরও কয়েকটা বিল্ডিং নির্বাচন করল স্নাইপার বসানোর জন্য।

'পার্কিং লটটাই হবে আমাদের প্লে-গ্রাউন্ড,' সবার উদ্দেশে

বলল সে। 'ব্যাংকের ভিতরে কিছু করতে গেলে রানা নিরীহ লোকজনকে জিম্মি করে বসতে পারে।'

'পাবলিক মুভমেন্ট বন্ধ করে দেয়া যায় না?' একজন প্রশ্ন করল।

'না, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে ও।'

'সার,' সাটন এগিয়ে এল। 'শেরিফ্স্ ডিপার্টমেন্ট আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। কী ঘটছে জানতে চায়। ওদের কি এখানে আসতে বলব?'

'নেগেটিভ,' বুলডগ মাথা নাড়ল। 'এটা সম্পূর্ণ ফেডারেল অপারেশন, ওদের কোনও স্থান নেই। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে ওদের সাপোর্ট প্রয়োজন হতে পারে, সেজন্য তৈরি থাকতে বলো।'

ওয়াকি-টকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাটন।

'শটগান টিম চাই আমি,' ফ্যারেলকে বলল বুলডগ। 'চারজনের টিম, ব্যাংকের চারপাশে লুকিয়ে থাকবে। স্নাইপারদের পাশে অবজার্ভেশন পোস্টও বসাও। এরিক ওদের কোঅর্ডিনেট করবে। সাটনের সিভিল টিম ব্যাংকের ভেতর পজিশন নেবে।'

'আমাদের কমান্ড পোস্ট কোথায় হবে?'

'ব্যাংকের ভেতরে।'

'ম্যানেজারকে ব্যাপারটা জানাতে হবে তা হলে।'

'নো প্রবলেম, আমি এখনই যাচ্ছি তার সঙ্গে কথা বলতে,' বুলডগ পা বাড়াল। 'এরিক, এসো।'

লম্বা কদম ফেলে পার্কিং লট পেরিয়ে এল দুজনে, সুইভেল ডোর ঠেলে ঢুকল ভিতরে। খুব একটা লোকজন নেই ব্যাংকে, কাস্টোমার যারা আছে তাদের পোশাক-আশাক খুব সাধারণ, স্থানীয় কৃষক বলে মনে হচ্ছে।

ইনফরমেশন কাউন্টারের সামনে ছোট্ট একটা লাইন, সেটাকে পাশ কাটিয়ে রিসেপশনিস্টের দিকে এগিয়ে গেল বুলডগ, হাতের আইডি কার্ড উঁচু করে রেখেছে। তার ধাক্কায় একজন লাইন থেকে ছিটকে গেল, লোকটাকে সাহায্য করতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এরিক... কিন্তু থমকে গেল মাঝপথে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে মানুষটা। মুখভর্তি দাড়ি আর রোদে পোড়া চামড়া ছাড়িয়ে চোখদুটোর দিকে দৃষ্টি চলে গেল এরিকের। আশ্চর্য এক মায়াময় দ্যুতি সেখানে, একই সঙ্গে খেলা করছে নিষ্ঠুরতা।

মাসুদ রানা!

কোটের ভিতরের হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল এরিক, কিন্তু রানা অনেক বেশি ক্ষিপ্র। হাত নড়ল কি নড়ল না, ভোজবাজির মত একটা কোল্ট .৪৫ উদয় হলো, নলটা সোজা এরিকের বুক বরাবর স্থির করা। বেচারা তখনও নিজের অস্ত্রের বাটটাও বের করতে পারেনি।

'বোকামি কোরো না,' রানার শান্ত কণ্ঠে মৃত্যুর শীতলতা। 'হাতদুটো এমনভাবে রাখো, যেন দেখতে পাই আমি।'

এক মহিলা চিৎকার করে উঠল পিস্তলটা দেখে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বুলডগ সেই শব্দে, দৃশ্যটা দেখে মূর্তির মত জমে গেল।

ব্যাংকের ভিতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। গলা উঁচু করে রানা বলল, 'খবরদার! কেউ নড়বে না!'

ম্যাজিকের মত কাজ হলো হুমকিটাতে। যে যেখানে ছিল স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল চিৎকার চেঁচামেচি।

'এসব কী...' বুলডগের মাথা কাজ করছে না।

'ইটস্ হিম, সার,' এরিক বলল। 'মাসুদ রানা।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. বুলক,' রানা হাসল

ওর নার্ভ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে এরিক। এই পরিস্থিতিতে লোকটা হাসছে কী করে? কেন যেন মনে হচ্ছে, ফাঁদটা ওরা নয়, রানাই পেতেছে।

'আ...আপনি আমাকে চেনেন?' বুলডগের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, নিজের অজান্তেই রানাকে আপনি সম্বোধন করছে।

'সিআইএ-র একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরকে চিনব না, তা-ই কি হয়? বিশেষ করে যে লোকটা আমাকে ধরার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে?'

'আপনি এখানে পৌঁছুলেন কীভাবে? আমাদের লোক সবখানে নজর রাখছিল।'

'আপনার আগে এসেছি। কী আর বলব, যে ছাগলগুলোকে বসিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে ছদ্মবেশ ভেদ করে দেখা শিখতে হবে।'

কথা জোগাল না বুলডগের মুখে।

'আপনারা দুজনই যার যার অস্ত্র বের করে কাউন্টারের ওপর রাখুন,' বলল রানা। 'সাবধান, কোনও চালাকি করতে যাবেন না।'

বাধ্য ছেলের মত আদেশটা পালন করল এরিক আর বুলডগ। তাদেরকে ইঙ্গিতে পিছিয়ে যেতে বলল রানা, তারপর অস্ত্রদুটো তুলে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজল।

'ভিতরের সবাইকে মেঝেতে শুয়ে পড়তে বলুন, মি. বুলক,' রানা পরের নির্দেশটা দিল। 'আর ওয়াকি-টকিতে আপনার লোকজনকে বলে দিন, কেউ যেন ভিতরে ঢোকার চেষ্টা না করে।'

বুলডগের বিহ্বল ভাবটা কেটে গেছে, সে বলল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি. রানা। আপনার পালাবার কোনও উপায় নেই। চারপাশ থেকে সশস্ত্র এজেন্টরা ব্যাংকটা ঘিরে রেখেছে।

আমার পরামর্শ হলো, নিজের ভাল চাইলে এখুনি আত্মসমর্পণ করুন।'

'আপনার কাছে পরামর্শ চাইনি আমি। যা বলছি তাই করুন!' রানা ধমক দিল।

উচ্চকণ্ঠে ব্যাংকের ভিতরের সবাইকে শুয়ে পড়তে বলল বুলডগ, তারপর ওয়াকি-টকিতে বাইরের টিমগুলোকে স্ট্যান্ডবাই থাকতে নির্দেশ দিল। যখন রানার দিকে তাকাল, তার মুখে ক্রূর হাসি ফুটেছে।

'কোন বুদ্ধিতে যে এখানে এসেছেন, মি. রানা! দৌড়ঝাঁপ এখানেই থামবে আপনার।'

'দেখাই যাক!' রানা সকৌতুকে বলল।

'আপনার হাসি কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছে দেব আমি,' রানার মধ্যে ভয় দেখতে না পেয়ে খেপে উঠল বুলডগ।

'কথা যথেষ্ট হয়েছে!' রানা পিস্তল নাচাল। 'আগে বাড়ুন আপনারা। আমরা এখন সেফটি লকার রুমে যাব।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল বুলডগ আর এরিক, নিরাপদ দূরত্ব রেখে তাদের পিছনে রইল রানা। নীচতলার পিছনদিকে একটা বড় রুমে হাজির হলো তিনজনে। দেয়ালে সারি বেঁধে স্থাপন করা হয়েছে লকারগুলো।

'খোলো,' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে এরিকের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

চাবির সঙ্গে নাম্বারসহ ট্যাগ আছে, সেটা দেখে একশো বিশ নম্বর লকারটা খুলল এরিক। ভিতরে একটা কালো ব্রীফকেস দেখা গেল।

'কী আছে এটার ভিতরে?' জানতে চাইল বুলডগ।

রানা বলল, 'টাকা, অস্ত্র, জাল পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট—সোজা কথায় এমন সব জিনিস, যা পেলে বাতাসে

মিলিয়ে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'এজন্যই এতবড় ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছেন আপনি?'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে, তবে সেটা খারাপ খবর। কারণ এই জিনিস নিয়ে আপনাকে আমি যেতে দেব না কিছুতেই।'

'ঠেকাবেন কীভাবে?'

'ভাবছেন আমি চুপ করে বসে থাকব?' বুলডগ খেপে গেল। 'আপনার জীবনের পাঁচ পয়সা দামও নেই আমার কাছে। ব্যাংকের বাইরে পা দিয়েই দেখুন, গুলিতে আপনাকে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে।'

একটু চিন্তিত হবার ভান করল রানা। তারপর বলল, 'তা হলে তো আমার সঙ্গে এমন একজনকে নিতে হয় যার জীবনের দাম আছে।'

গাল দিয়ে উঠল বুলডগ, নিজের বোকামিটা বুঝতে পেরেছে। কথার তোড়ে নিজের অজান্তেই রানাকে একজন জিম্মি নেবার বুদ্ধি দিয়ে বসেছে সে।

ব্লু আই থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা ভ্যান নিয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে র‍্যামডাইনের টিম, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর জাসটিন রাইস। একটা প্রাইভেট জেটে আরকানসাসে এসেছে তারা, এয়ারপোর্ট থেকে পোক কাউন্টিতে এসেছে অত্যাধুনিক সার্ভেইলান্স ইকুইপমেন্টে সজ্জিত এই ভ্যানটা নিয়ে। এই মুহূর্তে ফেডারেল টাস্ক ফোর্সের কমিউনিকেশন মনিটর করছে তারা, কিছুক্ষণ পর পর র‍্যামডাইন হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষমাণ কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে সিচুয়েশন রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ব্যাংকে রানার উপস্থিতির খবর পেয়ে গেছে

তারা। সংবাদটা রাইসের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে গিয়ে শত্রুকে শেষ করে দিয়ে আসে। কিন্তু কড়া হুকুম দিয়েছে কর্নেল, নিতান্ত বাধ্য না হলে টাস্ক ফোর্সের অপারেশনে নাক গলানো যাবে না। শুধুমাত্র রানার হাত ফসকে পালানোর সম্ভাবনা দেখা দিলেই ওরা অ্যাকশনে যেতে পারবে।

দূরে পুলিশের সাইরেন শোনা যাচ্ছে, কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে অনেকগুলো স্কোয়াড কার ভ্যানটাকে অতিক্রম করল, ছুটে গেল ব্লু আইয়ের দিকে। মাথার ওপর রোটরের আওয়াজ... হেলিকপ্টারও যাচ্ছে।

'শেষ পর্যন্ত শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য তা হলে নিচ্ছে ওরা,' বলল সার্জেন্ট হিলার নামে র‍্যামডাইনের এক এজেন্ট, ইলেক্ট্রোটেক ৫৪০০ লিসেনিং ডিভাইস অপারেট করছে সে।

'কেবল তো শুরু হলো,' রাইস বলল। 'আর্মি আর ন্যাশনাল গার্ড চলে আসে কিনা দেখো।'

রেডিওতে রীতিমত কোলাহল শুরু হয়ে গেছে, অল্ডেনকে রিপোর্ট পাঠাবার সময় ভলিউম কমিয়ে রাখতে হলো।

'অবস্থা কী বুঝছ?' জানতে চাইল কর্নেল।

'অলরেডি শ'খানেক লোক পৌঁছে গেছে এখানে,' রাইস জানাল। 'আরও আসছে। আমার তো মনে হয় রানার কোনও চান্স নেই বললেই চলে।'

'আমার কেন যেন খটকা লাগছে,' কর্নেল চিন্তিত। 'মাসুদ রানা এত সহজে ধরা পড়ে যাবে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'অবিশ্বাসের কিছু নেই, কর্নেল। ওর গার্লফ্রেন্ড বিট্রে করবে, এটা কি আর সে চিন্তা করেছিল?'

'তারপরেও কোথাও ঘাপলা আছে,' অল্ডেনের কণ্ঠে দ্বিধা। 'আফটার অল, একজন প্রথমশ্রেণীর স্পাই এমন এক জায়গায় ব্যাকআপ অ্যাক্সেসরিজ রেখেছে যেখানে কোনও সহজ এস্কেপ

রুট নেই—এটা হতে পারে?'

'কী বলছেন আপনি?'

'কিছু একটা সবাই মিস করে যাচ্ছে, রাইস!' কর্নেলের গলায় সিরিয়াস ভাব ফুটে উঠল। 'লোকটার নিশ্চয়ই বিকল্প এস্কেপ রুট আছে। ওটা খুঁজে বের করো, জলদি!'

দুই

'কে যাবে আমার সঙ্গে?' রানার মুখ হাসি হাসি, যেন পিকনিকে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল বুলডগ আর এরিক। রানার আচরণে প্রতি মুহূর্তে তাদের বিস্ময় বাড়ছে।

'আপনি যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছেন, মি. রানা,' হুমকি দেয়ার চেষ্টা করল বুলডগ। 'তার ওপর একজন ফেডারেল অফিসারকে জিম্মি করার পরিণতি ভাল হবে না।'

'তার মানে কি আপনাদের যেতে দিলে আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে?' টিটকারির সুরে বলল রানা।

জবাব খুঁজে পেল না বুলডগ। শুধু বলল, 'আপনার কোনও চান্স নেই। এখান থেকে বেরুলেই কয়েক হাজার লোকের ধাওয়া খাবেন... একজন কেন, দশজন জিম্মিও আপনার পিঠ বাঁচাতে পারবে না।'

'আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন, মি. বুলক,' রানা বলল।

'আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না। সুবোধ বালকের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ুন দেখি! এজেন্ট স্টার্ন, দয়া করে সরে দাঁড়াও।'

এরিক সরে যেতেই কয়েক পা এগোল ও, নিল ডাউন হয়ে থাকা বুলডগের ঘাড়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে হিসেব করে একটা আঘাত করল। জ্ঞান হারাল বেচারা, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

'এটা কী করলেন?' বলল এরিক। 'সিআইএ-র স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের গায়ে হাত তোলা ব্যক্তিগত শত্রুতার মত ব্যাপার। মি. বুলক আপনার শেষ না দেখে ছাড়বেন না।'

'এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।' রানার পরিষ্কার জবাব।

'কেন করছেন আপনি এসব?' এরিক জানতে চাইল। 'শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ বাড়াচ্ছেন?'

'কারণ আমি নির্দোষ,' রানার গলার দৃঢ়তায় অবাক হয়ে গেল এরিক। 'আর সেটা প্রমাণ করার জন্য চরম কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হচ্ছে, আমি নিরুপায়।'

'আপনার ব্যাপারে আমি সবই জানি, মি. রানা। আমার নিজেরও সন্দেহ হচ্ছে গুলিটা আপনি করেননি। কিন্তু এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে নিজেকে আরও দোষী করছেন। আমার তো মনে হয়, ধরা দিয়ে নিজের কথা খুলে বললে আপনার পক্ষে অনেকে এগিয়ে আসবে।'

'এই ষড়যন্ত্রটা যে কত বড়, তা তুমি কল্পনাও করতে পারছ না, এরিক; সেজন্যই একথা বলছ। ধরা পড়লে আধঘণ্টাও আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না।'

'কারা মারবে আপনাকে?'

'সেকথা তোমার শুনে কাজ নেই. লেটস গো।'

'কোথায় যাবেন আপনি?' এরিক প্রশ্ন করল। 'মি. বুলক ভুল বলেননি। বাইরে বেরুলেই আপনাকে ছেঁকে ধরবে সবাই।'

'যদি বেরুই তবে তো!' রানার মুখে রহস্যময় হাসি।

'বেরুবেন না?'

'কথা বন্ধ!' চোখ পাকাল রানা। 'বেজমেন্টে চলো।'

বুলডগের অনুপস্থিতিতে এজেন্ট ফ্যারেলকে অভিযানের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। দিশেহারা বোধ করছে সে, সিনিয়র কারও অভাব দারুণভাবে অনুভব করছে। ইতোমধ্যে ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করা হয়েছে, খুব দ্রুত কেউ একজন আসছে দায়িত্ব নিতে। তার আগ পর্যন্ত কর্ডনটা ধরে রাখার জন্য বলা হয়েছে তাকে।

কয়েকজন এজেন্টের প্রহরায় মেজর রাইসকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে ফ্যারেলকে নিজের পরিচয় দিল সে।

'আপনি এখানে কী করছেন?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

'পরিস্থিতি মনিটর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে,' রাইস জানাল।

'ভাল। যত খুশি মনিটর করুন।'

'আমার একটা পয়েন্ট ছিল...

'আপনার পয়েন্ট-অবজার্ভেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি রাখুন। আমি একা এতকিছু সামলে উঠতে পারছি না। সিনিয়র কেউ একজন খুব শীঘ্রি চলে আসছেন টেকওভার করতে। তাকে যত খুশি পয়েন্ট দেবেন।'

'ব্যাপারটা খুবই জরুরি!'

'দেখুন মেজর, রানাকে ধরার চেয়ে জরুরি আর কিছু নেই এ মুহূর্তে।'

‘পালাতে দেয়া?’ অর্থপূর্ণ গলায় বলল রাইস।

থমকে গেল ফ্যারেল। ‘কী বলতে চান?’

‘মাসুদ রানা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি, মি. ফ্যারেল,’ রাইস বলল। ‘আপনার কি মনে হয়, আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যাংকের ভিতর বসে আছে সে?’

‘তা হলে?’

‘ওর জায়গায় আমি হলে এস্কেপ রুটের ব্যবস্থা না করে কোনও বিল্ডিঙে ঢুকতাম না। ব্যাংকটা সে আগে থেকেই চেনে, মি. ফ্যারেল। জানে কীভাবে সহজে ঢোকা আর বের হওয়া যায়, সেজন্যই এখানে অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখেছে।’

‘কিন্তু কীভাবে পালাবে সে?’ পাশে দাঁড়ানো ক্লাইভ সাটন বলল। ‘আমরা চারপাশ ঘিরে রেখেছি, আকাশেও কপ্টার আছে। বের হলেই স্পট করে ফেলব।’

‘মাটির নীচে?’ হঠাৎ বলে উঠল ফ্যারেল। ‘আন্ডারগ্রাউন্ডে কোনও পথ নেই তো?’

‘সুড়ঙ্গের কথা বলছেন?’ সাটন ভুরু কোঁচকাল। ‘সেটা একটা আকাশকুসুম সম্ভাবনা হয়ে গেল না?’

‘মোটেই না,’ রাইস মাথা নাড়ল। ‘আপনাদের কাছে ব্লু আইয়ের মাস্টার প্ল্যান আছে?’

‘টাউন হল থেকে আনাতে হবে।’

‘জলদি করুন।’

পা বাড়াতে যাচ্ছিল সাটন, তার আগেই ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক পুলিশ অফিসার এগিয়ে এল। চুপ করে এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিল সে। বলল, ‘এক্সকিউজ মি, আমি বোধহয় সাহায্য করতে পারব।’

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল ফ্যারেল। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কে?’

'ডেপুটি শেরিফ কার্ল সেগাল,' নিজের পরিচয় দিল অফিসার। 'আমি গত বিশ বছর ধরে ব্লু আইয়ে আছি।'

'ওয়েল ডেপুটি,' বলল ফ্যারেল। 'ব্যাংকটা সম্পর্কে কী বলতে পারেন?'

'দশ বছর আগে ওটা ব্যাংক ছিল না,' সেগাল জানাল। 'প্যাসিফিক কোম্পানি নামে একটা প্রতিষ্ঠান ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহার করত।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাকসেস আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম...

'বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢল নামে আমাদের এই এলাকায়, পুরো শহরের নীচেই তাই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টর্ম ড্রেন তৈরি করা আছে।'

'কত বড় টানেলগুলো, মানুষ যেতে পারে?'

'পারে

'ব্যাংক থেকে ড্রেনে যাওয়া যায়?'

মাথা ঝাঁকাল সেগাল। 'প্যাসিফিক কোম্পানি আলাদা অ্যাকসেস টানেল তৈরি করেছিল, যাতে ওদের মালামাল ভিজে নষ্ট না হয়। বেজমেন্টের ভিতর দিয়ে ওই বিল্ডিঙের সমস্ত পানি ড্রেনে চলে যায়। টানেলের মুখে একটা লোহার ছাকনি থাকার কথা, তবে আমাদের টার্গেটের জন্য সেটা খোলা সমস্যা হবে না বোধহয়, তাই না?'

'মাই গড!' মাথায় হাত দিল রাইস।

'টানেলের একজিট কোথায়?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

'পানি গিয়ে পড়ে দশ মাইল দূরের আজ্জো লেকে,' সেগাল জানাল। 'তবে বের হবার অনেক রাস্তা আছে। পুরো শহর জুড়েই ড্রেনের ম্যানহোল আছে, আর বাইরের দশ মাইলে অন্তত শ'খানেক মেইন্টেন্যান্স হ্যাচ পাবেন।'

'আমাদের কর্ডন... সম্পূর্ণ অর্থহীন!' ফ্যারেল বোকার মত বিড়বিড় করল।

রাইস রাগে চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে, খ্যাপাটে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসব আগে বলেননি কেন?'

'সুযোগ পেলাম কোথায়?' সমান জেদে জবাব দিল ডেপুটি। 'আপনারা তো শুরু থেকে আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছেন। ডাক পেয়ে যাও বা এলাম, টার্গেটের বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইল না। কীভাবে বুঝব ভিতরে সাধারণ কোনও অপরাধী নাকি মাসুদ রানার মত চালু লোক বসে আছে?'

'এখনও হাল ছাড়ার মত ঘটেনি কিছু,' দৃঢ় গলায় বলল ফ্যারেল। 'লোকবলের অভাব নেই আমাদের, হেলিকপ্টারও আছে। সমস্ত একজিট আর আশপাশের এলাকা চষে ফেলব। রানা যদি এখনও বের না হয়ে থাকে, আটকে ফেলা যাবে।'

রাইস বলল, 'হ্যাচগুলোর লোকেশন জানতে হবে আমাদের। স্টর্ম ড্রেন সিস্টেমের ব্লু-প্রিন্ট লাগবে।'

'আমি এখুনি আনছি,' উত্তেজনায় সাটন নিজেই ছুট লাগাল।

স্টর্ম ড্রেনের প্রায়ান্ধকার টানেল ধরে এগিয়ে চলেছে এরিক, পিছনে রানা সতর্ক প্রহরীর মত তাকে অনুসরণ করছে। মাকড়সার জালের মত শাখা-প্রশাখা বিছিয়ে রয়েছে টানেলগুলো, সেই সঙ্গে আছে আলোর অভাব। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হ্যাচের ফাঁক গলে আসা সূর্যরশ্মিই যা ভরসা। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হচ্ছে এরিককে, ভয় হচ্ছে পথ হারাবে কিনা তা-ই ভেবে। কিন্তু রানার মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কিছুক্ষণ পর পর ডান-বামে যাবার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, টানেলের প্রতিটা অলিগলি তার মুখস্থ।

যতই সময় যাচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা যে রানার সেটআপ, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে এরিক। ইচ্ছে করেই গার্লফ্রেন্ডকে দিয়ে ফোন করিয়েছে সে, সবাইকে ডেকে এনেছে। স্টর্ম ড্রেনের

টানেল এমনকী স্থানীয় লোকজনও এত ভাল চেনে কিনা সন্দেহ, রানার তো প্রশ্নই ওঠে না। ফাঁদ পাতার আগে নিশ্চয়ই রেকি করে চিনে নিয়েছে লোকটা। কিন্তু এতসবের পিছনে মূল কারণটা কী, এখনও মাথায় ঢুকছে না। ব্রিফকেসটাই যদি রানার টার্গেট হত, তা হলে সবার অজান্তেই বের করে নিয়ে যেতে পারত, এত নাটক করার প্রয়োজন ছিল না।

তবে মানুষটার কর্মকাণ্ডে সত্যিই অভিভূত এরিক। এত চমৎকার প্ল্যান তৈরি করা, তারপর আবার ঠাণ্ডা মাথায় সেটাকে কাজে পরিণত করা ছেলেখেলা নয়। বলতে গেলে আগুন নিয়ে খেলছে রানা। দেখামাত্র তাকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না যারা, তাদেরকেই ফাঁদের মধ্যে টেনে এনেছে সে, কাছাকাছি হবার সুযোগ দিয়েছে; আবার কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়েও যাচ্ছে। এমনি এমনি তাকে দুনিয়ার সেরা স্পাইদের একজন বলা হয় না, পরিষ্কার বুঝতে পারছে এরিক।

কোনদিকে কতদূর এসেছে, বোঝার উপায় নেই। তবে আধঘণ্টা পর থামতে বলল রানা। মাথার ওপরে একটা মেইন্টেন্যান্স হ্যাচ দেখিয়ে বেরুনোর ইঙ্গিত করল। মই বেয়ে ওপরে উঠল এরিক, পিছু পিছু রানাও।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে শহরের সীমানার বাইরে জঙ্গলের ভিতরে বেরিয়ে এল এরিক। সামনেই ছোট পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকের পেছনদিক এটা। কর্ডন ফাঁকি দিয়ে জালের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'সাবধানে হাঁটতে থাকো,' রানা বলল, 'কোনও চালাকি নয়, দৌড়ানোর চেষ্টা কোরো না। পাহাড়ের ঢাল টপকাব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক এই মুহূর্তে চালাকি খাটানোর কোনও ইচ্ছা ওর আসলেই নেই, বিশেষত রানার হাতের কোল্টটা যেহেতু ওর দিক থেকে এক চুল নড়ছে না। অস্ত্রটা এত

সাবলীলভাবে নাড়াচড়া করছে রানা, যেন ওটা ওর শরীরেরই একটা অংশ, জন্ম থেকেই একসঙ্গে আছে। দৃশ্যটা বুকে কাঁপন ধরাতে যথেষ্ট।

পাহাড়ি ঢালের গা বেয়ে হেঁটে চলল ওরা, গাছপালা আর বড় বড় ঝোপের আড়াল কাজে লাগাচ্ছে। কিছু সময় পরেই পাহাড়ের অপর পাশে এসে পৌঁছাল, এখান থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে। গোড়ায় একটা গুহার মত আছে, মুখটা ডালপালা আর গাছের পাতায় ঢাকা। এরিককে সেগুলো সরাতে বলল রানা।

গুহার মুখটা পরিষ্কার হয়ে আসতেই ভিতরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা একটা সবুজ পিকআপ নজরে এল। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল এরিক। লোকটার প্ল্যানে কোনও খুঁত নেই, ব্যাংকে ঢোকার আগেই এস্কেপ রুট আর গেট-অ্যাওয়ে ভেহিকল রেডি করে রেখেছে। এজন্যই কোনও টেনশন নেই তার মনে, হাসতে পারছে ইচ্ছেমত।

পিকআপের দরজা খুলে ধরেছে রানা। বলল, 'চল রওনা হওয়া যাক। তুমি ড্রাইভ করবে।'

'কোন পথে যাবেন?' এরিক প্রশ্ন করল। 'এতক্ষণে চারদিকের সমস্ত রাস্তা সীল করে দেয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে।'

'রাস্তা আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেব,' রানাকে বিশেষ চিন্তিত মনে হচ্ছে না। 'এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।'

নাক বরাবর সামনে তাকাল এরিক। গহীন অরণ্য না হলেও গাছপালার কমতি নেই সেখানে। সেগুলো ছাড়াও প্রায় বুক পর্যন্ত উঁচু হয়ে জন্মেছে ঘাস, মাঝখানে কী পরিমাণ গর্ত বা এবড়োথেবড়ো মাটি আছে—অনুমান করা কঠিন।

'ওর ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব,' এরিক মাথা নাড়ল। 'একশো গজও এগোতে পারবেন না।'

'চার হাজার হর্সপাওয়ারের ফোর হুইল ড্রাইভ টয়োটা

পিকআপ কী করতে পারে দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, এরিক,' রানা বলল। 'এখন ঢোকো ভিতরে।'

বাক্যব্যয় না করে পিকআপে চড়ে বসল এরিক, রানাও উঠল। ইগনিশনে চাবি ঝুলছিল আগে থেকেই, স্টার্ট দিয়ে আগে বাড়ল।

প্রথম দশ মিনিট নিরাপদেই কাটল... গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঘাসের প্রাচীর ভেঙে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটতে থাকল পিকআপ। কিন্তু তারপরই মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টারের গর্জন শোনা গেল। গাড়িটাকে স্পট করে ফেলেছে টাস্ক ফোর্সের এরিয়াল টিম।

'সবুজ পিকআপকে বলছি,' হেলিকপ্টার থেকে মাইকে কথা শোনা গেল। 'এখুনি গাড়ি থামিয়ে হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

তিন

'থামো বলছি! নইলে গুলি করা হবে!' হেলিকপ্টার থেকে আবার হুমকি শোনা গেল।

'কী করব?' জানতে চাইল এরিক।

'স্পীড বাড়াও, শান্ত গলায় বলল রানা।

'ওরা গুলি করবে!'

'কথা না শুনলে আমিও করব। স্পীড বাড়াও!'

অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল এরিক, পিছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গতি বেড়ে গেল, ভয়ানকভাবে লাফাতে শুরু করল পিকআপ। দূরে পুলিশের সাইরেন বাজতে শুরু করেছে, হেলিকপ্টার থেকে ওদের খবর পৌঁছে গেছে জায়গামত। চোখের পলকে স্কোয়াড কার আর অন্যান্য যত গাড়ি আছে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল। ঘাসের জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করেছে সেগুলো। তবে বন্ধুর ভূমি বিশ্বাসঘাতকতা করল তাদের সাথে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝাঁকি খেয়ে অথবা গর্তে পড়ে আটকে গেল বেশিরভাগ গাড়ি।

এরিককে ডান-বাম করে পথের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে রানা, এড়িয়ে যাচ্ছে আটকে পড়ার মত সব ফাঁদ—পুরো এলাকাটা আগে থেকেই রেকি করে রেখেছে ও। মাথার উপর হেলিকপ্টারটা আছে এখনও, বাকিগুলোও খুব একটা দূরে নয়। গাছপালার সংখ্যা বেশি হওয়ায় খুব একটা নীচে নামতে পারছে না সেগুলো, পারছে না গুলি করে টায়ার ফাটাতেও। টাস্ক ফোর্সের বেশ কয়েকটা গাড়ি এখনও সচল, পিকআপের ট্র্যাক অনুসরণ করে আসছে তারা, একারণে আর আটকা পড়ছে না।

'এভাবে কতক্ষণ ছুটবেন?' জিজ্ঞেস করল এরিক। 'আর যাই ঘটুক, কপ্টারগুলো পিছু ছাড়বে না।'

'তুমি তো আছ!' রানা বলল।

'অবস্থা তেমন হলে আমার থাকা না থাকায় কিছু যাবে আসবে না। আপনি আমাদের প্রাইম টার্গেট, প্রয়োজনে লেথাল ফোর্স ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হবে। আমি মরলে মরব, কিন্তু আপনাকে ছাড়া হবে না।'

'কী চেষ্টা করছ? আমাকে আত্মসমর্পণ করাতে?'

'যেভাবেই চিন্তা করুন, ধরা দেয়ার চেয়ে ভাল কোনও পথ নেই আপনার। ব্যাংকে যে কেরামতি শুরু করেছিলেন, সেটার

মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।'

'দেখাই যাক! ডানে মোড় নাও।'

আরও দুটো এরিয়াল টিম এসে গেছে। গুলির শব্দ হলো, ফাঁকা দেখতে পেয়ে একটা হেলিকপ্টার থেকে শট নেয়া হয়েছে। পিকআপের হুডে একটা ফুটো তৈরি হলো।

'মাই গড, ওরা গুলি করছে!' আতঙ্কিত গলায় বলল এরিক।

সীটের তলা থেকে একটা কারবাইন বের করল রানা, ড্রাইভিং ক্যাবের জানালা দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে ধাওয়া করতে থাকা কপ্টারগুলোর দিকে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল।

কাজ হলো গুলিতে, পিছিয়ে গেল কপ্টারগুলো। তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে লেগে রইল, মাইকে আত্মসমর্পণের জন্য তর্জন-গর্জন তো চলছেই।

হঠাৎ করেই সামনে একটা কাঁচা রাস্তা উদয় হলো, লাফ দিয়ে সেটায় উঠে এল পিকআপ। চারপাশ ধুলোয় ছেয়ে গেছে; বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল এরিক, সিধে করল গাড়িটাকে।

'থেমো না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, হেলিকপ্টারগুলোর দিকে আরেক পশলা গুলি করল।

দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল এরিক, তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল পিকআপ। হেলিকপ্টার থেকে ব্রাশফায়ার করা হলো, মাটিতে নিষ্ফল কামড় বসাল একসারি বুলেট, শেষ কয়েকটা টয়োটার রিয়ার এন্ডে ঠক ঠক করে বিঁধল।

দ্রুত কারবাইনের ম্যাগাজিন বদলাল রানা, আবার জানালা দিয়ে গুলি করল। একটা হেলিকপ্টারের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি হলো, পাশ থেকে কালো ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। গোঁত্তা খেয়ে রাস্তার পাশে ক্র্যাশ করল সেটা।

কয়েকটা স্কোয়াড কার রাস্তায় উঠে এসেছে, দূরত্ব ক্রমেই

কমিয়ে আনছে সেগুলো। রিয়ার ভিউ মিররে একটার জানালা থেকে পাম্প গান বেরুতে দেখল এরিক, গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। তবে আঁকাবাঁকা রাস্তা আর ধুলোর মেঘ সুযোগটা তৈরি হতে দিচ্ছে না।

সীটের তলাটা যেন অস্ত্র ভাণ্ডার, হাত দিয়ে সেখান থেকে দুটো গ্রেনেড বের করল রানা। পিন খুলে পিছনের রাস্তায় ছুঁড়ে দিল। কারগুলো কাছাকাছি আসতেই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেগুলো। শকওয়েভের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল সামনের দুটো গাড়ি, পাক খেয়ে উড়ে গেল রাস্তার দু'ধারে।

'আপনি দেখি রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন,' এরিক বলল।

'কেন, আমাকে শান্তিবাদী মানুষ ভেবেছিলে নাকি?' রানা বলল। 'চুপচাপ গুলি খেতে আমার আপত্তি আছে।'

'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ টিকে থাকবেন বলে ভাবছেন?'

'আর কয়েক মাইল, তা হলেই চলবে।'

ঢালু হয়ে রাস্তাটা ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, সেটা বেয়ে ছুটে চলল পিকআপ। গুলি বিনিময় বন্ধ হয়নি, গাড়িটার শরীরে আঘাতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে ওদের কেউ এখনও আহত হয়নি। রানা মাঝে মাঝে গ্রেনেড ছুঁড়ছে পিছন দিকে, তবে চালাক হয়ে গেছে প্রতিপক্ষ। গ্রেনেড ফাটার পর সামনে বাড়ছে। একদিক থেকে সেটা অবশ্য ভাল, কারণ দূরত্ব কমাতে পারছে না গাড়ির টিমগুলো।

আরেকটা হেলিকপ্টার ভূপাতিত হলো। রানা হেসে বলল, 'রইল বাকি এক।'

'সময় লাগবে না, আরও চলে আসবে,' এরিক হাসছে না।

'যখন আসে তখন দেখা যাবে।'

হাইল্যান্ডের কিনারায় উঠে এসেছে রাস্তাটা, ঠিক পাশেই

গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ের বিপজ্জনক ঢাল। দেখলেই বুক খামচে ধরে কী যেন। এ পরিস্থিতিতে রানা যেটা করল, সেটাকে দুঃসাহস না বলে বোকামি বলাই ভাল।

'সময় হয়েছে,' বলল ও, তারপর একহাতে খামচে ধরল স্টিয়ারিং হুইলটা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এরিক। হাসিমুখে হুইলটা নিজের দিকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিল রানা। আতঙ্কে চিৎকার দিল এরিক, নিখাদ রিফ্লেক্সের বশে ব্রেক চেপে ধরল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। চাকা ঘুরে গেছে, আশি মাইল বেগে পাহাড়ের কিনারা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে পিকআপ।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে বাতাসে ভাসছে, কিন্তু সময় পেরিয়েছে মাত্র দু'সেকেন্ড। তারপরই চার চাকার ওপর ভর দিয়ে ঢালের ওপর আছড়ে নামল গাড়িটা, সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল, এরপর ভয়ানক গতিতে নামতে শুরু করল।

উইন্ডশীল্ডের সামনে দুনিয়া মাতাল হয়ে উঠল, ঝোপঝাড় চাবুকের মত বাড়ি খাচ্ছে পিকআপের শরীরে। অপ্রতিরোধ্য সাইক্লোনের মত ছুটছে গাড়িটা, জানালায় দুরন্ত বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন। বড় গাছগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ঘাম ছুটে গেল এরিকের, উন্মত্তের মত স্টিয়ারিং এদিক-সেদিক ঘোরাচ্ছে। খুব বেশি টার্নও নেয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে গাড়িটা উল্টে গিয়ে গড়াতে শুরু করবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, একেবারে সমতলের কাছাকাছি গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাল এরিক। সামনে একসারি লম্বা গাছ, কোনমতে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিকআপটা বেরিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু নাকটা একদিকে ঘুরে গেল বিপজ্জনকভাবে। ডানদিকের চাকার ওপর খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা, যুঝল ব্যালেন্স ফিরে

পেতে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হার মানল। কাত হয়ে ডানদিকের চেসিসের ওপর পড়ল টয়োটা, গড়াতে শুরু করল। চোখের সামনে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরল উইন্ডশীল্ডে, দ্বিতীয় পাকে গুঁড়ো হয়ে ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে গেল। ক্যাবের ভিতর নির্মমভাবে বাড়ি খাচ্ছে দুই আরোহী, ধুলো আর জ্বালানির গন্ধে উৎকট হয়ে উঠল পরিবেশ। এরিক ক্রমাগত চিৎকার করছে।

সমতলে পৌঁছে থামল গড়াগড়ি, উপুড় হয়ে রইল গাড়িটা... সারা দেহ এমনভাবে বেঁকে গেছে যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে পেটানো হয়েছে। ডোর পিলারের সঙ্গে বেমক্কা একটা বাড়ি খেয়ে এরিক ইতোমধ্যে জ্ঞান হারিয়েছে, রানার অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে জানালার ফাঁকা দিয়ে বেরিয়ে এল ও, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি; হাত বাড়িয়ে ক্যাবের ভিতর থেকে কারবাইন আর ব্রীফকেসটা বের করল।

একমাত্র হেলিকপ্টারটা মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে, ওকে পরিষ্কার দেখা গেলেও গুলি করল না। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে আরোহীরা। ঢালের ওপরে তাকাল রানা। স্কোয়াড কারগুলো থেমে গেছে, দুর্ঘটনাটা দেখার পর ঢাল দিয়ে নামার সাহস হবে না ওদের। ঘুরে আসতে অন্তত তিন-চার মিনিট লাগবে। শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও মুখে হাসি ফুটল রানার, এই সময়টুকুই দরকার ওর।

এরিকের জ্ঞান ফিরেছে, চোখ খুলে চারপাশে তাকাল সে। সামনে বেশ পুরানো একটা কবরস্থান দেখা যাচ্ছে, সারি সারি কবরফলকের অপরপাশে একটা কাঠের তৈরি পরিত্যক্ত, ভাঙাচোরা গির্জা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রানা সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। চোখের সামনে ভাঙা কাঁচের মাঝে রানার ফেলে যাওয়া কোল্টটা পড়ে আছে, হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল সে, হামাগুড়ি

দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সারা শরীরে সৃষ্টি হওয়া অসংখ্য ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই রানার দিকে পিস্তল তাক করল।

'থামুন, মি. রানা!' এরিক চেঁচিয়ে উঠল।

যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকল রানা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।

'থামুন বলছি, নইলে গুলি করব!' আবার চেঁচাল এরিক।

স্থির হয়ে গেল রানা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'গুলি করার মানুষ যদি হতে, তা হলে এতক্ষণে করেই দিতে।'

'ফালতু কথা বলবেন না।'

'গুডবাই, এজেন্ট স্টার্ন,' রানা বলল। 'নির্দোষ একজন মানুষের পিঠে যদি গুলি করার রুচি হয়, করতে পারো।'

উল্টো ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করল ও। হাতের পিস্তল কাঁপতে থাকল এরিকের, বিবেক বাধা দিচ্ছে, গুলি করতে পারল না। অস্ত্রটা নামিয়ে নিল। পিছনে পায়ের শব্দ, হেলিকপ্টার থেকে র‍্যাপলিং করে মাটিতে নেমেছে দুজন এজেন্ট। দৌড়ে ওর কাছে এল একজন।

'কী করলে এটা?' এজেন্ট ব্রাউনের গলা চিনতে পারল এরিক। 'ক্লিয়ার শট ছিল, গুলি করলে না কেন?'

জবাব না দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল এরিক।

আবার গোলাগুলি শুরু হলো। রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে মাটিতে নামা এজেন্টরা। স্কোয়াড কারগুলোও বেশি দূরে নেই। কবরফলকগুলোর আড়াল নিয়ে পাল্টা জবাব দিল রানা। হেলিকপ্টার বা মানুষ, কাউকেই কাছে আসতে দিচ্ছে না। ধীরে ধীরে পেছাতে শুরু করল ও, গির্জার কাছাকাছি গিয়ে ছুট লাগাল, সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'গির্জা ঘিরে ফেলো,' রেডিওতে নির্দেশ দিল ফ্যারেল।

'কিছুতেই যেন টার্গেট পালাতে না পারে।'

ডেপুটি সেগালকে সঙ্গে রেখেছে মেজর রাইস। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কোনও স্টর্ম ড্রেন নেই তো?'

মাথা নাড়ল সেগাল। বলল, 'দেড়শো বছরের পুরানো মিশনারি চার্চ ওটা। সে আমলে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের কনসেপ্টই ছিল না পাদ্রিদের।'

'দ্যাটস্ বেটার,' রাইস মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'গোরস্থানটা কাদের?'

'পুরানো সেটলমেন্টের বাসিন্দাদের। শেষ মানুষটাকে অন্তত ষাট বছর আগে দাফন করা হয়েছে।'

স্কোয়াড কারগুলো এসে পড়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গির্জার চারপাশে পজিশন নিয়ে ফেলল ফেডারেল এজেন্ট আর স্থানীয় পুলিশরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকটা হেলিকপ্টারে চড়ে বেশ কিছু এফবিআই এজেন্ট যোগ দিল অভিযানে। সবশেষে গাড়ি নিয়ে হাজির হলো ডগলাস বুলক, জ্ঞান ফিরেছে তার।

'হারামজাদা আছে ভেতরে?' কার থেকে নেমেই হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ।

'ইয়েস, সার,' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল ফ্যারেল। 'থারমাল ক্যামেরায় মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে।'

'লাস্ট ওয়ার্নিং দাও ওকে,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল বুলডগ। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি। এবার যদি বের না হয়, দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব আমরা। সামনে পড়ামাত্র গুলি করব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটল ফ্যারেল। বুলহর্নে সতর্কবাণীটা শোনাল। জবাবে এক পশলা গুলি করল রানা গির্জার জানালা থেকে, কয়েকটা গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাতে।

'ঠিক আছে,' বলল বুলডগ। 'তা হলে ওর নিয়মেই খেলব আমরা। ফার্স্ট অ্যাসল্ট টিম রেডি করো, ভিতরে ঢুকুক ওরা।'

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, হেলমেট আর হেভি আর্টিলারি সজ্জিত অ্যাসল্ট টিম পজিশন নিল। গির্জার জানালা লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়া হলো। কয়েক সেকেন্ড পরই ঘন ধোঁয়া বের হতে লাগল ভিতর থেকে।

রানা অচল হয়ে পড়েছে ভেবে এগিয়ে গেল টিমটা, ঠিক তখুনি নীচতলার জানালার কাঁচ ভেঙে একটা গ্রেনেড় উড়ে তাদের কাছাকাছি পড়ল। উল্টো ঘুরে দৌড় লাগাল দলটা।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়ল দলের সদস্যরা। মারা না গেলেও কমবেশি আহত হয়েছে সবাই।

'এভাবে ঢুকতে পারবেন না,' বলল রাইস। 'ভিতরে রানা আপনাদের জন্য পসরা সাজিয়ে বসে আছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল বুলডগ। জানতে চাইল, 'আপনি কে?'

'মেজর জাস্টিন রাইস, র‍্যামডাইন।'

দাঁতে দাঁত পিষল বুলডগ। বলল, 'লোকটা এত অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে কোথায়?'

'জানি না, সার,' ফ্যারেল বলল। 'তবে শুরু থেকেই আমাদের থেকে কয়েক পা এগিয়ে আছে ও। অটোমেটিক কারবাইন আর গ্রেনেড দিয়ে অলরেডি দুটো কপ্টার আর স্কোয়াড কার অচল করে দিয়েছে। সঙ্গে আরও কত কী আছে কে জানে।'

'ওয়েল মেজর,' রাইসকে জিজ্ঞেস করল বুলডগ। 'আপনার কোনও পরামর্শ আছে?'

'ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে নিজেদের প্রাণহানি ঘটানোর

কোনও মানে হয় না,' রাইস বলল। 'গো ফর অলআউট অ্যাটাক। রানা মরুক বা বাঁচুক, সেটা পরে দেখা যাবে। প্রথমে তাকে নিউট্রালাইজ করা জরুরি।'

পরামর্শটা বুলডগের পছন্দ হয়েছে মনে হলো, এমনিতেই রানার হাতে কম অপদস্থ হয়নি সে। প্রতিশোধের নেশায় ব্যাকুল হয়ে আছে। ফ্যারেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'রানার একজ্যাক্ট লোকেশন বলতে পারবে?'

থারমাল ক্যামেরার ডিসপ্লেতে চোখ বোলাল ফ্যারেল। বলল, 'নীচতলায়, স্টেয়ারকেসের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে।'

'সবাইকে গ্রীনলাইট দাও—শ্যুট টু কিল। মরুক হারামজাদা!'

দ্রুত ওয়্যারলেসে নির্দেশটা প্রচার করল ফ্যারেল।

'ফায়ার!' হুকুম দিল বুলডগ।

গোলাগুলির সম্মিলিত শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। প্রাচীন গির্জাটার শরীরে ফুটো তৈরি হতে লাগল, প্রতিটা আঘাতে সেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'রানা মুভ করছে! রানা মুভ করছে!' থারমাল ইমেজ দেখে চেঁচিয়ে উঠল ফ্যারেল।

'টার্গেট লোকেশন আপডেট করতে থাকো,' নির্দেশ দিল বুলডগ।

মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্যারেল ওয়্যারলেসের মাউথপীসে মুখ লাগাল, 'টার্গেট অন মুভ... বামে দশ গজ দূরে ফায়ার করো সবাই।'

এলোপাতাড়ি গুলি চার্চের নীচতলা মোরব্বার মত কেঁচে ফেলছে, থারমাল ডিসপ্লেতে মনুষ্যমূর্তিটাকে পড়ে যেতে দেখা গেল। উল্লসিত চিৎকার দিয়ে উঠল রাইস।

যে ব্যাপারটা শুরুতেই কেউ খেয়াল করেনি তা হলো

গির্জার কাঠের দেয়াল রোদে শুকিয়ে লাকড়ির মত হয়ে গেছে। ক্রমাগত প্রচণ্ডবেগে ঢুকতে থাকা গুলির ঘর্ষণ সহ্য করতে পারল না সেগুলো। হঠাৎ করেই ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল। তারপর বিনা নোটিশে লাফিয়ে উঠল কমলা রঙের আগুনের শিখা, একে একে গির্জার সমস্ত দেয়াল গ্রাস করতে শুরু করল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়।

'হোয়াট দ্য হেল... গাল দিয়ে উঠল বুলডগ। 'রানা কোথায়?'

'দেখতে পাচ্ছি না, সার,' বলল ফ্যারেল। 'টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, থারমাল ইমেজ কাজ করছে না।'

'অল ইউনিট,' রেডিওতে বলল বুলডগ। 'রানা বের হয়ে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে, বি অ্যালার্ট।'

কিন্তু বেরোল না মাসুদ রানা, টাস্ক ফোর্সের কয়েকশো সদস্যের চোখের সামনে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেল দেড় শতাব্দীর পুরানো মিশনারি চার্চ, কলাম ধসে পরিণত হলো কাঠকয়লার ধ্বংসস্তূপে।

'নাউ মাসুদ রানা ইজ ডেড,' সন্তুষ্টির হাসি হেসে মন্তব্য করল ডগলাস বুলক।

চার

টেলিভিশনের পর্দায় চার্চের পুড়ে যাওয়াটা প্রত্যক্ষ করল কর্নেল অল্ডেন। টিভি সাংবাদিকরা করিৎকর্মা মানষ পলিশ চ্যানেলে

আড়ি পেতে পোক কাউন্টিতে ঘটতে থাকা রুদ্ধশ্বাস নাটকের খবর পেয়ে গেছে তারা। ক্যামেরা আর হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে গেছে ঘটনাস্থলে। সরাসরি সম্প্রচার চলছে সেখান থেকে।

স্ক্রীনে বিশাল এক বনফায়ারের মত জ্বলতে দেখা যাচ্ছে গির্জাটাকে, চারপাশ থেকে অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরে রেখেছে টাস্ক ফোর্সের অসংখ্য গাড়ি। পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে সেখানে।

কিছুক্ষণ পর পর ক্যামেরার পেছন থেকে ধারাভাষ্য দিচ্ছে রিপোর্টার, 'আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো, প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের ওপর গুলিবর্ষণকারী সেই কুখ্যাত মাসুদ রানার জ্বলন্ত চিতা। এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিসের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেল টাস্ক ফোর্স এবং আরকানসাস স্টেট পুলিশের তাড়া খেয়ে সে পোক কাউন্টির এই পরিত্যক্ত গির্জায় আশ্রয় নেয়। বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান করা হলেও তাতে সাড়া না দিয়ে সে গুলি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে গুলি চালায় টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ, এবং গুলির আঘাতে আগুন ধরে যায় কাঠের তৈরি পুরানো গির্জাটাতে। কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন, আগুন ধরার সময় রানা ভিতরেই ছিল এবং তাকে বেরিয়ে আসতে কোনও প্রকার বাধা দেয়া হয়নি। তারপরও আগুনে আত্মাহুতি দেয় সে। গত দু'ঘণ্টা ধরে জ্বলছে গির্জাটা। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিস আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে অগ্নিকাণ্ডটা খুব বড় ধরনের বলে তারা তেমন সফল হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামীকাল সকালের আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা নেই। এবং তারপরই ধ্বংসস্তূপের ভিতর মৃতদেহের জন্য তল্লাশি চালানো হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমেই শেষ হতে যাচ্ছে প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ। গত কিছুদিনে সারা

দেশ তথা পৃথিবীর...

বাকিটা আর শুনল না কর্নেল। রিমোট চেপে ভলিউম শূন্য করে দিল।

রুমে আরও কয়েকজন আছে, রুদ্ধশ্বাসে কাভারেজটা দেখছে সবাই। ভলিউম কমে যেতেই একজন বলল, 'ওর ভিতরে কারও জীবিত থাকা অসম্ভব।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো আরেকজন। 'ব্যাটা রোস্ট হয়ে গেছে।'

'আপনি খুশি হচ্ছেন না কেন?' কর্নেলের চেহারা দেখে পাশ থেকে জানতে চাইল প্যাট্রিক ম্যালয়।

'এখনই ফুর্তি করতে চাই না আমি,' অল্ডেন বলল। 'আগে লাশটা পাওয়া যাক, ওরা ফরেনসিক রিপোর্ট ইস্যু করুক, তারপর দেখবে খুশি কাকে বলে।'

'এখনও শিওর হতে পারছেন না বুঝি?'

'গত একমাসে যা ঘটে গেছে, তারপরে আর আমার পক্ষে কোনও ব্যাপারে শিওর হওয়া সম্ভব নয়।'

'তা হলে কখন শিওর হবেন?'

'যখন ওরা আমাকে রানার লাশ এনে দেখাবে।'

টিভির ভলিউম আবার বাড়িয়ে দিল কর্নেল।

সারারাত পুড়ল মিশনারি চার্চ, ভোরের দিকে আগুনের তেজ কমে এল। দমকল বাহিনীর অব্যাহত প্রচেষ্টায় দিনের আলো ফোটার আগেই নিভে গেল তা। ধ্বংসস্তূপের তাপমাত্রা কমার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় দিতেই হলো, শেষপর্যন্ত বেলা এগারোটার দিকে পরিস্থিতি নিরাপদ হওয়ায় শুরু হলো তল্লাশি। দেড় ঘণ্টার মাথাতেই মিলল সাফল্য, পাওয়া গেল লাশটা।

'পেয়েছি!' এয়ার ফিল্ট্রেশন মাস্ক খুলে উল্লসিত চিৎকার দিল একজন উদ্ধারকর্মী।

মুহূর্তের মধ্যেই খবরটা পৌঁছে গেল ছাইভস্মের মাঝে কাজ করতে থাকা বিশজন কর্মী আর ঘটনাস্থল ঘিরে থাকা কয়েকশো এজেন্টের কাছে। একশো গজ দূরে পুলিশ লাইনের ওপারে অপেক্ষারত রিপোর্টারদের সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল শেরিফ্‌স্‌ ডিপার্টমেন্টের লোকজন।

সদ্য আবিষ্কৃত মৃতদেহটার চারপাশে উদ্ধারকর্মী আর ফেডারেল এজেন্টদের একটা ছোটখাট ভিড় সৃষ্টি হলো। তাদের মাঝ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ভিতরে ঢুকল এরিক স্টার্ন, অসুস্থ হলেও ঘটনাস্থল ত্যাগ করেনি সে। মাথা ব্যথা করছে, অন্তত পাঁচ জায়গায় সেলাই পড়েছে তার, তারপরও কী এক অজানা আকর্ষণে রয়ে গেছে, চলে যেতে মন চায়নি।

মাসুদ রানার দেহাবশেষটা কোনও সুন্দর দৃশ্য নয়। আগুনে ঝলসে মুখাবয়ব উড়ে গেছে লাশটার, সেখানে থিকথিক করছে আধপোড়া মাংস। ঠোঁটের কোনও অস্তিত্ব নেই, মুখ ব্যাদান করে আছে দাঁতের সারি, তাপে কালচে হয়ে আছে। প্রচণ্ড উত্তাপে দেহটা কুঁকড়ে গেছে ধনুকের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, পুরো লাশটাই কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। এর ওপর যুক্ত হয়েছে পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ। একজন এজেন্ট 'ওয়াক ওয়াক' শব্দে বমি করার জন্য ছুটল।

এরিকের চেহারায় কোনও ভাবান্তর হলো না। পোড়া লাশটা তার মনে কেন যেন বেদনার জন্ম দিচ্ছে। অল্প একটু সময়ের জন্য রানার কাছাকাছি ছিল সে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই লোকটা তার ভিতর এক অদ্ভুত প্রভাব ফেলে দিয়েছে। রানার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছে তার সত্তা। আর সেই মানুষটাই এভাবে মারা গেল, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগটাও পেল না—এটা মেনে নিতে পারছে না সে। হতভাগ্য মানুষটার জন্য কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা ভিতরে একটা অব্যক্ত ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে। মাথা নিচু

করে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াল এরিক।

রিপোর্টাররা লাশের ছবি তুলতে পাগলের মত হয়ে উঠেছে, পারলে দড়ি ছিঁড়ে ঢুকে পড়ে আর কী। বুলডগ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, ইতোমধ্যে সে নিজেও লাশটা দেখে নিয়েছে। সামনে গিয়ে বলল, 'আপনারা সবাই শান্ত হোন। আমি অফিশিয়াল ঘোষণা দেব।'

কিছুটা স্থির হলো সাংবাদিকরা, বুলডগকে ঘিরে ধরল। ক্যামেরা তাক করা হলো তার দিকে। শান্তভাবে মাসুদ রানার লাশ আবিষ্কারের ঘোষণা দিল বুলডগ। প্রশ্নের ঝড় উঠল সঙ্গে সঙ্গে, যতটা সম্ভব গুছিয়ে জবাব দিয়ে গেল সে।

কষ্টের মাঝেও হাসি পেল এরিকের। বুলডগ তার চিরাচরিত রূপে ফিরে গেছে, লাইমলাইট কাজে লাগাতে ভালই জানে লোকটা। অপারেশনে ভুলত্রুটি যা-ই হয়ে থাক না কেন, শুধুমাত্র এই ইন্টারভিউয়ের জোরেই হিরো সেজে বসবে সে, পদক-টদক পেয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

অবসাদে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, হট্টগোল ছাড়িয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো এরিক, বিশ্রাম নিতে হবে। কিন্তু কপালটা বেশি ভাল নয়, একজন সাংবাদিক দৌড়ে ছুটে এল ওর সামনে।

'এজেন্ট এরিক স্টার্ন, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই,' বলল লোকটা, হাতের ইশারায় নিজের ক্যামেরাম্যানকে ডাকল।

'দেখুন, আমি খুব ক্লান্ত...' বলার চেষ্টা করল এরিক।

'বেশি সময় নেব না।' সাংবাদিক নাছোড়বান্দা।

'আমার কিছু বলার নেই।'

'কী যে বলেন না!' মুখে হাসি ফোটাল ধুরন্ধর সাংবাদিক। 'আপনারই তো সবচে বেশি কথা বলা উচিত। দু-দু'বার পৃথিবীর

ভয়ঙ্করতম খুনীর মুখোমুখি হয়েছেন আপনি, অথচ সে আপনার গায়ে ফুলের টোকাটাও দেয়নি।'

'কী বলতে চান আপনি?' এরিক টের পেল ওর রক্ত গরম হয়ে উঠছে।

'কিছুই না। তবে জানতে চাই, এই দুই এনকাউন্টারে আপনার অস্ত্র থেকে একবারও গুলি বের হয়নি কেন? কেনই বা মাসুদ রানার গাড়ি ড্রাইভ করে এতদূর নিয়ে এসেছিলেন? প্রাণের ভয়ে, নাকি এর মধ্যে আরও কোনও রহস্য আছে?'

আর নিজেকে সামলাতে পারল না এরিক, রিপোর্টারের হাসি হাসি মুখ দেখে সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দড়াম করে তার চোয়ালে একটা বিরাশি সিক্কার ঘুসি ঝাড়ল, উড়ে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা।

ঘটনাটা দেখে আশপাশের সবাই ছুটে এল। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এরিক, পড়ে থাকা রিপোর্টারকে লাথি কষতে থাকল, টানাটানি করে ওকে সরিয়ে আনল কয়েকজন। কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে দাঁড়াল সাংবাদিক, দৌড়ে ছুটে পালাল।

গোলমালের শব্দ শুনে বুলডগ এসে পড়েছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে এখানে? এরিক! আবার কী ঝামেলা বাধিয়েছ তুমি?'

'আমাদের এরিক সাহেব নিরীহ সাংবাদিকের ওপর চড়াও হয়ে বীরত্ব দেখাচ্ছেন,' জটলার মধ্য থেকে ফোড়ন কাটল এজেন্ট ব্রাউন। 'মাসুদ রানার সামনে পড়ে মেনি বেড়াল হয়ে গিয়েছিলেন কি না!'

'কী বললে?' এরিক চিৎকার করে উঠল।

'ঠিকই বলছি,' ব্রাউন সামনে এগিয়ে এল। 'কাল নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও গুলি করোনি তুমি, নিউ অর্লিয়েন্সেও পালাতে দিয়েছ। কারণটা কী?'

'কারণ আমি মনে করি রানা নির্দোষ!' রাগের বশে সত্যি কথাটা বলে দিল এরিক। 'সে কাউকে মারেনি। তোমরা সবাই অন্ধ হয়ে গেছ, তাই আসল জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ না...রানা কোনও ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। চাইলে গতকাল সে আমাদের অর্ধেক লোককে ওই গির্জায় বসে পাখি শিকারের মত ফেলে দিতে পারত, কিন্তু ফেলেছে কি? না, কারণ সে অকারণে মানুষ মারে না।'

'আগে বিশ্বাস করিনি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ব্রাউন। 'এখন সত্যিই মনে হচ্ছে, তুমি এতদিন রানার কাছে আমাদের সব খবর পাচার করেছ। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক! দেশের শত্রু!'

ব্রাউনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিক. হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ওদের নিরস্ত করল। বুলডগ চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও এসব!'

'ও শুরু করেছে!' আঙুল তুলে ব্রাউনকে দেখাল এরিক।

'চুপ করো!' গর্জে উঠল বুলডগ। 'যথেষ্ট হয়েছে, এরিক। আমি আর সহ্য করব না। পদে পদে ঝামেলা পাকাচ্ছ তুমি শুরুতেই যদি তোমাকে সিকিউরিটি ডিটেইল থেকে বাদ দিতাম, তা হলে আজ এই পরিস্থিতিতে পড়তাম না। কাজ তো কিছু করতেই পারোনি, আজ মুখেরও লাগাম হারিয়েছ। মাসুদ রানা নির্দোষ! তোমাকে আগেই বলেছি, এ ধরনের ফালতু কথা বলবে না। এত কষ্ট করার পর সবার মনোবল নষ্ট করে দেয় এসব মিথ্যে প্রচারণা।'

'আমি মিথ্যে কিছু বলছি না...

'শাট আপ! তোমার আর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি এই মুহূর্তে তোমাকে বরখাস্ত করছি। তোমার মত লোকের ব্যুরোতে কোনও জায়গা নেই। এখুনি নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরে গিয়ে নিজের ডেস্ক পরিষ্কার করবে, বুঝেছ?'

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এরিক। বুলডগকে বলল, 'আপনার মত লোকের অধীনে আর কাজও করতে চাই না আমি।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল ও। খেয়াল করল না, দূর থেকে মেজর রাইস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তাকে খুব একটা খুশি দেখাচ্ছে না।

নিউ অর্লিয়েন্সে ফেরার পথে বিমানযাত্রার প্রায় পুরো সময়টাই ঘুমিয়ে কাটাল এরিক, শারীরিক ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। গন্তব্যে যখন পৌঁছাল, তখন স্থানীয় সময় সন্ধে সাতটা। এয়ারপোর্টে ওকে রিসিভ করার জন্য নেই কেউ। ট্যাক্সি ভাড়া করে বাসায় ফিরল।

এমিলি মারা যাবার পর থেকে ঘরটা অসম্ভব রকম খালি খালি হয়ে গেছে। গত কিছুদিন কাজের চাপে অভাবটা অনুভবের খুব একটা সুযোগ পায়নি, কিন্তু আজ শূন্যতাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল এরিক। না পেরে ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার বের করে লিভিংরুমে এসে টিভির সামনে বসল।

সব চ্যানেলে একই সংবাদ প্রচার হচ্ছে—মাসুদ রানার মারা যাওয়ার খবর। কীভাবে কী ঘটেছে, তা নিয়ে রং-বেরঙের রিপোর্ট দিয়ে চলেছে সাংবাদিকেরা, পোক কাউন্টি থেকে সরাসরি সম্প্রচার চলছে। সবই পুরনো সংবাদ, তবে শেষ পর্যন্ত রাত দুটোর দিকে নতুন খবর প্রচারের সুযোগ পেল সাংবাদিকরা।

সি.এন.এন-এর বিশেষ বুলেটিনের সংবাদপাঠক জানাল, 'এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে, এফবিআইয়ের ফরেনসিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞরা আরকানসাসের পোক কাউন্টির ব্লু আই

শহরের নিকটবর্তী মিশনারি চার্চের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া লাশটাকে মাসুদ রানার বলে নিশ্চিত করেছেন। ডেন্টাল রেকর্ড ম্যাচ করার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মতে রানার মৃত্যুর কারণ একাধিক গুলির আঘাত এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া...'

টিভি বন্ধ করে দিয়ে বাকি রাত অন্ধকারে বসে রইল এরিক। এক অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ও, জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কিছুই আর ভাল লাগছে না।

সকালে কোনও রকমে নাস্তা খেয়ে অফিসে গেল ও। চাকরি চলে গেলেও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়ে গেছে, ডেস্ক থেকেও নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে আসতে হবে।

অফিসটা খালি খালি দেখাল, বেশিরভাগ এজেন্টকেই বুলডগ আরকানসাসে নিয়ে গেছে, তারা এখনও ফিরে আসেনি। যারা আছে, তাদের কাছে সম্ভবত এখনও ওর বরখাস্ত হবার খবর এসে পৌঁছায়নি। কেউ কেউ ওকে দেখে বিস্মিত হলো, কখন ফিরে এসেছে জানতে চাইল। মৃদু হেসে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল এরিক, যতদূর সম্ভব প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

'এরিক!' নিজের রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ডোনাল্ড মোফাট, ওকে ডাকছে। 'আমার রুমে এসো।'

সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাখাপ্রধানের রুমে এল এরিক।

'যা শুনছি, তা কি সত্যি?' মোফাট জানতে চাইল।

'কী শুনেছেন তার ওপর নির্ভর করে,' বলল এরিক।

'সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্টের সঙ্গে হাতাহাতি করেছ তুমি? একজন রিপোর্টারকে পিটিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'জেসাস ক্রাইস্ট! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'মাথা আমার ঠিকই আছে। কিন্তু এসব নিয়ে এখন কথা বলে লাভ কী? মি. বুলকের অর্ডার এসে পৌঁছায়নি আপনার কাছে? উনি তো আমার চাকরি খেয়েছেন।'

'কাল রাতে ফোন পেয়েছি আমি,' মোফাট গম্ভীর গলায় বলল। 'তবে এত সহজে হাল ছাড়ছি না। সিআইএ-র ডিরেক্টর হয়েছে বলে আমার লোকের চাকরি খাবে, মামা বাড়ির আবদার নাকি?'

'আমাকে বরখাস্ত করবেন না?' এরিক বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল। 'নিজে বিপদে পড়ে যাবেন তো!'

'সে সুযোগ আমি দিলে তো!' বলল মোফাট। 'শুধু মুখের কথায় কারও চাকরি যায় না, সবকিছুর নিয়ম আছে। প্রথমে সাসপেনশন আর প্রিলিমিনারি হিয়ারিং, তিন মাস পর রিভিউ বোর্ড, সবশেষে হলো চাকরি যাওয়া—বুঝেছ?'

'এখন তা হলে কী হবে?'

'আপাতত সাসপেন্ড করছি তোমাকে। কিছুদিনের জন্য কোথাও চলে যাও। হিয়ারিঙে হাজির থেকো, বাকিটা যখন রিভিউ বোর্ড হবে, তখন দেখা যাবে।'

নিঃশব্দে মোফাটকে কৃতজ্ঞতা জানাল এরিক, তারপর বেরিয়ে এল।

রেকর্ডস্ সেকশনে গিয়ে হাজির হলো ও, সাসপেনশন সংক্রান্ত ফর্মালিটি পূরণ করার জন্য। ওকে দেখেই লিসা ক্র্যামারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, পরমুহূর্তে হাসল সে।

'এজেন্ট স্টার্ন! তোমাকেই তো খুঁজছিলাম মনে মনে। কখন ফিরেছ আরকানসাস থেকে?'

'কাল রাতে,' এরিকও পাল্টা হাসল। 'কেমন আছ তুমি, লিসা?'

'ভাল। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে

শুনলাম, মাসুদ রানা জিম্মি করেছিল।'

'চেহারা-সুরত আর ব্যান্ডেজ দেখে বুঝতে পারছ না?'

'তা পারছি।'

'আমাকে খুঁজছিলে কেন?' জানতে চাইল এরিক।

'তোমার একটা জিনিস আছে আমার কাছে,' লিসার মুখে দুষ্টু হাসি। 'এমন কিছু, যেটা পেলে তুমি খুশি হবে।'

'খুশি হব?'

মাথা ঝাঁকাল লিসা। বলল, 'জিনিসটা অপ্রত্যাশিত কিনা!'

ভুরু কোঁচকাল এরিক, লিসার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। মেয়েটার মনে যে ওর জন্য কিছুটা দুর্বলতা আছে, সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছে, যদিও এ প্রসঙ্গে কখনও কথা হয়নি। আজ কি আভাসে-ইঙ্গিতে সেরকম কিছু বলতে চাইছে সে?

'লিসা, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ল্যাঙলিতে একটা ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলে, মনে আছে?'

'আছে, তবে আমার ক্লিয়ারেন্স না থাকায় জিনিসটা আসেনি।'

'যদি বলি ক্লিয়ারেন্স জোগাড় করে দিয়েছি?' লিসা রহস্য করছে।

'কীভাবে? মরে গেলেও বুলডগ ওটা সই করবে না।'

'আরকানসাসে যাবার আগে ভদ্রলোক এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, কীসে সই করছেন, তাকিয়েও দেখেননি। ওই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছি আমি।'

'তুমি...তুমি আমার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বুলডগকে দিয়ে সাইন করিয়েছ?' এরিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'শুধু তাই না,' বলল লিসা। 'সেটা সিআইএ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে ফাইলটা আনিয়েও নিয়েছি। কাল রাতেই এসেছে ওটা।'

'লিসা, তুমি একটা অবিশ্বাস্য মেয়ে!'

'এই অবিশ্বাস্য মেয়েটাকে কি তা হলে একবার ডিনারে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

'যদি ফাইলটা এখুনি দাও।'

হেসে ড্রয়ার থেকে একটা বিশাল প্যাকেট বের করে দিল লিসা। সেটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলল এরিক। মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না জিনিসটা।

ফাইলটা র‍্যামডাইনের।

পাঁচ

নিজের অফিসে একাকী বসে আছে কর্নেল অল্ডেন। সারা দেহ কেমন একটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যেন দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে ক্লান্ত সৈনিক, মেডিক্যাল সায়েন্সে একে বলে পোস্ট-কমব্যাট স্ট্রেস সিনড্রোম। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ অনেকদিন হলো এই অনুভূতিটার সঙ্গে শেষবার মুখোমুখি হয়েছে সে। সেনাজীবনের শুরুতে একেকটা মিশনশেষে এমনটা হত, কিন্তু যত দিন গেছে, পরিণত হয়ে উঠেছে তার দেহ-মন। সফল হোক বা ব্যর্থ, প্রতিটা কাজ তার শরীরে পরেরটার জন্য উদ্যম জুগিয়েছে। অবসাদ কী তা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ আজ

মাসুদ রানার মৃত্যু সেই অনুভূতিটা আবার ফিরিয়ে এনেছে, লোকটা সত্যিই দারুণ ভুগিয়েছে তাকে। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আনন্দেই শরীরটা যেন কয়েকদিনের জন্য ছুটি চাইছে।

টেবিলের ওপর ওর সামনে একটা ফোল্ডারে রয়েছে অকাট্য প্রমাণ—আরকানসাস থেকে নিয়ে এসেছে মেজর রাইস, মাসুদ রানার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ডেন্টাল রেকর্ড। লাশটা নিয়ে এখন যে যা খুশি করুক, কিছু আসে যায় না তার। মুক্তি মিলেছে জীবন্ত অভিশাপ থেকে, সেইসঙ্গে যবনিকাপাত ঘটেছে প্রায় দেড় দশকের পুরনো একটা অধ্যায়ের। এবার অল্ডেন নিশ্চিন্তমনে অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারে।

হঠাৎ করে লাল রঙের বিশেষ টেলিফোনটা বেজে ওঠায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বিরক্ত চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল কর্নেল কয়েক সেকেন্ড, তারপর তুলে নিল।

'হ্যালো।'

'কর্নেল, অ্যালান বেনেট বলছি।'

'বলুন, মি. বেনেট।'

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে...

ফোল্ডারের ওপর মোটা অক্ষরে লাল রঙের সতর্কবাণী:

ল্যান্সার ক্লিয়ারেন্স অত্যাবশ্যক।

আপনি যদি ল্যান্সার ক্লিয়ারেন্সভুক্ত ব্যক্তি না হয়ে থাকেন, তা হলে অনতিবিলম্বে এই ফাইল যেখান থেকে পেয়েছেন, সেখানে ফেরত দিন। আপনি যদি নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতিতে এই ফাইল পেয়ে থাকেন, তা হলে বাধ্যতামূলকভাবে ল্যান্সার কমিটিতে রিপোর্ট করুন।

বোকার মত লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল এরিক। জীবনে

অদ্ভুত অনেক ধরনের সতর্কবাণী দেখেছে ও, কিন্তু এটা একেবারেই নতুন। চোখ পিটপিট করল, যেন তাতেই উধাও হবে লেখাটা। কিন্তু না, সেটা এখনও আগের মতই জ্বলজ্বল করছে। আক্ষরিক অর্থেই সারাজীবন আইন মেনে চলেছে এরিক, কখনও কোনও নিয়মভঙ্গ করেনি। আজ প্রথমবারের মত তা করতে গিয়ে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে, একই সঙ্গে অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহলও সংবরণ করতে পারছে না।

বাড়ির বেজমেন্টে বসে আছে ও, সময়টা রাত ন'টা। সারাদিন দমবন্ধ করা উত্তেজনায় কেটেছে, সারাক্ষণ মনে হয়েছে এই বুঝি ফোন করে লিসা ফাইলটা ফেরত চায়। জিনিসটা হাতে পাবার পর ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে এরিক, লিসাকে সাসপেশনের ব্যাপারটা জানায়নি, সে সংক্রান্ত ফর্মালিটিও সম্পন্ন করেনি। বরং ফাইলটা নিয়ে দ্রুত ফিরে এসেছে বাসায়। বুক ধুকপুক করছিল, ওটা নিয়ে বসার মত মনের জোর পাচ্ছিল না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত এসে ঢুকেছে বেজমেন্টে—নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কামরাটাতে। চেয়ার-টেবিলে বসে ফাইলটা পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।

ল্যাম্সার। লম্বা শ্বাস টেনে ভাবনায় ডুবে গেল এরিক, শব্দটা একেবারে অপরিচিত নয় ওর কাছে। একটু চিন্তা করতেই বুঝে গেল সতর্কবাণীটার তাৎপর্য।

সিআইএ বা সরকারী বিভিন্ন সংস্থা মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয়, যা প্রচলিত আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এসব বেআইনী কাজ যেন বিচারের কাঠগড়ায় না ওঠে, সেটা নিশ্চিত করে একদল বিশেষ মানুষ। এদেরকে ল্যাম্সার কমিটি বলে। আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের এ ব্যাপারে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। ধরা যাক কোথাও একটা খুন হলো,

স্থানীয় পুলিশ যদি তদন্ত করার সময় ল্যান্সার কমিটির ফোন পায়, তা হলে বুঝতে হবে যে দেশের স্বার্থেই মানুষটাকে হত্যা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে না। কেন বা কী উদ্দেশ্যে এই অপকর্মটা ঘটানো হয়েছে, তা শুধু ল্যান্সার কমিটিই জানবে।

র‍্যামডাইনের ফাইলে ল্যান্সার ক্লিয়ারেন্সের উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে, গোপনীয় অনেক তথ্য আছে এর ভিতরে। ভ্যালেন্টিন মোলিনার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানা যাবে কী? বলা কঠিন, কারণ এফবিআই বা লোকাল পুলিশের কাছে এই মার্ডার কেসটার বিষয়ে কোনও ল্যান্সার নোটিফিকেশন আসেনি। তার মানে দাঁড়ায়, হয় ঘটনাটা র‍্যামডাইন ঘটায়নি, নয়তো এটা তারা করেছে কাউকে না জানিয়ে। ফাইলটা না পড়া পর্যন্ত নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই।

মলাট উল্টে পড়তে শুরু করল এরিক।

র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের সূচনা হয়েছে আজ থেকে বিশ বছর আগে। মূলত সিআইএ-র গোপন সামরিক অপারেশনগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে সংস্থাটা। গত বিশ বছরে কোথায় কোথায় তারা সামরিক অভিযান চালিয়েছে বা অস্ত্রশস্ত্রের চালান দিয়েছে, পড়তে পড়তে চোখ কপালে উঠে গেল এরিকের। বর্তমানে সংস্থাটার কর্ণধার কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন নামে এক প্রাক্তন আর্মি অফিসার। উনিশশো উনসত্তর সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত হয়, দ্রুত পদোন্নতি পেতে থাকে। উনিশশো ছিয়াশিতে যুক্তরাষ্ট্রের লিবিয়া আক্রমণের সময় স্পাই সন্দেহে চারজন নিরীহ লিবিয়ান নাগরিককে হত্যার দায়ে কোর্ট মার্শালে চাকরিচ্যুত হয় অল্ডেন আর তার সঙ্গী মেজর জাস্টিন বাইস. লোকটা তার অ্যাডজুটেন্ট ছিল। চাকরি গেলেও দুঃসাহসী

মনোভাব আর নিয়মের বাইরে কাজ করার প্রবণতা দেখে তাদের দুজনকে সিআইএ রিক্রুট করে। র‍্যামডাইনে যোগ দেবার পর থেকে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাতে থাকে অল্ডেন। শেষ পর্যন্ত নব্বুইয়ে সংস্থাটার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয় তার কাঁধে। বর্তমানে মেজর রাইস তার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

ঢাউস ফাইলটা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এরিক, কিন্তু থামল না। কী এক অজানা আকর্ষণে ওর চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত আটকে আছে পাতাগুলোয়। মাঝামাঝি পৌঁছানোর পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল ও। পৃষ্ঠাটার ওপরে বড় করে শিরোনাম:

মিশন: এল সালভাদর

প্রতিবেদনটাতে যা লেখা আছে, তার সারসংক্ষেপ এরকম—চোদ্দ বছর আগে মধ্য আমেরিকার এই দেশটাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের দাপট অসম্ভব বেড়ে যায়। সালভাদরীয় সরকার তাদের দমনে ব্যর্থ হয়ে পড়ছিল, এমন অবস্থা দাঁড়াচ্ছিল যে বিদ্রোহীরা যে কোনও মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে। নতুন একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না, তাই এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য র‍্যামডাইনকে নির্দেশ দেয় সিআইএ। সালভাদরের মিশন কর্নেল অল্ডেন নিজে পরিচালনা করে। সরকারী বাহিনীকে শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ নয়, তাদেরকে গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে র‍্যামডাইন। এজন্য নির্বাচন করা হয় জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজের নেতৃত্বাধীন অ্যালকাটল ডিভিশনের ফার্স্ট ব্রিগেডের চতুর্থ ব্যাটালিয়নকে, যেটা প্যান্থার ব্যাটালিয়ন নামে পরিচিত।

ফ্রন্টলাইন অ্যান্টি-গেরিলা ডিউটি থেকে প্রত্যাহার করে আড়াইশো সৈনিককে পাহাড়ের মাঝের একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। সেখানে র‍্যামডাইনের এক্সপার্টরা

তাদের জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার, অ্যামবুশ, কাউন্টার-অ্যামবুশ, রেইড, পপুলেশন কন্ট্রোল, সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার, ইন্টারোগেশন টেকনিক, স্নাইপিং, কাউন্টার-স্নাইপিং ইত্যাদি বিষয়ে দু'মাসের একটা ক্র্যাশ কোর্স করায়। এর ফলে প্যান্থার ব্যাটালিয়ন অ্যান্টি-গেরিলা ইউনিট হিসেবে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এবং র‍্যামডাইনের মিশন সফল হয়।

প্রতিবেদনের পরের অংশটা শুরু হবার আগে আবারও লাল কালিতে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে: *'রিপোর্টের অবশিষ্ট অংশ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ল্যাঙ্গার নিরাপত্তা ছাড়পত্রধারীর জন্য। আপনি যদি তা না পেয়ে থাকেন, তা হলে এই মুহূর্তে এই রিপোর্ট যে উৎস থেকে পেয়েছেন, সেখানে ফিরিয়ে দিন।'*

মুচকি হাসল এরিক, ফিরিয়ে দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মজা তো কেবল শুরু, ল্যাঙ্গার নোটিফিকেশনের মত কী ঘটেছে সালভাদরে, তা ওকে জানতেই হবে। পড়া শুরু করে আরেকটা মন্তব্য লক্ষ করল ও: *'রিপোর্টের এই অংশ অসমর্থিত। র‍্যামডাইন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবুও ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত বলে তথ্যটির সত্যতা যাচাই করা বা অন্য কোনও পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য ল্যাঙ্গার কমিটি সুপারিশ করছে।'*

রিপোর্টের এই অংশটাতে প্রশিক্ষণশেষে ওই ব্যাটালিয়নের প্রাথমিক অভিযানের বিবরণ পাওয়া গেল। যদিও তাদের কাজ শুধু প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা, তারপরও এসব অভিযানে র‍্যামডাইনের টিম সৈনিকদের সঙ্গী হয় বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে। রিপোর্টটার শেষ পৃষ্ঠায় এসে ল্যাঙ্গার নোটিফিকেশনের মাহাত্ম্য পাওয়া গেল।

ট্রেনিং শেষের পনেরো দিনের মাথায় প্যান্থার ব্যাটালিয়ন

গেরিলাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ওকালুপো উপত্যকায় অভিযানের জন্য যায়। জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে জেনারেল রামিরেজ তথ্য সংগ্রহের জন্য দশজনের একটা রেকনাইস্যান্স টিম স্যামপাল নদীর তীরে কুয়েম্বো গ্রামে পাঠায়। কিন্তু ভাগ্য খারাপ দলটার, গ্রামে তাদের অপেক্ষায় ছিল গেরিলারা, ভিতরে পা দিতেই ক্রসফায়ারে সবাই নিহত হয়। ব্যাটালিয়নের বাকিরা আসার আগেই লাশগুলোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে রেখে গেরিলারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় জেনারেল রামিরেজের ভয়ঙ্কর ক্রোধের শিকার হয় নিরীহ গ্রামবাসীরা। কুয়েম্বোর দু'শো নারী, পুরুষ আর শিশুকে স্যামপাল নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা, সেসব লাশ দিনের পর দিন নদীতে ভাসতে থাকে, ঘটনাটা ধামাচাপা দেয়া হয় গেরিলাদের ওপর দোষ চাপিয়ে। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় যে, র‍্যামডাইনের টিম এই গণহত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে, যদিও তারা এজেন্সিতে এ সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট দাখিল করেনি। তবে এ কলঙ্কজনক ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পারে বলে ল্যান্সার কমিটি এ বিষয়ে আর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকার জন্য সুপারিশ করছে। তবে কমিটি মনে করে, ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে, এবং তা কখনও প্রমাণ হয়, তা হলে দায়ী ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন, কারণ গণহত্যায় অংশ নেবার মত গর্হিত কাজ এজেন্সি কখনও সমর্থন করে না।

এল সালভাদর মিশনের বিবরণ এখানেই শেষ. আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসের নাম উল্লেখই করা হয়নি কোথাও। তা হলে এ ঘটনার সঙ্গে ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক? ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করল এরিক, তারপর ফাইল বন্ধ করে কম্পিউটার অন

করল, লগইন হলো ইন্টারনেটে। সার্চ ইঞ্জিনে জর্জেস ভ্যালেরিয়াস আর স্যামপাল হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অনুসন্ধান করতেই অবাক হয়ে গেল ও। অসংখ্য খবর ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, গত কয়েক মাসে নিজ দেশে রীতিমত আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন আর্চবিশপ, গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্য। দিনের পর দিন মিছিল-মিটিং করেছেন তিনি, অনশনে গেছেন, কথা বলেছেন সব স্তরের রাজনীতিকদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের তীব্রতার কাছে হার মেনেছে সরকার, সেদেশের প্রেসিডেন্ট বলতে বাধ্য হয়েছেন, হত্যাকাণ্ডটার পুনর্তদন্ত করাবেন তিনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক, পুরো রহস্যটা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এবার। ভ্যালেরিয়াসের ধারণাও ছিল না, কার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছেন তিনি। নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য শান্তিবাদী একজন ধর্মযাজককে খুন করতে এরা মোটেও পিছুপা নয়, আর কাজটা করা হয়েছে নিপুণভাবে। দেশের মাটিতে আর্চবিশপ মারা পড়লে আন্দোলনটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠত, সবার দৃষ্টি চলে যেত পুনর্তদন্তের দিকে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বিদেশের মাটিতে, মৃত্যুটা সাজানো হয়েছে দুর্ঘটনার মত করে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর হামলার নাটক আর্চবিশপের মৃত্যুকে গৌন একটা বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে, সালভাদরে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠেনি। মরেছে সাপ, না ভেঙেছে লাঠি। আর এই পুরো খেলায় মাসুদ রানা ছিল স্রেফ একটা বলির পাঁঠা, আর কিছু না। ভ্যালেন্টিন মোলিনা হয়তো এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিল, তাই অ্যামেরিকায় সেটা ঠেকাতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে র‍্যামডাইন।

রানা আর আর্চবিশপের পরিণতির কথা ভাবতেই হতাশা

গ্রাস করল এরিককে। ভয়ঙ্কর একদল লোক ইঁদুরের মত খেলেছে হতভাগ্য এই দুজনকে নিয়ে, তাদের মেরে ফেলেছে... ঠিক কুয়েম্বো গ্রামের দুশো নিরীহ মানুষের মত। সবচে কষ্টের ব্যাপার হলো, এতসব ঘটনার পরও লোকগুলো পার পেয়ে যাচ্ছে, কিছুই করণীয় নেই। যে করতে যাবে, তাকেই আর্চবিশপ বা রানার পরিণতি বরণ করতে হবে।

নিষ্ফল আক্রোশে টেবিলে কিল বসাল এরিক।

জরুরি তলব পেয়ে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কনফারেন্স রুমে হাজির হলো ড. রুডি ডানকান। ভিতরে রীতিমত মাছের বাজার বসেছে, হৈ-হট্টগোলে ভরে গেছে রুমটা, উঁচু গলায় কথা বলছে কর্নেল অল্ডেন আর মেজর রাইস থেকে শুরু করে সবাই।

'কাছে এসো, ডক্টর,' তাকে দেখে ডাকল অল্ডেন।

'আমাকে ডেকেছিলেন, সার?' কম্পিত গলায় জানতে চাইল ডানকান।

'আমাদের একটা কুইক অ্যাসেসমেন্ট দরকার,' কর্নেল জানাল। 'মাসুদ রানার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে তো তুমি যথেষ্ট স্টাডি করেছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ডানকান।

'ব্লু আই থেকে পালাবার সময় সে একজন এফবিআই এজেন্টকে জিম্মি করে, দুজন বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে ছিল তোমার কি মনে হয়, রানা এই সময়ের ভিতরে আমাদের সম্পর্কে তাকে কিছু খুলে বলেছে?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না ডানকান, তার আগেই প্যাট্রিক ম্যালয় বলল, 'আমার মনে হয় না, উদ্বিগ্ন হবার কিছু আছে। রানা বললেই বা কী আসে যায়, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের লিঙ্ক করার মত কোনও ক্লু নেই।'

'গড ড্যাম ইট, ম্যালয়!' খেপা গলায় বলল কর্নেল। 'যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আমরা এজেন্ট এরিক স্টার্নের কথা বলছি, বুঝতে পেরেছ? এরিক স্টার্ন, যার কাছে এসেছিল ভ্যালেন্টিন মোলিনা।'

'আমি তখনই বলেছিলাম ওকে শেষ করে দেয়া হোক,' রাইস শান্ত গলায় বলল।

ম্যালয় বলল, 'সেটা সম্ভব হলো কই! লোকটা প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি ডিটেইলে ছিল।'

'ওয়েল ডক্টর,' ডানকানের দিকে তাকাল কর্নেল, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'মাসুদ রানা একজন অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিল, সার,' বলল ডানকান। 'ওই অল্প সময়ের মধ্যে এজেন্ট স্টার্নের ওপর যদি তার বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের ব্যাপারে খুলে বলাটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়।'

'আমি বলছি, বলেছে,' রাইস জোর গলায় বলল। 'লাশটা পাবার পর স্টার্নের আচরণের ব্যাপারে তো আগেই জানিয়েছি আপনাদের। এমনভাবে রানাকে নির্দোষ দাবি করছিল, যেন দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার। সবকিছু জেনে না থাকলে এত শিওর হয় কী করে?'

'সমস্যাটা কী, এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না,' ম্যালয় বলল। 'মাথা খারাপ একজন এজেন্টের কথা কে বিশ্বাস করবে?'

গম্ভীর গলায় কর্নেল বলল, 'সমস্যা হলো এই যে, আমাদের এই মাথা খারাপ এজেন্ট সিআইএ হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের অর্গানাইজেশনের টপ সিক্রেট ফাইলটা জোগাড় করেছে। এই মুহূর্তে ওটা তার হাতে আছে বলে ধারণা করছি আমরা।'

'কী!' ম্যালয় চমকে উঠল। 'সেটা কীভাবে সম্ভব? লোকটার

নিশ্চয়ই ল্যাঙ্গার ক্লিয়ারেন্স নেই?'

'স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর ডগলাস বুলকের অফিস থেকে প্রথমে অথরাইজেশন ছাড়া রিকোয়েস্টটা আসে, এ ব্যাপারে কথা বলা হলে তিনি ফাইলটা চাননি বলে জানান। এরপর সবাই যখন আরকানসাসে রানাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন মি. বুলকের অথরাইজেশনও চলে আসে। এতই ব্যস্ত ছিল, ল্যাংলির লোকেরা সেটা আর ভেরিফাই করেনি, ফাইলটা সোজা পাঠিয়ে দিয়েছে নিউ অর্লিয়েন্সে।'

'পেলই বা ফাইলটা... কী করবে সে, প্রেসের কাছে যাবে? ক্লাসিফায়েড তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের শাস্তি সম্পর্কে তার নিশ্চয়ই ধারণা আছে?'

'সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না,' বলল কর্নেল। 'সমস্যাটা কি তোমরা বুঝতে পারছ না? এরিক স্টার্ন আমাদের সালভাদর মিশন সম্পর্কে জেনে গেছে, ভ্যালেন্টিন মোলিনা তার কাছেই এসেছিল সাহায্যের জন্য; সবচে বড় কথা, মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলেছে সে।'

'সে আমাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল রাইস। 'কী করতে চান?'

সোজা সেকেন্ড ইন কমান্ডের চোখে চোখ রাখল কর্নেল অল্ডেন। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নিউ অর্লিয়েন্সে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করো। সে কী জানে, জানতে চাই আমি। আর সবশেষে... ওকে শেষ করে দাও।'

ছয়

অনেকক্ষণ থেকেই বেজে চলেছে ফোনটা, ব্রেকফাস্টের থালাবাসন পরিষ্কার বন্ধ করে রিসিভারটা তুলে নিল এরিক।

'হ্যালো।'

'এরিক?' পরিচিত নারীকণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বলছি।'

'এরিক, আমি রেকর্ডস থেকে লিসা বলছি।'

'খবর কী?'

'তুমি আমাকে অনেক বড় বিপদে ফেলে দিয়েছ।'

'ও হ্যাঁ, ফাইলটা।'

'আমি তো জানতামই না যে তোমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

'তোমার দোষ নেই, আমিই বলিনি। কাজটা অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। কিন্তু কী করব, বলো? ভেবেছিলাম পাম কোর্টের সেই কেসটা সলভ করলে হয়তো আমাকে অন্য চোখে দেখা হবে...'

'এরিক, এই মুহূর্তে ফাইলটা স্পেশাল কুরিয়ারে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'বলো কী! ঝামেলা হয়নি তো?'

'এখনও হয়নি। তবে দেরি করলে অনেক বড বিপদে

পড়ব। তুমি যে কী না! এ ধরনের ফাইল তো অফিসের বাইরেই নেয়া নিষেধ।'

'অফিসে তো আমার থাকারই অধিকার নেই, বাইরে না এনে উপায় কী বলো? বাদ দাও, আমার কাজ শেষ। এখুনি নিয়ে আসছি ওটা। আমি যে ওটা নিয়ে এসেছিলাম বা পড়েছি, একথা কাউকে বোলো না কিন্তু!'

'মাথা খারাপ! তুমি তাড়াতাড়ি এসো।'

'রওনা হলাম বলে।'

দ্রুত শাওয়ার সেরে নিল এরিক, গায়ে চড়াল বাদামি রঙের একটা সুট। তারপর ফাইলটা নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। খেয়াল করল না, রাস্তার অপরপাশে একটা নীল রঙের ভ্যান থেকে তাকে নজরে রাখা হচ্ছে।

'বেরিয়েছে হারামজাদা,' বলল ভাড়াটে খুনী টনি স্যান্টোস, সদস্য না হলেও র‍্যামডাইনের হয়ে মাঝে মাঝেই কাজ করে সে আর তার সঙ্গীরা।

'হুঁ,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল মেজর রাইস।

'তুলে আনব এখনই?' টনি জানতে চাইল।

'না, অফিসে যাক। ফাইলটা ফেরত দিয়ে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আপাতত অন্য কাজ আছে।'

'ফলো করব না?' জানতে চাইল ড্রাইভার লুমিস।

'না,' রাইস মাথা নাড়ল। 'কোথায় যাচ্ছে তো জানিই। আসল কথা হলো ব্যাপারটা আত্মহত্যার মত দেখাতে হবে, সেজন্য স্টার্নের নিজস্ব অস্ত্র লাগবে। বাড়ির ভিতর তল্লাশি চালাতে হবে, ব্যাকআপ হিসেবে যেটা রাখে, সেটা নিশ্চয়ই পাব। একেবারে না পেলে রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে নিতে হবে, যেটাতে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে।'

'কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বলল দলটার শেষ সদস্য

ল্যারি। 'দরজার তালা খোলার কাজ আমার চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না।'

'যাও তা হলে। সাবধান, পিস্তলে আবার তোমার নিজের হাতের ছাপ যেন পড়ে না যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্যান থেকে নামল ল্যারি, একটা বাদামি রঙের ওভারঅল পরে আছে সে, পিঠে পাওয়ার কোম্পানির মনোগ্রাম। টুলবক্স হাতে এরিকের বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলো সে, নক করল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ির পিছনে চলে গেল।

আধঘণ্টা পর ফিরে এল সে, ভ্যানে ঢুকে টুলবক্স থেকে একটা ছোট পার্কারাইজড কোল্ট পিস্তল বের করে দিল। প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে অস্ত্রটা ধরল রাইস, ম্যাগাজিন থেকে একটা বুলেট বের করে দেখল। গ্লেসার সেফটি অ্যামো—শর্ট রেঞ্জে দারুণ কার্যকর জিনিস।

'গুড,' ক্রূর হাসি ফুটল রাইসের ঠোঁটে। 'এবার এজেন্ট স্টার্নকে তুলে আনতে পারি আমরা।

'হাই, লিসা!'

'শ্‌শ্‌!' চোখ তুলল না লিসা। নিচু গলায় বলল, 'আগে ফাইলটা ডেস্কের ওপর রাখো।'

সাবধানে ফোল্ডারটা নামিয়ে রাখল এরিক, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে জিনিসটা ড্রয়ারে চালান করল মেয়েটা।

'আমি দুঃখিত...

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল লিসা, তার চোখের কোণে পানি চকচক করছে, চেহারায় বেদনার ছাপ স্পষ্ট—মিথ্যে বলে এরিক ফাইলটা নিয়ে যাওয়ায় মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে সে। ব্যাপারটা

লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল এরিক, বোকা মেয়েটা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, নইলে এত কষ্ট পেত না। কী আশ্চর্য, পরস্পরকে ঠিকমত চেনে না পর্যন্ত ওরা। ক্ষণিকের আকর্ষণকে লিসা প্রেম ভেবে ভুল করছে, অন্তত এরিক কখনও এধরনের কোনও ইঙ্গিত দেয়নি।

'ফাইলটা কেউ দেখতে পায়নি তো?' কোনমতে নিজেকে সামলে প্রশ্ন করল লিসা।

'না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'লুকিয়ে এনেছি।'

আর কিছু বলল না লিসা, এরিকও কথা খুঁজে পাচ্ছে না, কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিয়ে এরিক বলল, 'আমি দুঃখিত, লিসা। সাসপেনশনের জন্য আসলে মাথা কাজ করছিল না। ফাইলটার সাহায্যে একটা কেস সলভ করে সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলাম...'

'তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি,' বলল লিসা, হালকা একটা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'সরি, আমার জন্য তোমাকে মিথ্যে বলতে হয়েছে।'

'ওটা কোনও ব্যাপার নয়, ফাইলটা এখনই ফেরত পাঠিয়ে দেব। কেউ জানতেও পারবে না কোনও কিছু।'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব!' এরিক ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। 'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?'

'আজ আমার ডেট আছে।'

'তাই!' এরিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

...কিন্তু কাল আমি ফ্রি।'

হাসল এরিক। 'তা হলে কাল সন্ধ্যায়। সাড়ে সাতটায় তোমাকে আমি নিতে আসব।'

'আমি অপেক্ষায় থাকব

অফিস থেকে উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে এল এরিক, সমস্ত দুশ্চিন্তা কিছু সময়ের জন্য ঝেড়ে ফেলেছে। রানার জন্য কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর, এটা মেনে নিয়েছে। র‍্যামডাইনের বিরুদ্ধে যে কিছু করতে পারবে না, তাও জানে। তা ছাড়া চাকরিটা যে চলেই যাবে, তা একরকম নিশ্চিত; ডোনাল্ড মোফাট যাই বলুক না কেন, নিজের কথার ওজন প্রমাণের জন্য বুলডগ তাকে এফবিআই থেকে বের করে ছাড়বে। ব্যুরোতে যখন শেষ পর্যন্ত থাকাই হচ্ছে না, তা হলে খামোকা রানা আর র‍্যামডাইনের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

জমানো টাকায় খুব বেশিদিন চলবে না, শীঘ্রি নতুন কাজের খোঁজে বের হতে হবে। সেই অবস্থায় পড়ার আগের সময়টা উপভোগ করতে দোষ কী? গত কয়েক বছর এমিলির সেবা করতে করতে আনন্দ কাকে বলে তা ভুলেই গিয়েছিল এরিক। আজ হঠাৎ মনটা কেমন ফুরফুরে লাগছে। গাড়িটা ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের একটা রেস্তোরাঁর সামনে রেখে নিউ অর্লিয়েন্সের শহরতলিতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে থাকল ও।

দুপুর হয়ে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে এরিক। হঠাৎ ডাক শুনে ফিরে তাকাল।

'এজেন্ট স্টার্ন! এজেন্ট এরিক স্টার্ন!'

টনি স্যান্টোসকে এগিয়ে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল এরিক, নাম মনে না পড়লেও চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল লোকটা।

'থ্যাঙ্ক গড, আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ভালই ঘুরিয়েছেন আমাদের।'

সন্দিহান হয়ে উঠল এরিক, এতক্ষণে খেয়াল করল, হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের প্রাচীন অংশটার একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মানে? আপনাকে

একাই দেখতে পাচ্ছি।'

'বাকিদের দেখতে চান?' টনির মুখে অনাবিল হাসি, মুখে আঙুল পুরে শিস দিল সে।

মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল একটা ভ্যান, দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে একেবারে এরিকের ঠিক পাশে ব্রেক কষল।

'কে আপনি?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল এরিক, কিন্তু জবাব পেল না। ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে নামল দুজন লোক, তাকে জাপটে ধরল। নিজেকে ছাড়াবার জন্য মোচড়ামুচড়ি করল ও, কিন্তু একচুল আলগা হলো না বাঁধন, লোকদুটোর শরীরে অসুরের শক্তি।

পকেট থেকে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল টনি, এগিয়ে এসে এরিকের হাতে পুশ করল, মুহূর্তেই অচেতন হয়ে গেল বেচারা। টান দিয়ে অজ্ঞান দেহটা ভ্যানে তুলল লুমিস আর ল্যারি, টনি উঠে বসতেই আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা।

জ্ঞান ফিরতেই টের পেল এরিক, ভ্যানের নোংরা মেঝেতে পড়ে আছে ও। অসুস্থ বোধ করল... সারা দেহে যন্ত্রণা, মাথা টনটন করছে, যেন নাকের ফুটো দিয়ে খুলির ভিতর তরল লাভা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ব্যথা অগ্রাহ্য করে কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, থেমে আছে ভ্যানটা। নাকে পানি আর জংলার সোঁদা গন্ধ ঢুকছে। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে হ্যান্ডকাফ থাকায় কাজটা সহজ হলো না।

'রাইস, ওর জ্ঞান ফিরছে,' টনির কণ্ঠ শোনা গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আধশোয়া অবস্থায় আবছা আলোতে বসে থাকা চারটে ছায়ামূর্তি দেখতে পেল এরিক।

'গুড,' অন্ধকারে হাসল রাইস। 'কেমন বোধ করছ, এজেন্ট স্টার্ন? ভাল না লাগলেও কিছু করার নেই, সোডিয়াম

পেন্টাথলের কারণে যন্ত্রণা হবেই।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল এরিক।

'দেশের সেবক বলতে পারো। টনি, আমাদের অতিথিকে বসাও।'

ধরাধরি করে উঠিয়ে বসানো হলো ওকে।

রাইস বলল, 'এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করছিলাম জানো? মুখ খুলতে কতক্ষণ সময় নেবে তুমি। আমার ধারণা, তোমার মত চমৎকার লোক আগ্রহ নিয়েই আমাদের সহযোগিতা করবে। কিন্তু টনি ভাবছে, তুমি একটা গোঁয়ার, সহজে মচকাবে না। আমাদের ভালই যন্ত্রণা দেবে। তা... কার ধারণা ঠিক, বলতে পারো?'

জবাব দিল না এরিক। উল্টো প্রশ্ন করল, 'কী চাও তোমরা?'

'তথ্য। আশা করি ভালয় ভালয় তা দেবে তুমি, নইলে বাঁকা পথ ধরতে হবে আমাকে। একটা কথা জেনে রাখো, পৃথিবীতে কেউই দুর্ভেদ্য নয়। একটা না একটা পর্যায়ে গিয়ে মুখ খুলতেই হয়, আর শেষ পর্যন্ত যখন কথা বলবেই, তা হলে শুরুতে কষ্ট পেয়ে লাভ কী, বলো?'

'ভালই বলেছেন, মেজর,' লুমিস বলল। 'তবে এত সহজে পাখি গান গাইবে কি না সন্দেহ!'

রাইস! মেজর! র‍্যামডাইনের ফাইলটার কথা মনে পড়ে গেল এরিকের। সোডিয়াম পেন্টাথলের প্রভাবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, মনে যা আসছে, তাই বলে ফেলল, 'তুমি মেজর জাস্টিন রাইস, তাই না? স্যামপাল হত্যাকাণ্ডে জড়িত বেজন্মাদের একজন।'

'শুনে খুশি হলাম যে আমাদের এরিক সাহেব আমার নাম জানেন,' রাইসের মুখের ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না 'আমাদের এতবড় একটা কৃতিত্বকে খাটো করে দেখছ তুমি,

এজেন্ট স্টার্ন। সেদিন এক ধাক্কায় দুশো কমিউনিস্টকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমরা, যাতে এই দেশে তোমার মত মানবতাবাদীরা শান্তিতে বাস করতে পারে। এসব নিয়ে যতই মাতামাতি করো, কাজটা আমরা করি দেশের জন্য, বুঝলে?'

'দেশ!' এরিক চেঁচিয়ে উঠল। 'দেশের জন্য নিরীহ নারী-শিশু হত্যা? কোন দেশে বাস করছি আমরা, খুনীর দেশে?'

'তোমার মোটা মাথায় এসব ঢুকবে না, স্টার্ন। দেশের জন্য কঠোর কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেটা বাকিদের চোখে যতই নিষ্ঠুর দেখাক, অত্যাবশ্যক একটা ব্যাপার। আমাদের সেটা করতে হয়। আমরা আসলে রোমান সেঞ্চিউরিয়নের মত, বর্বরদের প্রতিহত করি; কিন্তু নগরের ভিতর বসে থাকা তোমার মত অভিজাতরা তা কখনও টের পায় না।'

'আর এসব কাজ করতে গিয়ে যে তোমরা নিজেরাই বর্বর হয়ে যাচ্ছ, তা বুঝতে পারছ না। মাই গড, রাইস, তোমরা একেকজন সাইকোপ্যাথ ছাড়া আর কিছু না।'

'সাইকোপ্যাথ! আমরা?' উঁচু গলায় হেসে উঠল মেজর, তার সঙ্গে যোগ দিল টনি আর তার সঙ্গীরা। 'কী আর বলব, স্টার্ন, তুমি আমাদের হাসালে।'

'খালি আমার হাতটা খুলে দিয়ে দেখো,' ড্রাগের প্রভাবে এরিকের চোখদুটো জ্বলছে। 'তোমাদের মত কুত্তাদের কীভাবে টুকরো টুকরো করতে হয়, তা আমার ভালই জানা আছে।'

আরও জোরে হেসে উঠল দুর্বৃত্তরা। হতাশা গ্রাস করল ওকে, ভ্যানের জানালা দিয়ে নদীর শাখা দেখতে পাচ্ছে। কোথায় আছে কে জানে, অন্তত ধারেকাছে যে সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই তা ভালই বোঝা যাচ্ছে। সাহায্য পাবার কোনও আশা নেই। বাইরে পার্ক করে রাখা ওর নিজের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে।

মানেটা পরিষ্কার, ওর মৃত্যুটা আত্মহত্যার মত করে সাজানো হবে; কীভাবে এখানে পৌঁছুল, সেটা ব্যাখ্যার জন্যই গাড়িটা আনা।

হাসি থেমেছে রাইসের, বলল, 'যাক গে, এখন বলো ভালয় ভালয় কথা বলবে, নাকি আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে? আমার হাতে কিন্তু সময়ের অভাব নেই, তোমাকে যতক্ষণ খুশি টরচার করতে পারব।'

'কথা বলি আর না বলি, আমাকে তো মেরেই ফেলবে, তাই না?'

'এতটা হতাশ হয়ো না। আমাদের সন্তুষ্ট করলে তোমার প্রাণভিক্ষা দিতে পারি, কে জানে, হয়তো দলেই টেনে নেব। চমৎকার হবে না সেটা?'

'বেজন্মাদের দলে আমি কখনোই যোগ দেব না,' বলে থুতু ছুঁড়ল এরিক, সোজা রাইসের মুখে গিয়ে পড়ল তা।

মুহূর্তেই মেজরের চেহারায় হিংস্রতা ফুটল, যেন এখনই বন্দির গলা চেপে ধরবে। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় রাগটাকে সামাল দিল সে, রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, 'কাজটা ভাল করলে না, স্টার্ন!'

'মেজর,' বলল ল্যারি, 'ব্যাটা এমনি এমনি মুখ খুলবে না। ইনজেকশনটা দেব নাকি?'

'তা তো দিতেই হবে দেখছি।'

নীল রঙের তরলভর্তি একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল টনি। এরিকের শার্টের হাতা গুটিয়ে শিরায় পুশ করল ড্রাগটা। দাঁতে দাঁত চেপে ওষুধটাকে প্রতিহত করতে চাইল ও।

'লাভ নেই, স্টার্ন,' বলল রাইস। 'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড জিনিস দেয়া হয়েছে তোমাকে—ফেনোবারবিটাল-বি। অ্যাডভান্সড কম্পাউন্ড. আজকাল সিআইএ ইন্টারোগেশনে এটাই

ব্যবহার করা হয়। ওষুধটার বিরুদ্ধে লড়াই করে সুবিধে করতে পারবে না, বরং আরও বেশি কথা বলবে। চেষ্টা করেই দেখো।'

প্রথমে কিছু অনুভব করল না এরিক; তারপর যখন করল, ততক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ইচ্ছাশক্তি কর্পূরের মত উবে যেতে শুরু করেছে, রাগ-ঘৃণা বা অন্য কিছু বোধ করল না, নিজের অজান্তেই কথা বলতে শুরু করল।

'দ্যাটস্ গুড, এজেন্ট স্টার্ন,' খুশি খুশি গলায় বলল রাইস। 'এবার তুমি আমাদের গল্প শোনাবে। টেপটা চালু আছে তো, টনি?'

'আছে।'

'নাইস! তো স্টার্ন, বল দেখি র‍্যামডাইনের ব্যাপারে প্রথম তুমি কার কাছে শুনলে?'

অবচেতন মনে নিজেকে ঠেকাবার চেষ্টা করল এরিক, কিন্তু পারল না। মোহাবিষ্টের মত বলল, 'আমি... আমি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।'

'প্রেসিডেন্টের ভিজিটের আগে একটা সার্ভেইলান্স মিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে...'

অনবরত কথা বলে গেল এরিক। যেন একটা কলের মুখ খুলে গেছে, অঝোর ধারায় পানি পড়ার মত করে মনের ভিতরের সবকিছু উজাড় করে দিল সে—র‍্যামডাইন, ভ্যালেন্টিন মোলিনার হত্যাকান্ড, মাসুদ রানার সঙ্গে ওর সাক্ষাতের বর্ণনা... সব। কিছুই জমা রইল না ভিতরে, এরিক স্টার্নের আদ্যোপান্ত জেনে গেল রাইস আর তার সঙ্গীরা।

ইন্টারোগেশন যখন শেষ হলো তখন ভোর। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক থেমে গেছে, আকাশে আলোর ছটা, সূর্য উঠবে এখনই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল এরিক, যতদূর দৃষ্টি যায়

সব সবুজ। নদীটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটাও। ধূলিধূসরিত ডার্ট ট্র্যাকের ওপর থেমে আছে ভ্যান আর ওর নিজের গাড়িটা। প্রচণ্ড অবসাদে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, ঘুমাতে পারলে কতই না ভাল হত। কিন্তু লোকগুলো ওকে জাগিয়ে রাখছে।

'আমি ঘুমাব,' বিরক্ত গলায় বলল ও।

'না, না,' মাথা নাড়ল টনি। 'তুমি এখন পেচ্ছাপ করবে।'

'আমার ঘুম পেয়েছে,' শিশুর মত জেদ দেখাল এরিক।

'ভারি মুসিবতে পড়লাম তো!'

ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে রাইস, কোট গায়ে দিতে দিতে বলল, 'হাঁটাও হারামজাদাকে। তা হলে যদি করে।'

'আপনি কি চলে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল লুমিস।

'হ্যাঁ, টেপগুলো জায়গামত পৌঁছে দিতে হবে। তোমরা তিনজন এখানেই থাকো। কাজ শেষ করে চলে যেয়ো। পেমেন্ট যথাসময়ে পেয়ে যাবে।'

'যাবার আগে দেখে নিন,' টনি বলল, 'কোনকিছু বাদ পড়ে যায়নি তো? পরে কিন্তু ব্যাটাকে আর পাওয়া যাবে না।'

'চেকলিস্ট মিলিয়ে দেখেছি,' জানাল রাইস। 'সবই জানা গেছে, ওকে আমাদের আর দরকার নেই। কী করতে হবে, জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল টনি। 'প্রথমে পেচ্ছাপ, পরে ঢিসুম!' নিজের রসিকতায় হাসল সে।

'কী করবে তোমরা আমাকে নিয়ে?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল এরিক।

'কী করব, বুঝতে পারছ না?' বলল রাইস। 'ভুল জায়গায় নাক গলিয়েছ তুমি, স্টার্ন। এমন সব তথ্য জেনেছ, যা জানার কোনও অধিকার নেই। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তুমি একটা

হুমকি। আর কিছু বলতে হবে?'

কোনও জবাব দিতে পারল না এরিক, তাকে টেনে মাটিতে নামাল লুমিস আর ল্যারি। রাইস গিয়ে উঠল ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে, স্টার্ট দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। চারপাশে তাকাল এরিক, অন্য যে কোনও সময় হলে জায়গাটাকে সুন্দরই বলা যেত। অনেকটা নদীর খাড়ির মত, বহমান স্রোত ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়াচ্ছে, ঘিরে থাকা জমিটুকুকে করে তুলেছে সজীব, সতেজ আর সবুজ। দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, পরিবেশটা আশ্চর্য রকমের শান্ত

খামোকাই হাতদুটো খানিকটা মোচড়ামুচড়ি করল ও, একচুল আলগা হলো না ইস্পাতের তৈরি হাতকড়ার বাঁধন—হবার কথাও নয়। হতাশা গ্রাস করল ওকে, বাঁচার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। দৌড় দিতে পারে, কিন্তু যাবে কোথায়? একশো মিটার পার হবার আগেই আবার ওকে ধরে ফেলবে টনি আর তার সঙ্গীরা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অপেক্ষা শুধু প্রস্রাব করার, তারপরই ওকে মেরে ফেলবে এরা। যতক্ষণ না করে থাকতে পারে, ততক্ষণই আয়ু আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকাল এরিক। বলল, 'তোমরা ভুল করছ। আমি কিছু করিনি।'

'কিছু করা না করাটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?' জানাল টনি। 'আসল কথা হলো, তুমি বড্ড বেশি জানো। এখন হয়তো চুপ করে থাকবে, কিন্তু যে সাপ ছোবল দিতে পারে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি ঠিক? সে যাক গে, তৃষ্ণা পেয়েছে? আমাদের কাছে কোক-কফি দুটোই আছে। কোনটা খাবে?'

'কোনটাই না।'

হেসে উঠল টনি। বলল, 'কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ? তুমি অতিমানব না, এরিক ভায়া। এখন হোক বা পরে, পেচ্ছাপ

তোমাকে করতেই হবে। সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম।'

'ব্যাপারটা এত ইম্পরট্যান্ট কেন?' জানতে চাইল এরিক।

'তোমার শরীরে যে ড্রাগটা দিয়েছি, সেটা বের হয়ে যাবার জন্য। যত কিছুই হোক, ময়নাতদন্তের সময় তোমার রক্তে ফেনোবারবিটাল পাওয়া যাক, এটা আমাদের কারও কাম্য নয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' টনি মাথা ঝাঁকাল। 'কিচ্ছু ভেবো না, সকালটা উপভোগ করো। আমাদের হাতে অফুরন্ত সময়।'

'আমার জায়গায় এসে দেখো, কেমন অপূর্ব লাগে।'

কথাটায় ল্যারি আর লুমিস হেসে উঠলেও টনি হাসল না। বলল, 'হয়তো কোনও একদিন আমারও পালা আসবে, এজেন্ট স্টার্ন। কিন্তু সেটা তখন দেখা যাবে। তোমাকে শুধু এটুকুই বলব, দয়া করে কান্নাকাটি বা প্রাণভিক্ষা চেয়ো না। তাতে কোনও লাভ হবে না।'

রাগী গলায় এরিক বলল, 'তোমাদের কাছে আমি কখনও প্রাণভিক্ষা চাইব না।'

'সবাই একই কথা বলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তটা অদ্ভুত সময়, তখন আর কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।'

'আমি রাখব।'

'দেখা যাক।'

নীরবতায় কেটে চলল সময়। অনেকক্ষণ চেপে রইল এরিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল ব্লাডার, বিস্ফোরিত হতে চাইল। ওর অবস্থা দেখে টনি বলল, 'এভাবে নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? এরচে একেবারেই মুক্তি নাও না কেন?'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল এরিক। বলল, 'ঠিক আছে, করব আমি পেচ্ছাপ। হাত খুলে দাও।'

'সেটা হচ্ছে না,' টনি হাসল। 'আমাকে বোকা ভেবো না।

ল্যারি, ওর প্যান্ট খুলে দাও।'

দাঁত বের করে এগিয়ে এল ল্যারি। দক্ষ হাতে এরিকের বেল্ট খুলে প্যান্ট আর আন্ডারঅয়্যার নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে নিজেকে হালকা করল এরিক, এতক্ষণ ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, এবার প্রস্রাব করতে পেরে শান্তিতে ভরে গেল দেহ, খানিক সময়ের জন্য ভুলেই গেল আশুপরিণতির কথা। কাজ শেষে আবারও ল্যারি ওকে প্যান্ট পরিয়ে দিল।

'গুড,' বলল টনি।

'শেষ করো তোমাদের এই ঝামেলা,' রাগী গলায় বলল এরিক।

'ভয় করছে না?'

'করে লাভ কী?'

'ভাল বলেছ,' টনি একমত হলো।

হাঁটিয়ে নদীর ধারের কাদায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, হাঁটু গেড়ে বসানো হলো। চোখের সামনে একটা বড় ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, সেটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

কোমরে একটা বেল্ট পরানো হলো এরিকের, আগের হ্যান্ডকাফটা খুলে দু'হাত আটকানো হলো বেল্টের সঙ্গে শেকল দিয়ে সংযুক্ত আরেকটা হাতকড়ায়, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নাড়াবার আর উপায় রইল না। জিনিসটা দেখে অবাক হয়ে গেল ও—এই কাজের জন্য ওদের আলাদা ইকুইপমেন্টও আছে! কোনও রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া কাজটা করে যাচ্ছে এরা; বোঝা যাচ্ছে, এসব তারা অতীতেও বহুবার করেছে।

এরিকের ডান হাতে একটা পিস্তল গুঁজে দেয়া হলো, বাঁটের পরিচিত স্পর্শে নিজের কোল্টটাকে চিনতে পারল ও। ট্রিগারটার পিছনে কিছু একটা গুঁজে সেটাকে জ্যাম করে রাখা হয়েছে, চেষ্টা

করেও গুলি করতে পারল না। তর্জনীটা ট্রিগারে ঢুকিয়ে অ্যাডহেসিভ টেপ পেঁচিয়ে মুঠিটা আটকে ফেলা হয়েছে, চাইলেও পিস্তলটা ফেলে দেয়া সম্ভব নয়।

'ল্যারি, ওর মাথাটা টেনে ধরো,' নির্দেশ দিল টনি।

খপ্ করে ওর চুল মুঠো করে ধরল ল্যারি, মাথাটা পেছনদিকে এমনভাবে টানল যে ঘাড় ব্যথা করে উঠল। ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে ডানহাতটা হাতকড়া থেকে মুক্ত হলো, অন্যটা আটকে রইল। তবে এই মুক্তি ক্ষণিকের, ডান কবজি আঁকড়ে ধরে হাতটা ওপরদিকে তুলে আনতে শুরু করল টনি।

'টনি, একাজ কোরো না!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক, মৃত্যুভয় কাজ করতে শুরু করেছে ওর ভিতর। 'প্লীজ, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'দুঃখিত, ফ্রেন্ড!' বলল আততায়ী। 'আমাকে আমার কাজ করতেই হবে।'

'তোমরা কেউ রেহাই পাবে না!' উন্মত্তের মত চেঁচাতে থাকল এরিক। 'নিরপরাধ একজন মানুষকে মারার ফল ভোগ করতেই হবে তোমাদেরকে।'

'ব্যাটা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে!' সকৌতুকে বলল লুমিস, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু দূর থেকে দুই সঙ্গীকে অস্ত্র হাতে কাভার দিচ্ছে সে।

'কী হে স্টার্ন, মরার পর ভূত হয়ে জ্বালাতে আসবে নাকি আমাদের?' ল্যারিও হাসছে।

ইচ্ছে থাকলেও টনি হাসতে পারছে না। বন্দি অবস্থায় যতদূর সম্ভব বাধা দিয়ে যাচ্ছে এরিক, হাতটা সরিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে সে। বলল, 'লড়াই করে লাভ নেই, এরিক। যা ঘটার তা ঘটবেই, শুধু শুধু বাধা দিও না।'

এতকিছু মাথায় ঢুকছে না এরিকের, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ও। পিস্তলের মাজল কিছুতেই খুলিতে স্থির থাকতে দেয়া যাবে না, তা হলেই ট্রিগার জ্যাম করার প্লাগটা সরিয়ে গুলি করে দেবে শত্রু। এক হাতে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করল ও, বার বার চেঁচাচ্ছে 'না! না!' বলে।

'হারামজাদার শক্তি বেশি হয়েছে!' রেগে গিয়ে বলল টনি। 'ওর ব্যবস্থা নাও দেখি!'

পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর একটা রদ্দা বসাল ল্যারি, চোখে অন্ধকার দেখল এরিক, শক্তি হারিয়ে ফেলল। চুলের গোছা আবার টেনে ধরা হলো। টনি বলল, 'হ্যাঁ, ধরে থাকো ওভাবেই। এবার কাজ হবে।'

অচেতনের মত বোধ করছে এরিক, টের পেল পিস্তলটা ওর ডানদিকের খুলির পাশে তুলে আনা হয়েছে। চামড়ায় মাজলের স্পর্শ পেল। প্লাগটা সরিয়ে ট্রিগার গার্ডের ভিতর গ্লাভস পরা হাতের একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে দিল টনি, এরিকের আঙুলের ওপর রেখে চাপ দিতে যাচ্ছে।

'ধরে রাখো আরেকটু,' ল্যারিকে বলল সে। 'এই হয়ে এসেছে...

কথা আর শেষ হলো না চতুর খুনীর। বজ্রপাতের মত একটা শব্দের সাথে বিস্মিত চোখে তার মাথাটা বিস্ফোরিত হতে দেখল এরিক, রক্ত আর ছিন্নভিন্ন মগজ এসে ওর মুখের একপাশ ভিজিয়ে ফেলল। পরমুহূর্তে আরেকটা আওয়াজ... চুলের ওপর টান আলগা হয়ে গেল, পর পর কাদায় আছড়ে পড়ল টনি আর ল্যারির মৃতদেহ।

গুলির শব্দে নদীতে ভেসে থাকা একঝাঁক বুনোহাঁস ভয় পেয়ে উড়াল দিয়েছে, সোজা হয়ে সেদিকে প্রথমে তাকাল এরিক, তারপর লুমিসের দিকে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেছে, কী করবে বুঝতে পারছে না, বোকার মত তাকাচ্ছে চারদিকে। বন্দিকে সোজা হতে দেখে ঝট করে অস্ত্র তুলল, কিন্তু এরিক তার চেয়ে এগিয়ে আছে।

'জাহান্নামে যা!' বলল ও। হাতটা সোজা করাই ছিল, কোল্ট থেকে নিমেষে দুটো গুলি ছুঁড়ল। লুমিসের বুকে দুটো ক্ষত সৃষ্টি হলো, উল্টে গিয়ে সঙ্গীদের মত কাদায় আছড়ে পড়ল সে।

ধপ করে পাছার ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল এরিক, সারা দেহ ব্যথা করছে, হাতটা সবচে বেশি। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু টেপ দিয়ে আটকানো থাকায় পারল না।

কে করল গুলি? হঠাৎ করে কে ওর জীবন বাঁচাল? অচেনা সাহায্যকারীকে দেখার আশায় চারপাশে চোখ বোলাল এরিক।

নদীর পার ধরে এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল ও। লম্বা-সুঠামদেহী একজন পুরুষ, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং। হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের পাতার বাইরের অংশ। পরনে ডেনিম, কাঁধের ওপর একটা রেমিংটন রাইফেল এমনভাবে ধরে রেখেছে, দেখে বোঝা যায় লোকটা এই অস্ত্রটার ব্যবহার খুব ভাল করেই জানে। একেবারে ওর পাশে এসে থামল মানুষটা, চেহারায় খেলা করছে নির্ভয়, নিষ্ঠুরতা আর একই সঙ্গে মমতা। চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, সেদিকে একবার তাকালে অনুভব করা যায়—এই লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না।

'হ্যালো এরিক!' হাসিমুখে বলল মাসুদ রানা।

সাত

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উদ্ধারকর্তার দিকে, মুখের ভাষা হারিয়েছে।

'দেখার মত দৃশ্য বটে!' রানা এখনও হাসছে। 'তোমাকে কোরবানির গরুর মত লাগছে। ব্যাটারা তো আরেকটু হলে কতল করে ফেলতে যাচ্ছিল।'

এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহগুলো তল্লাশি করল ও। টনি স্যান্টোসের পকেট থেকে একগোছা চাবি বেরুল, সেটা দিয়ে এরিককে হাতকড়া থেকে মুক্তি দিল। তারপর ডানহাতে পেঁচানো টেপটা খুলতে শুরু করল। মুঠি আলগা হতেই কোল্টটা খসে পড়ল মাটিতে, সেটার দিকে বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাকাল এরিক।

অস্ত্রটা ঝুঁকে তুলে নিল রানা। বলল, 'এটা দিয়ে আবার আমাকে গুলি করবে না তো?'

মাথা নাড়ল এরিক। তার হাতে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিল রানা। 'রাখো এটা, কাজে লাগবে। এখন হাত লাগাও, লাশগুলো নদীতে ফেলতে হবে। জায়গাটাও পরিষ্কার করা দরকার, পুলিশ পিছনে লাগুক, তা নিশ্চয়ই চাও না?'

রাইফেলটা শুকনো মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। ঝোঁকার

সময় পিছনে শার্ট উঠে যেতেই ওর ডানদিকে হিপ হোলস্টারে কক করা নিয়োপ্রিন গ্রীপের একটা কোল্ট .৪৫ পিস্তল দেখতে পেল এরিক, বামে স্পার্কস ম্যাগাজিন হোল্ডারে তিনটে স্পেয়ার ক্লিপও আছে। লোকটা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

হাত লাগাল এরিক, দুজনে মিলে একে একে তিন খুনীর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিল। রক্তের ধারা রেখে বেশ কিছুদূর ভেসে গেল মৃতদেহগুলো, তারপর তলিয়ে গেল পানিতে।

'নদীর কুমিরগুলোর জন্য আজ রীতিমত ভোজ হয়ে যাবে,' বলল রানা, তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'কী দেখছ হাঁ করে?'

কথা বলতে পারল না এরিক, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। নিজেকে পুতুলের মত লাগছে তার, শরীরটা যেন নিজের নয়, স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না মস্তিষ্ক। ওকে ওভাবেই রেখে দুর্বৃত্তদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল রানা, দক্ষ হাতে সার্চ করল ভিতরটা, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পেল না। শেষে স্টার্ট দিয়ে নদীর দিকে ছোটাল গাড়িটা, পারের কাছে গিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। ঝোপঝাড় দুমড়ে-মুচড়ে ছুটে গিয়ে নদীতে আছড়ে পড়ল ওটা, ভিতরে আটকে পড়া বাতাসের প্রভাবে ভেসে রইল কিছুটা সময়, তারপর ডুবে গেল একরাশ বুদ্‌বুদ্‌ তুলে।

এরিকের দিকে ফিরল রানা।

'তোমার গাড়িটাও ফেলতে হবে। কোনও প্রমাণ থাকা চলবে না। চিন্তা কোরো না, শীঘ্রি তোমাকে একটা নতুন গাড়ি কিনে দেব আমি, ঠিক আছে?'

চুপ করে রইল এরিক, নীরবে রানাকে একই কায়দায় ওর প্রিয় গাড়িটাও নদীতে ডুবিয়ে দিতে দেখল।

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্ট দেখাল রানাকে। 'ফাইনাল চেক করতে হবে এবার, দেখতে হবে আমাদের কোনও চিহ্ন যেন রয়ে না যায় এখানে। সাহায্য করো আমাকে, আশপাশটা খুঁজে দেখব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, এসো!'

মাথা ঝোঁকাল এরিক, যোগ দিল তল্লাশিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল কাজ।

'চলো এবার কেটে পড়া যাক।'

গাছপালার ভিতর দিয়ে আধমাইলের মত হাঁটল ওরা, তারপর আড়ালে পার্ক করা একটা সাদা পিকআপের দেখা পেল। ড্রাইভিং সীটের পেছন থেকে একটা রাইফেল কেস বের করে তাতে রেমিংটনটা ঢুকিয়ে রাখল রানা, এরিককে উঠে বসতে ইশারা করল।

'সীটবেল্ট বাঁধো,' বলল ও। 'সেবারের মত অ্যাকসিডেন্টে পড়ব বলে আশা করি না, তবে সতর্ক থাকতে দোষ নেই। তাই না?'

চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে এরিক, বিশেষ কোনও কিছু লক্ষ করছে না। জলাভূমি পেরিয়ে এল ওরা, সামনে লুইযিয়ানার দিগন্তবিস্তৃত ফসলের খেত আর চারণভূমিও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে ওরা।

একসময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে? সীটের পিছনে স্যান্ডউইচের বাক্স আর কফি আছে। খেয়ে নিতে পারো।'

'ধন্যবাদ, খিদে নেই।'

এই প্রথম কথা বলল এরিক, তাও মাত্র তিনটা শব্দ।

একঘন্টা পর লুইযিয়ানার সীমান্ত পেরিয়ে এল ওদের পিকআপ, আরও কিছুক্ষণ পর অ্যানালিসেল নামে একটা ছোট্ট শহরে পৌঁছুল। হাইওয়ের পাশে একটা ডাইনারের সামনে গাড়ি থামাল রানা। বলল, 'খিদে পেয়েছে, গরম খাবার দরকার। তুমি

আসবে?'

সম্মতি জানাল এরিক, দুজনে গিয়ে ঢুকল ডাইনারে, এককোণে একটা বুথ দখল করে মুখোমুখি বসল। ওয়েইট্রেসকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিল, নোটবুকে সেটা টুকে নিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। শেষে এরিক বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি, আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'ও কিছু না,' রানা হাসল। 'বরং দেরি করার জন্যে দুঃখিত। আসলে ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল তো, তাই সামনাসামনি যেতে পারিনি। রাইফেল দিয়েই কাজ সারতে হয়েছে, আর সেটার জন্যে সকালের আলো ফোটা জরুরি ছিল।'

'এসব অস্ত্র-শস্ত্র কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার মত লোকের কিছু অস্ত্র সবসময়ই লুকানো থাকে।'

'চমৎকার শুটিং করেছেন!' এরিকের কণ্ঠে প্রশংসা। 'এত দ্রুত দুটো শট কীভাবে নিলেন?'

'প্র্যাকটিস।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল এরিক। তারপর বলল, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনাকে আমি মারা যেতে দেখেছি। চার্চটা আমার চোখের সামনে পুড়েছে, লাশটাও দেখেছি।'

'কী যে বলো না! ওইদিন সত্যিকার অর্থে আমি একবার মরতে পারতাম—তুমি যখন পিস্তলটা আমার দিকে তাক করেছিলে, তখন যদি গুলি করতে। এ ছাড়া আর কেউ আমার ধারেকাছেও আসতে পারেনি, সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলাম আমি।'

'কিন্তু লাশটা...

'বেওয়ারিশ,' রানা জানাল। 'মিউনিসিপ্যালিটির গোরস্থান থেকে একদিন আগে চুরি করে আনি ওটা আমি. গির্জার ভিতর

আগে থেকেই ফেলে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে ডেন্টাল রেকর্ড মিলল কীভাবে?'

'আমার একজন কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ বন্ধুর কল্যাণে, নুমায় কাজ করে সে। ইন্টারনেট চ্যাটরুমে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি, আগে থেকে কোড করা ভাষায়। সিআইএ আমার বন্ধুদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ মনিটর করলেও সাইবারস্পেসের মনিটরিং সম্ভব নয়। সে সুযোগটাই নিই আমি। বেওয়ারিশ লাশটার দাঁতের ছাপ নিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিই। আর ও দেশের যত কম্পিউটারে আমার ডেন্টাল রেকর্ড ছিল, সেগুলো হ্যাক করে ছাপগুলো নতুনটার সঙ্গে পাল্টে দেয়। কাজটা কঠিন ছিল না।'

'আগুনের হাত থেকে বাঁচলেন কীভাবে? গির্জাটাতে তো আর স্টর্ম ড্রেন ছিল না।'

'তা না থাকুক, এস্কেপ টানেল ছিল—বেশিরভাগ লোকই জানে না তা। আমি জেনেছি এক আর্কিয়োলজিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে, কয়েক বছর আগে। দেড় শতাব্দীর পুরানো মিশনারি চার্চ, রেড ইন্ডিয়ানদের হামলার হাত থেকে বাঁচার জন্য পাদ্রিরা গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। থারমাল ক্যামেরায় আমাকে পালাতে দেখা যাবে বলে আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর টানেল ধরে বেরিয়ে যাই। তোমরা যখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত, আমি তখন পাঁচ মাইল দূরে বসে আরসি কোলা খাচ্ছি।'

'আপনি তো অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন। চার্চে যদি আগুন না লাগত? এস্কেপ টানেলটা যদি কেউ খুঁজে বের করে ফেলত?'

'গুলিতে আগুন না ধরলে আমি নিজেই ধরাতাম, আর টানেলের ব্যাপারটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক ছিল। আমার ধারণা ছিল, লাশ পাওয়া গেলে কেউ আর টানেলের খোঁজ করবে না। বাস্তবেও তাই ঘটেছে।'

‘মাই গড!’ মাথায় হাত দিল এরিক। ‘আপনার প্ল্যানিঙের তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু এতকিছুর মূল উদ্দেশ্যটা কী? কেন নিজের মৃত্যু সাজাতে গেলেন?’

‘যাতে আমার পিছনে লেগে থাকা মানুষগুলো ঘরে ফিরে যায়। আমি যেন নির্বিঘ্নে সত্যিকার অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারি। নিজেই চিন্তা করো, নাটকটা না সাজালে এই মুহূর্তে কি এত শান্তিতে এখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতাম? এই দেখো না—কেউ আমার চেহারার দিকে তাকাচ্ছে না, তাকালেও চেনার চেষ্টা করছে না!’

‘তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,’ এরিক একমত হলো। ‘কিন্তু আমাকে বাঁচাতে হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলেন? কীভাবে জানলেন, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?’

‘খাবারটা আগে আসতে দাও, তারপর সবই বলব... একেবারে গোড়া থেকে,’ রানা হেলান দিল। ‘কারণ, এরিক, এই মুহূর্তে তোমার সাহায্য চাই আমি।’

‘সাহায্য! আমার কাছে!’ এরিক অবাক। ‘কিন্তু আপনি তো আমাকে ঠিকমত চেনেনই না। কেন আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন?’

‘কারণ তুমিই একমাত্র লোক, যে সুযোগ পেয়েও আমাকে গুলি করেনি।’

খাওয়াশেষে আবার পিকআপে চড়ে বসল ওরা, উত্তরমুখী রাস্তায় গাড়ি ছোটাল রানা। চলতে চলতে পুরো ঘটনা খুলে বলল, লিটল রকের হোটেলে মেজর রাইসের আবির্ভাব থেকে শুরু করে সব। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেল এরিক।

‘আমার মনে হচ্ছিল আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে মারার জন্যই ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছিল,’ রানা বলল। ‘তাই র‍্যামডাইনের সঙ্গে

কানেকশনটা বের করার জন্য সালভাদরে আমার নিজস্ব কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে আমাকে প্যান্থার ব্যাটালিয়ন নামে আর্মির একটা ইউনিট সম্পর্কে জানায়। শুনলাম সেখানে ইনফিলট্রেট করেছিল ভ্যালেন্টিন মোলিনা নামে ওদের একজন স্পাই, লোকটা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে খুন হয়ে গেছে। ধারণা করলাম, পুরো ষড়যন্ত্রটা সম্পর্কে সে হয়তো কিছু জানতে পেরেছিল, তোমাকেও হয়তো জানিয়েছে, তাই দেখা করার সিদ্ধান্ত নিই।

'গতকাল সকালে তোমার বাসার সামনে গিয়ে র‍্যামডাইনের ভ্যানটা নজরে পড়ে আমার, মেজর রাইস ছিল ওটার ভিতরে। একজনকে দেখলাম বাসার ভিতর থেকে কিছু একটা আনতে। বুঝলাম তুমি নেই ওখানে। ভ্যানটাকে এরপর ফলো করা শুরু করি। ওদের তোমাকে কিডন্যাপ করতে দেখলাম, পিছু নিয়ে নদীর ধারে গেলাম... বাকিটা তো তুমি জানোই।'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। 'বুঝলাম সবই, কিন্তু আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। মোলিনা আমার কাছে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পায়নি। তার আগেই মারা পড়েছে। আমার কাছেই যে লোকটা কেন এল, তাই বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো পরিচিত কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না,' রানা আন্দাজ করল। 'তার সঙ্গে কথা না হোক, লাগেজ বা অন্য কোনও জিনিসপত্র থেকেও কি কোনও সূত্র পাওনি?'

'নাহ্,' এরিক মাথা নাড়ল। 'তবে মরার সময় মেঝেতে রক্ত দিয়ে একটা কথা লিখে রেখে গেছে সে—রম ডু।'

'রম ডু?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'মানে কী এর?'

'আমার কোনও ধারণা নেই।'

'নিশ্চয়ই গুরুত্ব আছে লেখাটার। মরার সময় মানুষ অর্থহীন

কথা লেখে না। সে যাক গে, রাইস আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল কেন?'

'কারণ মি. বুলকের ক্লিয়ারেন্স ভাঙিয়ে আমি ল্যাঙলি থেকে র‍্যামডাইনের ক্লাসিফায়েড ফাইলটা নিয়ে এসেছিলাম। ওটা পড়েও দেখেছি।'

'কী জানতে পারলে?'

'র‍্যামডাইন সংস্থাটা সিআইএ-র সৃষ্টি হলেও ওটা এখন স্বায়ত্বশাসিত বলা যায়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে ইচ্ছেমত কাজ করে ওরা, কাউকে জবাবদিহি করে না। সংস্থাটা চালাচ্ছে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন নামে এক প্রাক্তন আর্মি অফিসার। মেজর রাইস তার ডানহাত।'

'দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছে আমার।'

'সালভাদরের স্যামপাল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানেন?'

'আমার কন্ট্যাক্ট কিছুটা আভাস দিয়েছে।'

'র‍্যামডাইন এতে সরাসরি জড়িত। ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন হলো আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস ঘটনাটার পুনর্তদন্তের জন্য আন্দোলন করছিলেন। প্যান্থার ব্যাটালিয়ন আর র‍্যামডাইনের কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে বলেই তাঁকে মরতে হয়েছে।'

'ফাইলটা তোমার কাছে আছে?' জানতে চাইল রানা।

'না, অফিসে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'তারমানে আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই।'

'না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'আমার পরিচিত কিছু বন্ধু আছে, তারা হয়তো সাহায্য করতে পারবে...

মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ডিয়ার এরিক, তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না, কার বিরুদ্ধে নেমেছি আমরা? কারও সাহায্য নিতে পারব না আমরা, যে সাহায্য করতে চাইবে,

তাকেও মেরে ফেলা হবে। এরা সাধারণ কোনও ক্রিমিনাল নয়, এরা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত দাবার গুটির মত ব্যবহার করে। যা করার আমাদেরই করতে হবে, বুঝেছ?'

'সেটা কি আদৌ সম্ভব?' এরিকের কণ্ঠে হতাশা। 'এত শক্তিশালী একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে আমরা দুজন মাত্র লোক কী-ই বা করতে পারব! আপনার মত অভিজ্ঞ একজন স্পাইকে পর্যন্ত ফাঁদে ফেলে দিয়েছে ওরা।'

'কথাটা ভুল বলোনি। দোষটা আসলে আমারই, বেশি লোভী হয়ে উঠেছিলাম। পিওতর ভসকভ নামে এক স্নাইপারকে খুঁজছি আমি কয়েক বছর ধরে। আমরা তখন কলাম্বিয়ার ড্রাগ-ট্রাফিক বন্ধ করবার জন্যে কাজ করছিলাম। ড্রাগলর্ডদের নির্দেশে ওই ভসকভ হাজার গজ দূর থেকে আমার বন্ধুকে খুন করেছিল, আমাকে মারাত্মক জখম করেছিল। তাকে ধরার যখন টোপ দিল র‍্যামডাইন, আমার মাথা আর কাজ করেনি। সবকিছু ভুলে গিয়ে ওদের জালে পা দিয়েছি।'

'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার,' এরিক বলল। 'সিআইএ আজকাল সাইকিয়াট্রিস্টদের সাহায্য নেয় শুনেছি। ওরা নিশ্চয়ই আপনার ওপর তেমন কাউকে দিয়েই রিসার্চ করিয়েছে, তাই জানত কী টোপ দিলে কাজ হবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'প্রেসিডেন্টের ওপর শটটা কি এই ভসকভই নিয়েছে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে না হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই হয়তো ওর নামটা বলা হয়েছে, গুলি করেছে অন্য কেউ। তবে এসব সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধের পালা শেষ হয়েছে। এবার আর আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবে না কেউ। র‍্যামডাইনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন, আপনার নামে হুলিয়া আছে। ওদের কিছুই

করতে হবে না, আপনি বেঁচে আছেন—এটা শুধু প্রচার করে দিলেই হয়। বাকিটা এফবিআই আর সিক্রেট সার্ভিসই করে দেবে। আমার তো মনে হয়, সুযোগ থাকতেই গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত আপনার।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'শুনে রাখো, এরিক, এই মুহূর্তে আমাকে যদি নির্দোষ ঘোষণা করাও হয়, তাও এদেরকে ছেড়ে দেব না আমি। এরা মানুষ না, পশু। সালভাদরের ওই নিষ্পাপ নারী আর শিশুদের কথা ভাবো। আমরা যদি এখন ওদের ছেড়ে দিই, তা হলে ওরা আবার একই রকম কাণ্ড ঘটাবে। নিরীহ মানুষ মেরে বেড়াবে অল্ডেনের দল, কেউ ওদের শাস্তি দেবে না, এটা হতে দেব না আমি কিছুতেই। আমার জন্য এটা ন্যায়ের যুদ্ধ।'

'কিন্তু এটা একবিংশ শতাব্দীর অ্যামেরিকা!' এরিক প্রতিবাদ করল। 'এখানে আপনি যুদ্ধ বাধাতে পারেন না। কেউ সেটা মেনে নেবে না।'

'যুদ্ধটা তো ওরাই শুরু করেছে। আমি শুধু সমাপ্তি টানব। এখন ভেবে দেখো, আমার সঙ্গে থাকবে কিনা। একটা কথা শুধু জেনে রাখো, কাজটা একাকী আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে।'

মেজর রাইসের কথা মনে পড়ল এরিকের, মনে পড়ল ইন্টারনেটে দেখা স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের লাশগুলোর করুণ ছবি। রানার কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও—লড়াইটা মানুষ নয়, পশুর বিরুদ্ধেই বটে। এদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না।

'ঠিক আছে,' শান্ত গলায় বলল এরিক। 'আছি আমি আপনার সঙ্গে। মরব যখন, ভাল কিছুর জন্যই মরি।'

'চমৎকার,' রানা হাসল।

'এখন তা হলে আমাদের করণীয় কী?' জানতে চাইল

এরিক।

'তোমার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই?'

'মেরিল্যান্ডের ওই শুটিং রেঞ্জে গেলে কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে...'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমি খোঁজ নিয়ে ফেলেছি, রেঞ্জটা অল্প কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল ওরা, এখন ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে পাওয়া যাবে না কিছুই।'

'তা হলে? র‍্যামডাইনের অফিস আছে সম্ভবত ওয়াশিংটনে। ওখানে হানা দিতে চান?'

'ব্যবসায়িক কাভার মেইনটেন করার জন্য লোক দেখানো অফিস ওটা, অল্ডেন বা রাইসকে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তা ছাড়া ওদেরকে পেলেই যে সব দোষ স্বীকার করে নেবে, তা-ও তো নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এরিক, চিন্তা করছে। শেষে বলল, 'আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।'

'রিল্যাক্স, এরিক,' রানার মুখে রহস্যময় হাসি। 'আমার হাতে ছোট্ট একটা সূত্র আছে। চলো, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

আট

ভুরু কুঁচকে খবরটার দিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল অল্ডেন, পত্রিকার প্রথম পাতায় গুরুত্বের সঙ্গেই ছাপা হয়েছে সেটা:

নদী থেকে আংশিক মৃতদেহ উদ্ধার

॥নিজস্ব সংবাদদাতা॥

গতকাল লাফায়েত প্যারিশের অন্তর্গত স্পেনসারভিলের নিকটবর্তী নদী থেকে একটি আংশিক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ডেপুটি শেরিফের দেয়া বিবৃতি থেকে জানা যায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তাঁরা লাশটি জনৈক টনি স্যান্টোসের বলে সনাক্ত করেছেন। মৃতদেহের বুক হতে নীচের অংশ কুমির খেয়ে ফেললেও মৃত্যুর কারণ মাথায় একটি গুলির আঘাত।

মৃত টনি স্যান্টোসের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সে একজন কিউবান অভিবাসী এবং নিউ অর্লিয়েন্স আন্ডারওয়ার্ল্ডের সক্রিয় সদস্য ছিল। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে, তবে রহস্যজনক কারণে তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল না। যদিও পুলিশ কমিশনার তাকে পলাতক ছিল বলে দাবি করছেন, তবে অনেকের ধারণা, উঁচু মহলের নিষেধাজ্ঞার কারণে স্যান্টোসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

স্থানীয় পুলিশের ধারণা, এটি একটি মাদক সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ড। লাফায়েত প্যারিশ এলাকা মধ্য আমেরিকা থেকে আসা ড্রাগ পাচারের একটি রুট বলে পরিচিত। এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাতে প্রায়শই যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে, এটি তারই একটি ধারাবাহিকতা বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মৃতদেহের মাথায় পাওয়া ক্ষতটি একটি বড় ক্যালিবারের রাইফেলের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। লাফায়েত প্যারিশের করোনার এডওয়ার্ড হার্টিগানের মতে উন্ড চ্যানেল এবং টিস্যু ড্যামেজের পরিমাণ বলছে .৩০ ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার করেছে আততায়ী। ইতিপূর্বে প্যারিশের বিভিন্ন মাদক-সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর তুলনায়

এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধারণা করা হচ্ছে, আন্ডারওয়ার্ল্ডে একজন নতুন খুনীর আবির্ভাব ঘটেছে...

আর পড়ল না কর্নেল, কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তার মাথায় যেন আগুন লেগেছে, গরম চোখে তাকাল সামনে বসা ড. রুডি ডানকানের দিকে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল বেচারা।

'নতুন খুনী!' খেপাটে গলায় বলল অল্ডেন। 'কীসের নতুন খুনী? এক ও অদ্বিতীয় মাসুদ রানার কাজ এটা।'

'কিক্...কিন্তু কীভাবে?' ডানকান তোতলাচ্ছে। 'আমরা নিজের চোখে ওকে পুড়ে মরতে দেখেছি। মেজর রাইস ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন...'

'ডাক্তার! আমার দিকে তাকাও।'

ভয়ে ভয়ে কর্নেলের ভাটার মত জ্বলতে থাকা চোখে চোখ রাখল ডানকান, শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

'টনি স্যান্টোস একজন ফ্রি-ল্যান্সার ছিল, যাকে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের কাজকর্মে ব্যবহার করতাম। তাকে যখন রাইস রেখে আসে, তখন সে এজেন্ট এরিক স্টার্নকে খতম করতে যাচ্ছিল। অথচ নদীতে স্টার্নের বদলে এখন ওর লাশ ভেসে উঠেছে, মাথায় স্নাইপার বুলেট নিয়ে। এর অর্থ বুঝতে পারছ?'

ঢোঁক গিলল ডানকান, মাথা ঝাঁকাল।

'মাসুদ রানা বেঁচে আছে,' বলল অল্ডেন। 'কীভাবে, আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। আসল কথা হলো, এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে এরিক স্টার্ন আছে... সেই লোক, যে আমাদের ফাইল দেখেছে। তার মানে আমাদের সম্পর্কে সবই জেনে ফেলেছে রানা। র‍্যামডাইনের ইতিহাসের সবচে ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হয়েছে সে। আমি জানতে চাই, এবার কী করবে সে।'

'মাসুদ রানার ফাইল যা বলে,' ঘন ঘন ঢোঁক গিলল

ডানকান। 'সে আমাদের মোকাবিলা করতে আসবে, সার। র‍্যামডাইনের সবাইকে নিজ হাতে শেষ করবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কর্নেল। বলল, 'সেক্ষেত্রে আগে ওকেই আমরা শেষ করে দেব। আমি নিজ হাতে ওর কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করব। সেজন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন, ডাক্তার।'

'আমি...আমি কী করব?'

'মাসুদ রানা আর এরিক স্টার্নের ফুল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট চাই আমি। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, জানাও আমাকে।'

'এরিক স্টার্নের দিকটা সম্ভব হতে পারে,' ডানকান বলল। 'কিন্তু রানা আনপ্রেডিক্টেবল একজন মানুষ। ও যে কোন্ পথে এগোবে, বলা খুব কঠিন।'

'আমি এসব শুনতে চাই না। কখনও শিকার করেছ?'

মাথা নাড়ল ডানকান। 'না।'

'তা হলে তোমার অভিষেক হয়ে যাক। রানাকে শিকার করবে তুমি, ডাক্তার। ওকে খুঁজে বের করবে। খুনোখুনির দিকটা আমি সামলাব, কিন্তু শিকারকে আমার হাতের মুঠোয় এনে দিতে হবে তোমাকে। বুঝেছ?'

মাথা ঝোঁকাল ডানকান। এই প্রথম একটা জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে... কর্নেল অল্ডেন ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়।

'পৌঁছেছি তা হলে?' জানতে চাইল এরিক।

পশ্চিম ওকলাহোমার পোর্ট সাপ্লাইয়ের সামান্য দূরে বিরানভূমির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুরনো র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে এসে পিকআপ থামিয়েছে রানা। এর মধ্যে তিন দিন কেটে গেছে. পালা করে এ ক'দিন গাড়ি চালিয়েছে

ওরা দুজন। রাত কাটিয়েছে হাইওয়ের পাশের কোনও সস্তাদরের মোটেলে। শেষদিকে কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল এরিক, যাত্রা শেষ হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কথা যা বলার আমি বলব,' স্টার্ট বন্ধ করতে করতে বলল রানা। 'তুমি নাক গলিয়ো না।'

'আমাকে কি নাক গলানোর মত মানুষ মনে হচ্ছে আপনার?'

রানা হাসল। 'তা হচ্ছে না, তবে আগে থেকে সাবধান করে রাখা আর কি। বুদ্ধি করে কথা বলতে হবে। বুড়ো ভীষণ বদমেজাজি, এমনি এমনি তথ্য দেবে না। বিরক্ত হয়ো না; কারণ দেখতে যাই মনে হোক, এই লোক বন্দুক সম্পর্কে পৃথিবীর যে কারও থেকে বেশি জানে।'

পিকআপ থেকে নামল রানা। ডেনিমের শার্টের ওপর একটা খয়েরি রঙের চামড়ার জ্যাকেট চড়িয়েছে ও, মাথায় দিয়েছে খড়ের স্টেটসন হ্যাট... দেখতে ওয়েস্টার্ন ছবির কাউবয়ের মত লাগছে ওকে। বাড়ির দিকে এগোল ও, এরিক পিছু নিল।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বারান্দায় একটা রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে এক বৃদ্ধা, হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে, পোর্চের তলার সিঁড়ি দিয়ে দুই অতিথিকে উঠে আসতে দেখে বিরক্ত চোখে তাকাল। মোটেই খুশি দেখাচ্ছে না তাকে।

'গুড আফটারনুন, ম্যা'ম,' টুপি খুলে অভিবাদন জানাল রানা।

'কী চাই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বৃদ্ধা।

'কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' জানাল রানা।

'কর্নেল কারও সাথে দেখা করেন না।'

'কী বলছেন! আমার কাছে একটা বিখ্যাত চৌষট্টি সালের .২৭০ আউন্স সেভেন্টি মডেলের রাইফেলের খবর আছে। কর্নেল নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন।'

'কর্নেলের কাছে যথেষ্ট বন্দুক আছে।'

'না, ম্যা'ম,' রানা হাসল। 'একজন কালেক্টরের জন্য যথেষ্ট বলে কোনও পরিমাণ নেই।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধা, কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। শেষে উঠে দাঁড়াল। পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না হলেও আগন্তুকরা যে কোনও ক্ষতি করতে আসেনি, এটা বুঝতে পেরেছে।

'হ্যারি!' দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিল বৃদ্ধা। 'মডেল সেভেন্টির খবর নিয়ে দুটো লোক এসেছে।'

'তাই নাকি?' বাড়ির ভিতর থেকে কণ্ঠ ভেসে এল। 'জলদি পাঠাও ওদের।'

দরজা খুলে ধরল বৃদ্ধা, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা আর এরিক।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল একটা বিশাল লিভিংরুমে পৌঁছেছে ওরা। ঘরের চারদিকের দেয়ালজুড়ে তৈরি করা হয়েছে শো'কেস আর শেলফ। তাতে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র আর বই, সংখ্যায় অগণিত। একই সঙ্গে এত বই আর বন্দুক আগে কখনও দেখেনি এরিক। পৃথিবীর বুকে যত বড় আর বিপজ্জনক প্রাণী আছে, তার সবই সম্ভবত এককালে শিকার করেছেন এই ঘরের মালিক। শেলফ আর শো'কেসগুলোর ওপরের দেয়ালে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে স্টাফ করে ঝুলিয়ে রাখা অসংখ্য জন্তুর মাথা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রাণহীন চোখগুলো তাকিয়ে রয়েছে শূন্যের দিকে, দেখলে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। ঘরের একপ্রান্তে গদিমোড়া একটা বড় সোফায় বসে আছেন এদের শিকারী... সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ, পা তুলে রেখেছেন সামনে রাখা টিপয়ের ওপর, কোলের ওপর একটা কম্বল বিছানো, হাতে একটা বই।

'পরিচয় জানতে পারি?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, একই সঙ্গে

সরিয়ে ফেলেছেন কম্বলটা। কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সিক্সশুটারটা বেরিয়ে পড়ল—চকচকে মসৃণ চেহারা ওটার, ব্যারেলটা সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা, ভীতি জাগানোর মত। বৃদ্ধের নিজের চোখও নির্ভয়, যে কোনও বিপদ সামলাতে তৈরি আছেন তিনি।

'আমার নাম মাসুদ কায়সার,' বলল রানা, 'অ্যান্টিক ফায়ারআর্মসের ব্যবসা করি। জাতীয়তায় বাংলাদেশী। ইনি আমার পার্টনার, মি. জেরেমি টাকার।' এরিককে দেখাল ও।

'অ্যান্টিক ফায়ারআর্মস ডিলার সবাইকেই আমি চিনি,' বৃদ্ধের গলায় সন্দেহ। 'তোমার নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'নতুন ব্যবসা শুরু করেছি তো!' রানা হাসল। 'আপনার মত লোককে ক্লায়েন্ট হিসেবে পেলে নামডাক হয়ে যাবে, তাই এসেছি।'

'আগে কীসের খবর এনেছ, সেটা তো বলো!'

'মাসুদ রানার নাম শুনেছেন তো?'

'প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছিল, ওই ছেলেটা তো? কে না শুনেছে!'

'ওর একটা চৌষট্টি সালের .২৭০ আউন্স মডেল সেভেন্টি উইনচেস্টার রাইফেল ছিল। চমৎকার জিনিস, ডগলাস রিব্যারেলড্, স্টকটা কিজহোমের লরেন একল্সের ইংলিশ ওয়ালনাট দিয়ে রিপ্লেস করা। সিরিয়াল নাম্বার ১২৩৪৫৩। ক্লাসিক একটা, কী বলেন?'

'তা তো বটেই। কিন্তু এই জিনিস তুমি পাবে কোত্থেকে?'

'ওফফো, বলতেই ভুলে গেছি। রানা আমার খালাতো ভাই ছিল, আমিই ওর একমাত্র জীবিত আত্মীয়। রাইফেলটা এই মুহূর্তে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে এফবিআইয়ের হেফাজতে

আছে, তবে রানা মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকারী হিসেবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার হাতে চলে আসবে।'

'তুমি ওর কাজিন?'

'কেন চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? ছোটবেলায় তো লোকে আমাদের যমজ বলত। গত কিছুদিন যে কী যন্ত্রণা গেছে! পুলিশ ভুল করে কয়েকবার আটক করেছিল।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখলেন বৃদ্ধ, তারপর বললেন, 'হুঁ, ভালই মিল আছে চেহারায়। পুলিশের আর দোষ কী, এত মিল থাকলে তো ধরবেই।'

'যাক, এবার বলুন সার, আপনি কি আগ্রহী?'

'আসল মতলবটা কী, বলো দেখি? মাসুদ রানার রাইফেল যখন হাতে পাচ্ছ, তোমার তো সোজা নিলামঘরে ছোটার কথা। এই জিনিস পাবার জন্য লোকে পাগল হয়ে যাবে, টাকার মায়া করবে না।'

'টাকার লোভে আসিনি, সার,' রানা বলল। 'এসেছি শ্রদ্ধা করি বলে। হাজার হোক, আপনি হচ্ছেন কর্নেল হ্যারিসন র‍্যাটনার, বিখ্যাত শিকারী, আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়ে জীবন্ত বিশ্বকোষ। রাইফেল আর শুটিঙের ওপর পাঁচটা বই লিখেছেন আপনি, শুটারদের বাইবেল সেগুলো। আপনার মত গুণী আর যোগ্য লোকের কালেকশনেই মানাবে মাসুদ রানার রাইফেল।'

তোষামোদে খুশি মনে হলো কর্নেল র‍্যাটনারকে। জানতে চাইলেন, 'কত দাম চাও রাইফেলটার?'

'টাকার কথা বলে লজ্জা দেবেন না, সার। ওটা আপনাকে আমি এমনিতেই উপহার দেব। আমি খুব খুশি হব, আপনি যদি আমাকে বিনিময়ে সামান্য তথ্য দেন।'

'তথ্য!' কর্নেল বিস্মিত।

'জী, সার। একটা রাইফেল সম্পর্কে জানতে চাই।'

‘কী এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে মাসুদ রানার রাইফেল বিনে পয়সায় ছেড়ে দিতে চাইছ?’

‘দশম ব্ল্যাক কিং,’ শান্তস্বরে বলল রানা।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন র‍্যাটনার, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর সোফায় হেলান দিলেন। তাঁর আচরণ দেখে বিস্মিত বোধ করল এরিক, ব্যাপারটা কী!

‘মাই সান,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কর্নেল, ‘দশম ব্ল্যাক কিং একটা রহস্য।’

রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে ড. রুডি ডানকানের। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে খেটে চলেছে সে। রানার ডোশিয়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে, পুরানো যেসব মিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তারও খুঁটিনাটি গবেষণা করেছে—টার্গেটের কাজের ধারা বোঝার জন্য। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হতাশা। মাসুদ রানা কঠিন চিজ, একই পদ্ধতিতে কাজ করে না সে কখনও। ধুরন্ধর এসপিয়োনাজ এজেন্ট লোকটা, নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ বোঝার কোনও সুযোগ রাখে না। কখনও ভয়ানক আক্রমণাত্মক, আবার কখনও একেবারেই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কাজ করে সে। এ কারণে একবার মনে হচ্ছে, কোনও কিছুর পরোয়া না করে র‍্যামডাইনের ওপর সশস্ত্র হামলা চালাবে; আবার বিকল্প কিছু ঘটাবে, এই শঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত যখন আসেনি, তখন দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সত্যি হবার সুযোগ বেশি। কিন্তু সেটা বের করা আরও জটিল, কী যে করছে লোকটা কে জানে!

নিজের ছোট্ট অফিসকক্ষে আর বসে থাকতে পারছে না ডানকান, দেয়ালগুলো মনে হচ্ছে চেপে ধরবে তাকে, চিন্তা-চেতনা কাজ করছে না একদমই। পরিষ্কার বাতাসে মাথা

ঠাণ্ডা করার জন্য র‍্যামডাইন কমপ্লেক্সের খোলা মাঠে হাঁটতে শুরু করল সে। অবচেতন মনকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিচ্ছে, সচেতনভাবে যেটা সম্ভব হচ্ছে না, সেটা মনের গভীর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসতে পারে।

কমপ্লেক্সটা র‍্যামডাইনের হলেও বাইরের সাইনবোর্ড বলছে অন্য কথা—মাদকসেবীদের নিরাময় কেন্দ্রের কাভার নেয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে অল্প কয়েক মাইল দূরে জায়গাটা, কিছুক্ষণ পরপরই কান ফাটানো গর্জনে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বিমানগুলো।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের একপ্রান্তে করোগেটেড টিনের তৈরি একটা শেডের কাছে এসে পৌঁছুল ডানকান, গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছাউনিটা। কেন জানে না, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে।

তীব্র রোদ থেকে ছায়ায় এসে প্রথমে সব অন্ধকার লাগল, চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি মানিয়ে নিল ডানকান। কয়েকটা গাড়ি আছে ভিতরে, তবে সেগুলো ছাড়িয়ে তার চোখ চলে গেল ছাউনির মাঝামাঝি জায়গায়—বেঞ্চে বসে সেখানে বেশ কয়েকজন লোক মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। বাতাসে গ্যাসোলিন, গ্রিজ আর কেমিক্যাল সলভেন্টের গন্ধ ভাসছে, কানে আসছে ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রাংশের জোড়া দেয়ার ক্লিক ক্লিক শব্দ। পায়ের আওয়াজ শুনে কয়েকজন চোখ তুলে তাকাল, তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ল ডানকান। দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটল, কোনও কথা না বলে আবার কাজে মন দিল লোকগুলো।

কয়েক পা এগোতেই সারি সারি মেশিনগান আর অ্যাসল্ট রাইফেল দেখতে পেল ডানকান। টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে অস্ত্রগুলো, তেল-গ্রীজ দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে প্রতিটা

অংশ, তারপর আবার জোড়া দেয়া হচ্ছে। একপাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে বুলেটের বেশ কয়েকটা ক্রেট, পরিষ্কার করা অস্ত্রগুলোতে সেখান থেকে গুলি লোড করছে আলাদা দুজন।

কর্মরত লোকগুলোর চেহারা কাঠিন্যে ভরা; তাদের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত, সেখানে হাজারো ক্ষতের দাগ দেখা যাচ্ছে। কাজ করতে করতে সিগারেট ফুঁকছে তারা, মাঝে মাঝে মেয়ে সংক্রান্ত নোংরা রসিকতা করছে, একই সঙ্গে যন্ত্রের মত চলছে হাত। জাতযোদ্ধা এরা, মনে মনে ভাবল ডাক্তার, অস্ত্রগুলো ওদের সত্তারই একটা অংশ। ঠিক মাসুদ রানার মত।

মন দিয়ে কিছুক্ষণ লোকগুলোর কথাবার্তা শুনল সে, তাদের সাইকোলজি বোঝার চেষ্টা করছে। কী চিন্তা করে লড়াকু মানুষেরা, কোন্ কোন্ জিনিস তাদের আকৃষ্ট করে... ভাবতে ভাবতে হঠাৎই জবাবটা পেয়ে গেল ডানকান।

হ্যাঁ, আর কোনও সন্দেহ নেই। তুখোড় সাইকিয়াট্রিস্ট বুঝে ফেলেছে এদের মনস্তত্ত্ব। সে জানে কীসের টানে ছুটে আসবে রানা।

'আমি বলব তুমি একটা মরীচিকার পিছনে ছুটছ,' গম্ভীর গলায় বললেন কর্নেল র‍্যাটনার। 'রাইফেলটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে, ওটা আর কখনও কেউ চোখেও দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

রানার খুব ইচ্ছে হলো বলতে—এই কয়েকদিন আগেই মেরিল্যান্ডে অস্ত্রটা দিয়ে প্র্যাকটিস করেছে ও।

'ব্যাপারটা গোড়া থেকে খুলে বলবেন, প্লীজ?'

সামান্য বিরতি নিয়ে পাইপ ধরালেন কর্নেল, তারপর আয়েশ করে টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'ব্ল্যাক কিং হচ্ছে উইনচেস্টারের মডেল সেভেন্টি রাইফেলের সবচেয়ে নিখুঁত আর

উন্নত একটা সংস্করণ। বেসিক্যালি মডেলটাকে আগে বুল গান বলা হত, তবে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে কোম্পানি ওটাকেই কিছুটা পরিশীলিত করে প্রেজেন্টেশন রাইফেল হিসেবে বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরীক্ষামূলকভাবে দশটা রাইফেল তৈরির পর কোনও একটা রহস্যজনক কারণে প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেয়া হয়। যাই হোক, রাইফেলগুলোর ব্যারেল ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ভারী আর দৈর্ঘ্য ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি, বাটটা তৈরি করা হয়েছিল অরিগনের সালেম থেকে আনা একটা অ্যামেরিকান ওয়ালনাট গাছের কাণ্ড দিয়ে। কোনও এক বিচিত্র কারণে কাঠটার রং ছিল কুচকুচে কালো, আর এ কারণেই আদর করে রাইফেলগুলোর নাম রাখা হয় ব্ল্যাক কিং। সাকুল্যে ওই দশটাই তৈরি হয়েছিল এই রাইফেল... সিরিয়াল নাম্বার ৯৯৯৯১ থেকে ১০০০০০ পর্যন্ত। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এর কয়েকটা দিয়ে প্র্যাকটিস করার; সত্যি, রাইফেলের জগতে রাজাই ওগুলো।'

'বানানোর পর কী ঘটল ওগুলোর ভাগ্যে?' জানতে চাইল এরিক।

'পাবলিসিটির জন্য সেই আমলের বিশ্বসেরা কয়েকজন শুটারকে বন্দুকগুলো উপহার দেয় উইনচেস্টার কোম্পানি। এখন অবশ্য ওগুলোর সবই মিউজিয়াম, নয়ত প্রাইভেট কালেক্টরের শোকেসে শোভা পাচ্ছে। শুধু শেষেরটা ছাড়া... নাম্বার ১০০০০০, দশম ব্ল্যাক কিং।'

'কাকে দেয়া হয়েছিল ওটা?' জানতে চাইল এরিক।

'কোম্পানির একজন স্টাফকে, লোকটার নাম জোনাস ফাউলার, অসাধারণ এক শুটার। অনেক বছর থেকেই উইনচেস্টারের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জড়িত ছিল সে, বিভিন্ন মডেলের অ্যাকিউরেসি টেস্ট করত, ব্ল্যাক কিং উপহার দেয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটা তার অবদানের স্বীকৃতি দেয়। তবে সেটা শুধু

কৃতজ্ঞতার জন্যই নয়, বড় মাপের শুটার ছিল ফাউলার। দুবার উইম্বলডন কাপ জিতেছে সে, ইংল্যান্ডের বীসলিতে থাউজ্যান্ড ইয়ার্ড ম্যাচেরও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একবার, এন.আর.এ. তাকে শুটার অভ দ্য ইয়ার ঘোষণা করে উনিশশো চৌষট্টি সালে। সেই আমলের সেরা শুটারদের একজন ছিল ফাউলার—এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।'

'দশম ব্ল্যাক কিঙের কথা বলুন,' রানা বলল। 'আপনার লেখা বইগুলো পড়েছি আমি, কোথাও ওটার বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য নেই। কারণ কী?'

'কারণ বইগুলো টেকনিক্যাল সাবজেক্টের ওপর লেখা, সেখানে ইতিহাস বর্ণনার সুযোগ নেই।'

'ইতিহাস!'

'কারেক্ট,' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন র‍্যাটনার। 'জোনাস ফাউলারের জীবন নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে। সেখানে যেমন আছে আনন্দ আর বীরত্বের ঘটনা, তেমন আছে করুণ দুঃখের কাহিনি।'

'খুলে বলবেন, প্লীজ?'

'ফাউলারের শুরুটা বেশ রহস্যময়, হঠাৎ করেই শুটিঙের জগতে উদয় হয় সে, পঞ্চাশের দশকের শেষে, বয়স নিতান্ত কম নয় তার তখন। আগে কখনও তার নাম শোনা যায়নি, ছাপ্পান্নো সালে একটা কম্পিটিশনে যোগ দিয়ে সবার নজরে আসে। এর পরের কয়েক বছর শুটিং জগতে রাজার মত কাটায় সে, নামডাক করে ফেলে। ব্ল্যাক কিং-টা পাবার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সেটা ব্যবহার করে ফাউলার, বেশ কিছু ট্রফিও জেতে। দশটা ব্ল্যাক কিঙের মধ্যে তারটাই নিয়মিত কম্পিটিটিভ শুটিঙে ব্যবহার হয়েছে, আর তা শুধু জোনাসের হাতে নয়। বয়স হয়ে গিয়েছিল, বন্দুকটা হাতে তুলে নেয় তারই ছেলে টমাস, বাবার পথ ধরে

কম্পিটিটিভ শুটিঙে নাম লেখায়। আমি দেখেছি তাকে একবার—চমৎকার ছেলে, সত্যিই প্রতিভাবান, বাবার যোগ্য উত্তরসূরি। হার্ভার্ড ল' স্কুলে আইন পড়ছিল টমাস, একই সঙ্গে শুটিঙের নতুন প্রতিভা হিসেবে নামডাক হচ্ছিল, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামনে... এমন সময় ঘটল দুর্ঘটনাটা।

'সালটা সম্ভবত ছিল ১৯৭২, টমাস তখন সবে ন্যাশনাল থাউজ্যান্ড-ইয়ার্ড কম্পিটিশনে দ্বিতীয় হয়েছে। এক বিকালে বাপ-বেটা শিকারে গেল। বন্দুকের একটা অভিশাপ আছে, যখনই ভাববে তুমি জিনিসটার নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছ, তখনই ওটা তোমাকে শাস্তি দেবে। ওদের বেলায়ও তাই ঘটল। গানকেসের মধ্যে রাখার সময় অসাবধানে জোনাসের ব্ল্যাক কিং থেকে একটা গুলি বের হয়ে গেল, আর সেটা গিয়ে লাগল টমাসের মেরুদণ্ডে। প্রায় দু'বছর হাসপাতালে কাটাল ছেলেটা, ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। চিরদিনের জন্য দেহের নীচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে গেল তার, হুইলচেয়ারে ঠাঁই হলো বাকি জীবনটা। এক মুহূর্তের অসাবধানতায় টমাসের ভবিষ্যৎ তছনছ হয়ে গেল। এর জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি জোনাস, মাসখানেক পর ভারমন্টের ফ্যামিলি কেবিনে আত্মহত্যা করে সে, মুখে বন্দুক ঠেকিয়ে। কিছুদিন পর তার মা-ও হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। ভাইবোন ছিল না টমাসের, একেবারেই একা হয়ে পড়ে সে।'

'আর ব্ল্যাক কিং? সেটা নিয়ে কী করা হলো?'

'টমাস নিজের কাছে রেখে দেয় ওটা। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? যেটার কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, অন্য কেউ হলে সেটা হয় নষ্ট করে ফেলত, নইলে বিক্রি করে দিত। কিন্তু টমাস ফাউলার অন্য ধাতের মানুষ, রাইফেলটাকে দোষ দিল না সে। তার মতে ভুলটা হয়েছিল মানুষের, আর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

করতে ব্ল্যাক কিঙের সবচে দক্ষ ব্যবহারকারী হবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কয়েক বছর বিরতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় ফিরে আসে সে, বেঞ্চরেস্ট শুটার হিসেবে, পঙ্গুত্বের কারণে অন্য কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। নিজের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সে, পরপর দু'বছর বেঞ্চরেস্টে চ্যাম্পিয়ন হয় সে... '৭৬ আর '৭৭ সালে। সত্যিই অসাধারণ দক্ষ হয়ে উঠেছিল সে—আমি তো বলব, আজ পর্যন্ত যত লোক ব্ল্যাক কিং ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে সে-ই সেরা।'

'এতই ভাল ছিল সে?'

'কী বলছি! সে-ই প্রথম শুটার যে কিনা মাইক্রো-অ্যাকিউরেসি অর্জন করে, হ্যান্ডলোড বুলেটের প্রিসিশান লোডিঙে নেকটার্নের বিষয়ে তার চেয়ে ভাল আর কেউ জানত না। সাতাত্তরে শেষ প্রতিযোগিতাটায় এক হাজার গজে ওর গ্রুপিং কত ছিল, জানো? মাত্র .২৮৯ মিনিট অভ অ্যাঙ্গেল। ওই রেকর্ড টানা তেরো বছর ভাঙতে পারেনি কেউ।'

'হুঁ,' রানাকে গম্ভীর দেখাল। 'টমাস ফাউলার এখন কোথায়?'

'একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।'

'মানে?'

'মানে হলো, হারিয়ে গেছে। সাতাত্তরের সেই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গায়েব হয়ে গেছে। কেউ জানে না কোথায় গেছে। পৃথিবীর চোখে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে, করেছেও। তারপর চলে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। আর কখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'কিছুই জানা যায়নি?'

'সবই গুজব। কেউ কেউ বলে সিআইএ-তে যোগ দিয়েছে টমাস। একবার আবার শুনলাম, সে নাকি ভাড়াটে খুনীদের

খাতায় নাম লিখিয়েছে। তবে এসবের কোনও সত্যতা নেই। আমার ধারণা, সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে গেছে লোকটা, যদি এখনও বেঁচে থাকে আর কী। তবে হ্যাঁ, দশম ব্ল্যাক কিং তার কাছেই আছে। ক্লাসিক রাইফেল, কালেক্টররা অন্তত এক মিলিয়ন ডলার খরচ করবে ওটার পিছনে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কর্নেল,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে। মাসুদ রানার রাইফেলটা যেন আপনি পান, সেটা আমি অবশ্যই নিশ্চিত করব।'

'হ্যাঁ, মাসুদ রানা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন র‍্যাটনার। 'লোকটা রীতিমত রহস্য আমার কাছে। হিরো বলে ভাবতাম, অথচ কী ভয়ানক অধঃপতন! ওথেলো পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'রানা আমাকে ওথেলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃসাহসী যোদ্ধা, অতুলনীয় বীর, অথচ কী করুণ পরিণতির শিকার হলো বেচারা!'

'ওথেলোকে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়েছিল ইয়াগো, এটা মনে আছে তো?' বলল রানা। 'সার, রানাকে নিয়েও তেমন কেউ চক্রান্ত করে থাকতে পারে, এটা আপনার মনে হয়নি?'

'কী জানি, সবই সম্ভব।'

'এটুকু জানুন, সার, এ যুগের ইয়াগোদের কখনই সফল হতে দেয়া হবে না।'

'তাই যেন হয়।'

কর্নেল র‍্যাটনারের বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছে ওরা। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল এরিক, 'এতক্ষণ কী ঘটল, জানতে পারি? শুধু শুধু কেন তিনদিনের জার্নি করে আমরা একটা হারানো

রাইফেলের গল্প শুনতে এলাম, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'সর্বকালের সেরা বেঞ্চরেস্ট শুটারদের একটা লিস্ট জোগাড় করেছি আমি,' রানা বলল। 'তাদের কেউ একজনের সঙ্গে ব্ল্যাক কিঙের কানেকশন বের করা জরুরি ছিল। সেজন্যই ভদ্রলোকের কাছে আসা।'

'আমি বুঝতে পারছি না,' এরিক কাঁধ ঝাঁকাল।

'র‍্যামডাইনের পিছনে আমরা ছুটে সুবিধে করতে পারব না, এরিক। তাই চাইছি আসল স্নাইপারকে ধরতে, নিউ অর্লিয়েন্সে আর্চবিশপকে যে গুলি করেছে। শটটা অসাধারণ ছিল, পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকজন শুধু ওটা নিতে পারে। বিনকিউলারে একটা শুটিং বেঞ্চ আর ব্ল্যাক কিং দেখতে পেয়েছিলাম আমি, তাতেই বুঝলাম কাজটা একজন বেঞ্চরেস্ট শুটারের। এখন শুধু জানা বাকি ছিল, পৃথিবীর সেরা বেঞ্চরেস্ট শুটারদের মধ্যে কার কাছে দশম ব্ল্যাক কিঙটা আছে। সেটাও জেনে গেছি।'

'টমাস ফাউলার?'

'কারেক্ট, লিস্টে তার নাম আছে।'

'কিন্তু এই রাইফেলটার ব্যাপারটা কী?'

'মেরিল্যান্ডের রেঞ্জে ওটা দিয়ে প্র্যাকটিস করানো হয় আমাকে, সিরিয়াল নাম্বারটা তখনই দেখেছিলাম। নিউ অর্লিয়েন্সে ওটা দিয়েই গুলি করা হয়েছে, আমি দেখেছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আসলে টমাস ফাউলারই আমাদের স্নাইপার?' এরিক ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু সে তো একজন প্যারালাইজড লোক, তার পক্ষে কীভাবে এতসব করা সম্ভব? গুলি করা মানে শুধু বেঞ্চে শুয়ে ট্রিগার চাপা নয়। লোকেশন বাছাই থেকে শুরু করে অনেক ধরনের রিসার্চ করতে হয় তার জন্য... এসব একটা পঙ্গু লোক কীভাবে করেছে?'

'ও করেনি, করেছি আমি,' বলল রানা। 'ফাউলারের হয়ে

প্রাথমিক সব কাজ করে দিয়েছি আমি, এজন্যই আমাকে টেনে আনা হয়েছে এর ভিতরে। ওদের আরেকজন স্নাইপার প্রয়োজন ছিল, যে তার জন্য শট সিলেকশন করে দিতে পারবে, যাকে একই সঙ্গে ফাঁসানোও যাবে। প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গে বিবাদ থাকায় আমার নামটাই লিস্টে সবার ওপরে চলে আসে।'

'বুঝলাম। এখন তা হলে আপনি ফাউলারকে খুঁজে বের করবেন, তাই না?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'লোকটা ত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ, আদৌ কি পাওয়া যাবে তাকে?'

'যাবে। জাত-শুটার কখনও শুটিঙের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না, আর এই জগৎটা খুব একটা বড় নয়। কোথাও না কোথাও সূত্র আছেই, আমি বের করে ফেলতে পারব।' রানার মুখে হাসি ফুটল। 'আর ওকে পেলে র‍্যামডাইনও আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তুমি শুধু বসে বসে মজা দেখো!'

নয়

পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিউজপ্রিন্টের কালিতে ড. ডানকানের আঙুলের ডগা কালো হয়ে গেছে। রাত বেশ গভীর হয়েছে, কিন্তু সময়ের দিকে খেয়াল নেই তার, চারপাশে

ম্যাগাজিনের স্তূপ নিয়ে কাজে মগ্ন হয়ে আছে। সস্তা কাগজ আর কালিতে ছাপা পত্রিকাগুলো, ভাষাও অপরিণত... তবে আগাগোড়া তথ্যে ভরা। লেআউট বা কোয়ালিটির দিকে নজর দেয়নি প্রকাশক, শুধু চেষ্টা করেছে অল্প খরচে কীভাবে প্রচুর উপযোগী তথ্য জানানো যায়।

পত্রিকার নাম—*দ্য শটগান নিউজ*। তবে সেখানে শুধু শটগান নয়, সব ধরনের অস্ত্রেরই খবরাখবর আছে। আরও আছে বিজ্ঞাপন... প্রাতিষ্ঠানিক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পর্যন্ত। কেউ অস্ত্র বিক্রি করতে চায়, কেউ চায় কিনতে। নানা রকম, নানা ধরনের অস্ত্রের খবরে প্রতিটা পাতা ভরা—শুটিঙের জগতের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে পত্রিকাগুলোয়, এ যেন আরেক সংস্কৃতি।

যতই দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে ডানকান। প্রত্যেকটা ম্যাগাজিনে শুধু অস্ত্র আর অস্ত্র। বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র। সস্তা যেমন আছে, আছে দামিও; নিষ্পাপ চেহারার যেমন আছে, তেমনি আছে ভয় ধরানো অস্ত্রও। এই জগতের মানুষগুলোর কথা ভাবল ডানকান, তাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছে। ইস্পাতের তৈরি এই ভয়ঙ্কর বস্তুগুলোর প্রতি তাদের আকর্ষণটা কীসের!

প্যাশন একটা কারণ হতে পারে। পার্টস, ইউনিট আর সিস্টেমের খুচরা যন্ত্রাংশ গান-কালচারের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা পুরো অস্ত্র তৈরি করে না, শুধু খুচরা যন্ত্রাংশ বানায়। এসব ভাঙা ভাঙা জিনিস একত্রে জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র তৈরি করা কারও কারও জন্য নেশা হতে পারে।

কিন্তু শুধুই কি তাই? একটা অস্ত্র কি একজন মানুষের মধ্যে অপরিসীম ক্ষমতা এনে দেয় না? ট্রিগারের ওপর একটা চাপ

তাকে মুখোমুখি দাঁড়ানো অন্য মানুষটার জীবনমরণের নিয়ন্ত্রক বানিয়ে দেয়। এই আকর্ষণ কে এড়াতে পারে?

কিছু কিছু অস্ত্রের সৌন্দর্যও আবার আকৃষ্ট করার মত। বিশেষ করে ল্যুগার আর নিউ ফ্রন্টিয়ার সিঙ্গল অ্যাকশন মডেলের ছবি দেখে মুগ্ধ হলো ডানকান। ব্যবহার জানুক আর নাই জানুক, এই জিনিস হাতে পেতে মন চায়।

এরপর আসে স্বাধীনতার ব্যাপারটা। যদিও সেটা একটা মিথ্যে মরীচিকা, তারপরও অস্ত্রহাতে মানুষ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। যেন আর কোনও নিয়মের শৃঙ্খল নেই, কেউ কিছু করতে পারবে না, নিজেই নিজের মালিক... এমন একটা চিন্তা খেলতে শুরু করে মনের ভেতরে।

সবশেষে আসে পৌরুষের প্রশ্ন। আগ্নেয়াস্ত্র হচ্ছে সত্যিকার পৌরুষের প্রতীক, এর মাঝে কোমলতার কোনও স্থান নেই বন্দুক হলো কঠিন, কঠোর আর নিষ্ঠুর এক বস্তু, যা কেবল পুরুষদের হাতেই শোভা পায়। তবে শুধুমাত্র নিজের পুরুষত্ব জাহিরের জন্য যারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাদের আসলেই দুর্বলতা আছে।

একটা জিনিস সত্যি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যারা ফ্যাসিনেশনে ভোগে, তাদের জন্য এই ম্যাগাজিনগুলো তীব্র আকর্ষণের একটা আধার। শুটিং জগতের সংবাদপত্র এগুলো, খবর আর তথ্যে ঠাসা। আর এর মধ্যেই পাওয়া যাবে তার কাঙ্ক্ষিত টার্গেটে পৌঁছার উপায়।

সময় গড়াতে থাকে, রাত গভীর থেকে গভীরতর হয় পাতার পর পাতা উল্টাতে থাকে ড. ডানকান

জঙ্গলের ভেতর একটা বহুদিনের পুরনো জীর্ণ হান্টিং কেবিনে এসে আশ্রয় নিয়েছে রানা আর এরিক

'এবার কোথায় নিয়ে এলেন?' জানতে চাইল এরিক।

'সেফ হাউস বলতে পারো,' রানা বলল। 'নিরাপদে লুকিয়ে থাকার চমৎকার জায়গা।'

'এরকম কতগুলো সেফ হাউস আছে আপনার, জানতে পারি?'

জবাব না দিয়ে রানা শুধু হাসল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এরিক বলল, 'এখানে কেন এলাম?'

'কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তুমি-আমি কেউই যে মরিনি, সেটা বুঝতে র‍্যামডাইনের বেশি সময় লাগবে না। পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজবে ওরা। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আবার মাঠে নামব।'

'কতদিন থাকতে হবে এখানে?'

'দু-এক সপ্তাহ তো বটেই।'

'হুঁ, তো এই সময়টা আমরা কী করব?'

'বিশ্রাম,' জানাল রানা। 'তা ছাড়া পরবর্তী প্ল্যান-প্রোগ্রামও ঠিক করা দরকার। টমাস ফাউলারের শুধু নামটা পেয়েছি আমরা। এবার তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা সহজ হবে না, আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হবে আমাদের।'

'আমি বলব আপনি একটা ভূতের পিছনে ঘুরছেন। যে লোক ত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ, তাকে কীভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব? বিশেষ করে সে যখন র‍্যামডাইনের সঙ্গে জড়িত, তাকে ট্রেস করার মত সব সূত্র নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।'

'সব নিশ্চিহ্ন করা কখনও সম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও তার হদিস রয়ে গেছে। আমাকে শুধু সেটা খুঁজে বের করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবতে দাও, উপায় ঠিকই বের করে ফেলব।'

রুমটার সামনে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ড. রুডি

ডানকান, ঢোঁক গিলল কয়েকবার—সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। দুরু দুরু বুকে নক করল দরজায়।

'কে ওখানে?' ভিতর থেকে কর্নেল অল্ডেনের বাজখাঁই গলা ভেসে এল।

পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা গলাল ডানকান। 'আসতে পারি, সার?'

'ডাক্তার নাকি? এসো।' অনুমতি দেয়া হলো।

ভিতরে পা দিয়ে অল্ডেন আর রাইসকে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখল ডানকান, জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিল তারা, ডাক্তারের আগমনে তাতে ছেদ পড়েছে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাওয়া হলো।

'ইয়ে... আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে,' কাঁচুমাচু গলায় বলল ডানকান।

চোখ ছোট ছোট করে তার দিকে তাকাল র‍্যামডাইনের দুই শীর্ষব্যক্তি। দৃষ্টিতে অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট।

'বোসো,' ইঙ্গিতে চেয়ার দেখাল অল্ডেন। 'বলো কী বুদ্ধি এঁটেছ।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে কর্নেলের মুখোমুখি বসল ডানকান। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'মাসুদ রানাকে শুরু থেকেই আমরা আন্ডার-এস্টিমেট করে ভুল করেছি, সার। সে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়।'

'তা তো নয়ই,' বিরক্ত গলায় বলল রাইস। 'যে লোক ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেয়েও মরে না, সে সাধারণ হয় কী করে?'

'আমি সেটা বলতে চাইছি না,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'আমরা তার বুদ্ধিমত্তা আর স্পাই হিসেবে অসাধারণ যোগ্যতাকে অবজ্ঞা করেছি। বিশেষ করে সে নিউ অর্লিয়েন্স থেকে পালিয়ে যাবার পর আমাদের আরও সতর্কতার সঙ্গে এগোনো উচিত

ছিল। তা হলে অন্তত আরকানসাসে তাকে ধরা সম্ভব হত। রানা কী ধরনের প্ল্যান করতে পারে, সেটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন। 'তোমার পয়েন্টটা কী?'

'রানা অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে আমাদের পিছনে লেগেছে। তাড়াহুড়ো করছে না একদম। সরাসরি আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে না, সেটা করবে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে করছেটা কী সে?'

'সেটা বলা সম্ভব নয়,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'তার পদক্ষেপ আঁচ করা কঠিন। আমার মনে হয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করছে সে, তবে কোন্ পদ্ধতিতে এগোচ্ছে... এটা বলতে পারব না।'

'তা হলে বলতে এসেছ কী!' রাইস রাগী গলায় জানতে চাইল।

'সিম্পল, সার ফাঁদ একটা ফাঁদ পাততে হবে আমাদের। যেহেতু তার পরের চালটা আমরা আন্দাজ করতে পারছি না, তাই আমাদের সুবিধামত একটা চাল দিতে বাধ্য করতে হবে তাকে, যার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব। দাবা খেলেছেন নিশ্চয়ই, সার। রাজাকে যদি ফাঁকা রেখে দেন, তা হলে প্রতিপক্ষ চেক দেবার জন্য আসতে বাধ্য। আমাদের এমনভাবে বাকি গুটিগুলো সাজাতে হবে, যাতে চেক দিতে আসলেই কাটা পড়ে প্রতিপক্ষ।'

'এসব রূপক ছাড়ো, ডাক্তার,' অল্ডেন বলল। 'যা বলার সরাসরি বলো।'

'টোপ, সার রানার সামনে একটা টোপ দেব আমরা, যাতে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে সে।'

'আমাদের কাউকে ওর সামনে পড়তে বলছ?'

'না। সবকিছু ভুলে আপনাদের মারতে ছুটে আসবে না রানা, চাইলে এতদিনে এসে যেত। ওর সামনে এমন একটা টার্গেট দিতে হবে, যেটাকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

'কীসের কথা বলছ?'

'আরেকজন ভসকভের, সার। প্রথমবার যেভাবে সবকিছু ভুলে ছুটে এসেছিল, এবারও সেভাবেই আসতে বাধ্য হবে রানা।'

'আরেকজন ভসকভ কোথায় পাব?' রাইসের মাথায় কিছু ঢুকছে না। 'কী বলছ যা-তা!'

'নিউ অর্লিয়েন্সের আসল স্নাইপার, কর্নেল। লোকটা কে ছিল, জানি না আমি। তবে সে যে একজন অসাধারণ শুটার, এটা বুঝতে পারছি। রানাও পারছে, একজন স্নাইপার হিসেবে শটটায় সে মুগ্ধ হতে বাধ্য। অবচেতন মনে সে নিশ্চয়ই লোকটার পরিচয় জানতে ব্যাকুল হয়ে আছে, কে জানে হয়তো চেষ্টাও করছে। কৌশলে নামটা ফাঁস করে দেব আমরা, রানা সেটা দেখে পাগলের মত ছুটে যাবে এই স্নাইপারের মুখোমুখি হতে। আর তখনই ফাঁদ পাতব আমরা।'

'মন্দ নয় পরিকল্পনাটা,' কর্নেল স্বীকার করল। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, লোকটার নাম আমি নিজেই জানি না। এই দিকটা মি. বেনেট নিজের হাতে রেখেছেন।'

'নামটা আমাদের জানতে হবে, সার। কারণ শুটারের পরিচয়টা অথেনটিক হতে হবে, নইলে রানা সন্দেহ করে বসবে।'

'আচ্ছা, সেটা জেনে নেয়া যাবে। কিন্তু নামটা ফাঁস করবে কীভাবে? ঢাকঢোল নিশ্চয়ই পেটানো যাবে না, তা ছাড়া নামটা পেয়েই বা রানা সন্দেহ করবে না কেন?'

'এখানেই আমাদের কৌশল খাটাতে হবে,' ডানকান বলল।

'সেই রাইফেলটা, সার। রানাকে যেটা আমরা মেরিল্যান্ডে প্র্যাকটিস করতে দিয়েছিলাম, আমার জানামতে সেটার মালিকই আসল শুটার, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অল্ডেন মাথা ঝাঁকাল। 'মালিকের নাম জানানো হয়নি, তবে কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছিল রাইফেলটা।'

'ওই রাইফেলটা দিয়েই যে নিউ অর্লিয়েন্সে গুলি চালানো হয়েছে, রানার মত বুদ্ধিমান লোকের তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়া ওর হাতে বিনকিউলার ছিল, জিনিসটা দেখেও থাকতে পারে। আমাদের এখন যা করতে হবে, তা হলো পত্রিকায় একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া। এই বিশেষ রাইফেলের ওপর একটা গবেষণাগ্রন্থ বেরুবার ঘোষণা থাকবে ওটাতে, তথ্য পাবার আশায় লেখকের কাছে আসবে রানা। ঠিকানাটা হবে আমাদের সুবিধামত একটা জায়গায়...'

'পাহাড়ের মাথায়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত রাইস। 'হারামজাদাকে পাহাড়ের ওপরে ওঠাব আমরা, ঘিরে ফেলব চারপাশ থেকে। সংখ্যায় এত বেশি থাকব যে, কুত্তাটা সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না।'

'সাউন্ডস্ লাইক আ প্ল্যান!' কর্নেলের মুখে মৃদুহাসি ফুটল।

'কিন্তু লোক লাগবে আমাদের,' রাইস বলল, 'প্রচুর লোক।'

'সেই চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল অল্ডেন, ডানকানের দিকে ফিরল, মুখে হাসি ফুটেছে। 'ওয়েল ডান, ডাক্তার। চমৎকার তোমার প্ল্যান। রানা এবার আমাদের।'

সন্ধ্যা নামার পর কেবিনের বাইরে বসে ছিল ওরা, ছোট একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে। এরিক উপলব্ধি করল, একাগ্রতা শব্দটার অর্থই জানত না সে... একজন স্নাইপারের একাগ্রতার মত আর কোনও একাগ্রতা হয় না। এই যে সামনেই বসে আছে রানা,

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে... অপলক চোখে, হঠাৎ ভ্রম হতে পারে যে সে বোধহয় নিজের মনে হারিয়েই গেছে। কিন্তু যখনই শুকনো ডালগুলো পটপট শব্দে ফাটছে, সূক্ষ্ম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে দৃষ্টিতে, শরীর নড়ছে না একটুও, তবু বোঝা যাচ্ছে, চারপাশ সম্পর্কে সে খুব ভালই সচেতন; তাই বলে তার মনোযোগে ফাটল ধরছে না সামান্যতমও।

নেচে ওঠা আগুনের শিখায় রানার কঠিন মুখটা অদ্ভুত শীতল দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেল এরিক। মোলিনার মৃত্যুর রহস্য পরিষ্কার হয়েছে বটে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই তথ্যপ্রমাণ ছাড়া ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। কিছু একটা ছিল লোকটার কাছে, হতে পারে খুনীরা নিয়ে গেছে সেটা, কিন্তু 'রুম ডু' কথাটার নিশ্চয়ই অর্থ আছে কোনও। কী হতে পারে তা?

বুলডগ এ মুহূর্তে কী করছে জানতে ইচ্ছে হলো এরিকের। রানার মিথ্যে মৃত্যুর কৃতিত্ব নিতে লোকটা ব্যস্ত নিশ্চয়ই। এরিক যে নিখোঁজ হয়েছে, তা কি টের পেয়েছে সে? মনে হয় না। ওর অভাব অনুভব করার মত কেউ নেই পৃথিবীতে। এমিলির কথা মনে পড়ল এরিকের, স্ত্রীকে কেন যেন মিস করছে বেচারা। এই মাটির পৃথিবীতে অসুস্থ মেয়েটাই তার শেষ পিছুটান ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

'এরিক!' হঠাৎ ডাকল রানা।

'বলুন।'

'একটু খাটাখাটনি করতে পারবে?'

'কী ধরনের খাটাখাটনি?'

'বাজে...বিচ্ছিরি ধরনের, যেমনটা কেউ করতে চায় না। পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে দরকারি তথ্য বের করা, সেটা আবার ভেরিফাই করতে হবে। সরকারি অফিসেব কেরানির মত কাজ

করতে হবে... প্রতিদিন বারো থেকে আঠারো ঘণ্টা, প্রায় এক সপ্তাহ।'

'বেতন কত পাব?' হেসে জানতে চাইল এরিক।

'শূন্য,' হাসিটা রানার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, 'তবে একজন খুনীকে খুঁজে বের করার আনন্দটা বোনাস হিসেবে থাকবে।'

'ফাউলারকে খুঁজে পাবার বুদ্ধি পেয়েছেন মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'একটু খাটুনি যাবে, তবে লোকটাকে পাওয়া যাবে। কাল থেকেই কাজে নামব আমরা।'

প্রাচীন গ্রীকরীতিতে তৈরি করা একটা ঘরের ভিতর মার্বেলে খোদাই করা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সিংহাসনে বসে আছেন, মুখে একটা সৌম্যভাব... তাতে ফুটে রয়েছে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার ছটা। তাঁর পায়ের কাছে মেঝেতে শব্দ তুলছে দুই শ' জোড়া জুতো, মূর্তিটার মাথার ওপরের গম্বুজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা—বাচ্চাদের একটা স্কুলের ভিজিট চলছে আজ ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে। বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে জায়গাটার পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যে নিঃশব্দতায় মৃত রাষ্ট্রপতিকে সম্মান দেখানো দরকার, তার ছিঁটেফোটাও নেই।

'কমবয়সী একটা বাচ্চার সঙ্গে আফ্রিকার একজন অসভ্যের তেমন কোনও পার্থক্যই নেই, কী বলো? শিষ্টতা কী জিনিস, দুজনের কেউই জানে না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল অ্যালান বেনেট, মুখ দিয়ে ভকভক করে পাইপ থেকে টানা ধোঁয়া ছাড়ছে।

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না কর্নেল অল্ডেন, খবরটা কীভাবে বেনেটের কাছে ভাঙবে সে-চিন্তা করছে।

'একটা রিমোট কন্ট্রোল থাকলে ভাল হত,' বলল বেনেট,

'যেটা টিপে বাচ্চাদের এক মুহূর্তের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া সম্ভব, কী বলো?'

'কী জানি!' নিস্পৃহ গলায় বলল অল্ডেন, বিরক্ত বোধ করছে সে।

'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে,' ভুরু কোঁচকাল বেনেট। 'কী হয়েছে?'

গলা খাঁকরি দিল অল্ডেন। বলল, 'ঝামেলাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল ভেবেছিলাম। দেখা যাচ্ছে হয়নি।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, মাসুদ রানা মরেনি। সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, আমাদের তিনজন লোককে খুন করে এজেন্ট এরিক স্টার্নকে ছাড়িয়েও নিয়ে গেছে।'

'হোয়াট দ্য হেল!' বেনেটের চোখে শংকার মেঘ ঘনাল, নার্ভাস ভঙ্গিতে পকেট থেকে ছোট একটা মদের বোতল বের করল সে, কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ড্রিঙ্ক?'

মাথা নাড়ল কর্নেল।

কাঁপা কাঁপা হাতে মুখ খুলে বোতলে চুমুক দিল বেনেট, ঝিম ধরে সিঁড়ির মাথায় বসে রইল কয়েক সেকেন্ড, খবরটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে।

দুষ্টু কয়েকজন বাচ্চাকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে শিক্ষকেরা, সেদিকে তাকিয়ে বেনেট বলল, 'দিস ইজ টোট্যালি আনঅ্যাক্সেপটেবল। পুরো ব্যাপারটা লেজেগোবরে হয়ে যাচ্ছে। বাঁচল কীভাবে? লোকটা মানুষ না প্রেতাত্মা?'

'রানা কীভাবে বেঁচেছে, সেটা ভাবার সময় নেই আমাদের,' অল্ডেন বলল। 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই কিছু করতে হবে আমাদের।'

'শুরু থেকে তো সে চেষ্টাই করছ তুমি, লাভ হয়েছে

কোনও?' রাগী গলায় বলল বেনেট। 'আই অ্যাম সরি, কর্নেল। তবে তোমার যোগ্যতা নিয়েই এখন প্রশ্ন জাগছে আমার মধ্যে। মনে হচ্ছে র‍্যামডাইন চালানোর জন্য নতুন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে,' কঠিন গলায় বলল কর্নেল। 'এবার আর কোনও ভুল হবে না।'

'যথেষ্ট সুযোগ কি পাওনি তুমি?' বেনেট বলল। 'ফলাফল তো ঘোড়ার ডিম হয়েছে। এবার যে সফল হবে তার নিশ্চয়তা কী?'

'আপনি শুধু বসে বসে দেখুন আমি কী করি। যে প্ল্যান এঁটেছি, তাতে এবার রানার আর রেহাই নেই। আর কোনও চান্স নেব না আমরা। হারামজাদার মরণ তো নিশ্চিত করবই, ওর কল্লাটাও আপনাকে এনে দেখাব।'

'ঠিক আছে, দিলাম শেষ সুযোগ। খুঁজে বের করো ব্যাটাকে, খতম করো! আর কোনও ভুল আমি সহ্য করব না।'

'দেখুন না শুধু!' কর্নেল বলল। 'তবে দুটো বিষয়ে আপনার সাহায্য লাগবে আমার।'

'দুটো?'

মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন।

'বলো কী করতে হবে,' জানতে চাইল বেনেট।

'প্রথমেই দরকার ম্যানপাওয়ার,' জানাল কর্নেল। 'রানাকে কোণঠাসা করব আমরা। ওই অবস্থায়ও আমাদের বিশ থেকে পঞ্চাশজনকে শেষ করতে পারে সে। তাই কোনও ঝুঁকি নেব না আমি, এত বেশি লোক মাঠে নামাব যে রানা মেরে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।'

'কত লোক নেবে বলে চিন্তা করছ?'

'কমপক্ষে একশো. সম্ভব হলে আরও বেশি।'

‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?’ খ্যাপা গলায় বলল বেনেট। ‘এ অবস্থায় নতুন লোক কোত্থেকে রিক্রুট করব আমি?’

‘লোক আমার হাতেই আছে,’ বলল কর্নেল। ‘তাদেরকে গোপনে আনা এবং ফেরত পাঠানোতেই যত সমস্যা। আমার শুধু একটা পারমিট লাগবে—হারকিউলিস বিমানে করে লোকগুলোকে দেশের বাইরে থেকে আনা-নেয়ার জন্যে, বিমানটা যাতে কেউ চেক না করে।’

‘হুঁ,’ মাথা ঝাঁকাল বেনেট, ‘সেটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু লোকগুলো কারা?’

‘আমাদের নিজেদেরই লোক—প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কাউন্টারইনসার্জেন্সি ইউনিট, যাদের আমরা নিজহাতে ট্রেনিং দিয়েছি।’

‘এল সালভাদর থেকে আনবে?’

‘হ্যাঁ। জঞ্জালটা ওদের, পরিষ্কারও ওদেরই করতে হবে।’

‘ওকে। দ্বিতীয় বিষয়টা কী?’

‘ইয়ে...’ অল্ডেন ইতস্তত করল।

‘কী হলো, বলো!’ বেনেট তাড়া দিল।

‘নিউ অর্লিয়েন্সের সেই শুটার,’ অল্ডেন বিব্রত গলায় বলল, ‘তাকে আমাদের লাগবে।’

‘মানে?’

‘লোকটাকে আমরা কেউ চিনি না, তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও হয়নি, এই দিকটার সব আপনিই সামলেছেন। কিন্তু এখন আমাদের তার পরিচয় জানতে হবে।’

‘কিন্তু কেন?’

‘তার নামটা দিয়েই ফাঁদ পাতব আমরা, রানাকে বাধ্য করব তার কাছে আসতে।’

‘আসল পরিচয়ের দরকার কী? যে কোনও একটা নাম দিয়ে

টোপ দাও না।'

'সম্ভব নয়,' অল্ডেন মাথা নাড়ল। 'রানা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। অথেনটিক টোপ না দিলে সে গিলবে না।'

'কিন্তু...

'লোকটাকে সশরীরে দরকার নেই আমাদের,' অল্ডেন বোঝাল, 'দরকার শুধু নামটা।'

'বুঝেছি,' বেনেট বলল। 'এ মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। ভদ্রলোকের অনুমতি নিতে হবে আমাকে।'

'ভদ্রলোক! অনুমতি!' কর্নেল খানিকটা অবাক।

'হ্যাঁ,' বেনেট বলল। 'ভদ্রলোক কোনও সাধারণ এজেন্ট বা খুনী নন। তিনি একজন ফ্রিল্যান্সার, কাজ করেন যথেষ্ট গোপনীয়তার মধ্যে। তাঁর বয়সও অনেক। আমি তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, বহুবার আমাদের বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন তিনি।'

'কিন্তু তার নামটা যে লাগবেই।'

'আমি জিজ্ঞেস করে জানাব,' উঠে দাঁড়াল বেনেট। 'তুমি তোমার প্রস্তুতি নিতে থাকো।'

দশ

সাইরাকিউজ, নিউ ইয়র্ক।

সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে বাড়িটার সামনে এসে থামল ভাড়া

করা বুইক গাড়িটা। দরজা খুলে নামল রানা আর এরিক, দুজনেই গায়ে নতুন কেনা সুট চড়িয়েছে। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক।

'কী ভাবছ এত?' জানতে চাইল রানা। 'সামান্য একটা কাজ করতে এসেছি আমরা, কোনও ঝুঁকিই নেই এতে।'

'কাজটা সামান্য হতে পারে,' এরিক বলল, 'কিন্তু অপরাধটা গুরুতর।'

'অপরাধ!'

'অবশ্যই। নিজেকে ফেডারেল এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিতে যাচ্ছি, যেখানে চাকরিই নেই আমার। ফেডারেল কোডের আটাশ নম্বর আইনের পরিপন্থী কাজটা। ক'বছরের সাজা হতে পারে, জানেন?'

হেসে উঠল রানা। বলল, 'জানি না, জেনে কাজও নেই। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল এরিক, মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গালমন্দ করল, তারপর রানার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল।

কলিংবেলের শব্দে একটা অল্পবয়েসী মেয়ে দরজা খুলল। পকেট থেকে নকল পরিচয়পত্র বের করে তার সামনে ধরল এরিক, বলল, 'হাই! আমার নাম এরিক স্টার্ন, স্পেশাল এজেন্ট, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন। তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে চলে গেল মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর কার্ডিগানপরা একজন মাঝবয়েসী লোক দরজায় উদয় হলো।

'মি. অ্যান্টনি গ্যাভিলান?' জানতে চাইল এরিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা।

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই,' আবার আই.ডি. দেখাল ও। 'আর ইনি হচ্ছেন স্পেশাল এজেন্ট রুডি

স্যালমোনিয়াস।' রানাও একটা পরিচয়পত্র দেখাল।

'জী, আমি কি কোন...' গ্যাভিলানের চোখে দুশ্চিন্তা ভর করল।

'না, না, চিন্তার কিছু নেই,' এরিক তাকে আশ্বস্ত করল। 'আমাদের পাওয়া তথ্য অনুসারে আপনিই হলেন বেঞ্চরেস্ট শুটিং বিষয়ক ম্যাগাজিন *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* সম্পাদক ও প্রকাশক, ঠিক কিনা?'

'জী,' গ্যাভিলান বলল। 'কাজটা নিছক শখের বশে করি, পেশায় আমি একজন ইন্স্যুরেন্স এক্সিকিউটিভ। গত পনেরো বছর ধরে বেঞ্চরেস্ট শুটিং করছি অবসর কাটানোর জন্য।'

'আর পত্রিকাটা?'

'আমি দায়িত্ব নিয়েছি বছরদশেক হলো, তবে ওটা আরও পুরানো। আগে অন্য আরেকজন সম্পাদনা করতেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী, বলবেন?'

'আমরা একজন ভয়ঙ্কর খুনীকে খুঁজছি। তথ্যপ্রমাণ বলছে, সে একজন বেঞ্চরেস্ট শুটার।'

'হতেই পারে না। বেঞ্চরেস্ট শুটিং একটা খেলা ছাড়া আর কিছুই না। সমসাময়িক সবাইকেই চিনি আমি, তারা কেউ খুন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমাদের কাছে জোরালো প্রমাণ আছে। তা ছাড়া সবখানেই মন্দলোক থাকে, মি. গ্যাভিলান... আপনাদের এই বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের জগতেও, তাদের সহজে চেনা যায় না।'

'ভয়ানক কথা বলছেন তো! খবরের কাগজঅলারা যদি একথা জানতে পারে, তা হলে সর্বনাশ! আমাদের এই নিছক খেলাটাকে মানুষ মারার ট্রেনিং নাম দিয়ে ছাড়বে...

'আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই,' রানা আশ্বস্ত করল। 'আমরা প্রেসের কাছে যাচ্ছি না। আমাদের ইনভেস্টিগেশন

অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল। তবে আপনার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।'

'বলুন কী করতে পারি?'

'আপনার সাবস্ক্রিপশন লিস্টটা দেখব আমরা। আমাদের গবেষণায় বলছে, আমাদের টার্গেট একজন বয়স্ক লোক, পোড় খাওয়া শুটার। সে সম্ভবত আপনার ম্যাগাজিনের একজন পুরানো গ্রাহক। আফটার অল, বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের সেরা শুটাররা নিশ্চয়ই ওটা নিয়মিত পড়ে, তাই না?'

'তা তো বটেই।'

'গুড। আমাদের তথ্যমতে আপনার পত্রিকাটা সত্তরের দশকের শেষদিক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই না? সেই সময় থেকে শুরু করে সব গ্রাহকের নাম দরকার হবে আমাদের।'

'শুধু গ্রাহকের নাম থেকে কীভাবে খুনীকে খুঁজে বের করবেন?'

'আমাদের কাছে আরও তথ্য আছে। সবকিছু ক্রস-রেফারেন্স করলে নিশ্চয়ই পাব বলে আশা করছি। ভয়ের কিছু নেই, আপনি যে আমাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তা কেউ জানতে পারবে না। তা... করবেন সাহায্য?'

'নিষেধ করার উপায় তো কিছু নেই,' গ্যাভিলান বলল। 'রাজি না হলে আপনারা নিশ্চয়ই কোর্টঅর্ডার নিয়ে আসবেন।'

'আপনার ওপর নির্ভর করছে সেটা,' রানা বলল। 'চাইলে উকিল ডেকে পরামর্শ করে নিতে পারেন, আমরা অপেক্ষা করব। তবে বলে রাখছি, এটা স্রেফ একটা ফ্রেন্ডলি ভিজিট, আপনি আমাদের সাহায্য করলে আমরাও ভবিষ্যতে আপনাকে সাহায্য করব।'

'এতসব ফর্মালিটি বাদ দেয়াই ভাল,' দরজা ছেড়ে পথ করে দিল গ্যাভিলান। 'আসুন, ভিতরে আসুন আপনারা।'

বাড়ির মালিককে অনুসরণ করে একটা স্টাডিতে পৌঁছুল রানা আর এরিক। টেবিলের ওপরে একটা আইবিএম কম্পিউটার আর পাশে একটা প্রিন্টার দেখা গেল, এখানে বসেই ম্যাগাজিনের কাজ করে গ্যাভিলান। রুমটায় অনেকগুলো শেলফ আছে, সেগুলো শুটিং সংক্রান্ত হাজারো বইয়ে ঠাসা, একটা শেলফ আবার *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* পুরানো সংখ্যাতে বোঝাই।

'কফি খাবেন আপনারা?' জানতে চাইল গ্যাভিলান।

'না, থ্যাঙ্ক ইউ,' মাথা নাড়ল রানা, ওর দেখাদেখি এরিকও।

'আপনার কম্পিউটারটা তো বেশ পুরানো হয়ে গেছে,' বলল এরিক।

'হ্যাঁ, বছরচারেকের মত,' গ্যাভিলান মাথা নাড়ল। 'নতুন একটা নেব নেব করে আর নেয়া হয়নি। এটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। এর আগে অবশ্য টাইপসেটিঙে কাজ করতাম, কী যে কষ্ট হত! এখন তো অনেক সহজ হয়ে গেছে কম্পিউটার থাকায়।'

'একাই সব করেন?'

'না, না, তা কেন? বেশ ক'জন ভলান্টিয়ার আছে, আমার স্ত্রীও প্রচুর সাহায্য করে

'হুঁ।'

'এনিওয়ে, এ মুহূর্তে আমার পত্রিকার প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার নিয়মিত গ্রাহক আছে,' জানাল গ্যাভিলান। 'সবার নামই প্রিন্টআউট করে দেব, নাকি স্পেসিফিক কোনও চাহিদা আছে আপনাদের?'

'ক্রনোলজিক্যালি দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল এরিক, 'সবচে পুরানো গ্রাহক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত? আমাদের স্থির বিশ্বাস, লোকটা প্রথম দিকের একজন গ্রাহক।'

'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল গ্যাভিলান। 'আমার তালিকাটা

অ্যালফাবেটিক্যালি করা। ডেট অনুসারে সাজানোর কোনও সিস্টেমও রাখিনি।'

'কেন, গ্রাহকদের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার জাতীয় কিছু রাখেননি?'

'তা আছে, তবে সেটা শুরু করা হয়েছে অনেক পরে। আগে তো সার্কুলেশন খুব বেশি ছিল না, অল্প ক'জন গ্রাহক—নাম দিয়েই চেনা যেত। পরে যখন সংখ্যা সাত-আট হাজার হয়ে গেল, তখন নাম্বার দেয়া শুরু করা হয়েছে। প্রথমদিকের সবাই পেয়েছে একটা, তবে তার কোনও ধারাবাহিকতা নেই।'

'তা হলে অন্য কোনও কায়দায় লিস্টটা ছোট করতে হবে,' বলল রানা। 'আপনার পত্রিকা নতুন গ্রাহক পায় কীভাবে?'

'দু'তিনটা সমসাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিই আমরা,' গ্যাভিলান বলল। 'তা ছাড়া *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রত্যেক সংখ্যায় গ্রাহক হবার একটা করে ফর্ম তো থাকেই।'

'না, আমি জানতে চাইছি শুরুর দিকে... সেই ১৯৭৮ সালে, যখন পত্রিকাটা প্রথম বের হলো, তখন লোকজন কীভাবে গ্রাহক হত?'

'সত্যি বলতে কী, শুরুটা কিন্তু আরও আগেই হয়েছে। প্রথমে *অ্যাকিউরেসি শুটিং* সাধারণ একটা নিউজলেটার ছিল—বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল আর মাঝেমধ্যে একটা-দুটো টেকনিক্যাল আর্টিক্যাল ছাপা হত। বেঞ্চরেস্ট জগতের একমাত্র মুখপত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। আটাত্তরে ম্যাগাজিন আকারে প্রথম প্রকাশ করা হয় ওটা। সেসময় চিঠি লিখে *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* গ্রাহক হবার জন্য আবেদন করতে হত।'

'সেই চিঠিগুলো... আছে এখনও?'

'ফেলেই দিলাম কিনা... চিন্তিত গলায় বলল গ্যাভিলান।

'আসলে... আমার আগের সম্পাদক কার্টনে ভরে অনেক পুরানো জিনিস পাঠিয়েছিল, নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মধ্যে অনেককিছু ফেলে দিতে হয়েছে কয়েক বছর আগে।'

'নাও তো ফেলতে পারেন,' বলল এরিক। 'বাকি জিনিসগুলো কোথায়?'

'গ্যারাজে আছে, আসুন।'

সম্পাদকের পিছু পিছু বাড়িটার সঙ্গে লাগোয়া গ্যারাজে গেল ওরা। পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে থরে থরে সাজানো অনেকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স দেখা গেল, সংখ্যায় চল্লিশ-পঞ্চাশটার কম হবে না। দেখেই দমে গেল গ্যাভিলান।

বলল, 'আছে কিনা তা-ই শিওর না, তার ওপর এতগুলো বাক্স...'

'আপনার কষ্ট করতে হবে না, আমরাই খুঁজে দেখছি,' বলল রানা। 'তবে একটু কফি পেলে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর ছুটে গেল গ্যাভিলান।

'দেরি করে লাভ কী,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এরিক। 'আসুন শুরু করে দিই।'

কোট খুলে ভাঁজ করে রাখল, তারপর শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। রানাই খাটল বেশি, যন্ত্রচালিতের মত একটার পর একটা বাক্স খুলে ভিতরের সবকিছু বের করে ঘেঁটে দেখতে থাকল। মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দেয়ার জন্য সামান্য বিরতি নিচ্ছে, তারপর আবার মগ্ন হয়ে যাচ্ছে কাজে।

সময় গড়িয়ে চলল, শেষ পর্যন্ত একটা বাক্সে কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো আবিষ্কার করল ওরা, পেল রানাই—*অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রথম এক হাজার সাবস্ক্রিপশন রিকোয়েস্ট। বয়সের

ভারে হলদেটে হয়ে এসেছে কাগজগুলো। ওগুলোর বেশিরভাগই চিঠি, সঙ্গে চেক বা মানিঅর্ডার ছিল, এখনও স্ট্যাপলারের ফুটো বা পেপারক্লিপের ছাপ আছে। কিছু কিছু আবার পোস্টকার্ড, অল্প কয়েকটা হলো সত্যিকারের সাবস্ক্রিপশন ফর্ম। ধুলোয় ভরে রয়েছে বাক্সটা, এক নজরে তাকিয়ে ভাবতে কষ্ট হয় যে, অতীতের চিঠি আর কাগজে বোঝাই এই বস্তুটাই সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসের হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর পর এসে কাজের অগ্রগতি দেখে যাচ্ছিল গ্যাভিলান, এই দফা সে চমৎকৃত হলো। বলল, 'বাহ্, আপনারা দেখি সত্যি খুঁজে বের করে ফেলেছেন জিনিসগুলো! আমি তো এগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'মি. গ্যাভিলান, বাক্সটা আমরা নিয়ে যাব,' জানাল এরিক। 'একটা রিসিট দিয়ে যাচ্ছি, তদন্তশেষে যাতে সবকিছু ঠিকমত ফেরত পান।'

'বাদ দিন তো,' সম্পাদক হাত নাড়ল। 'যে জঞ্জাল, আমি পেলে এমনিতেই ফেলে দিতাম। আপনাদের যে কাজে লাগছে, তাই ঢের। রিসিট-টিসিট লাগবে না, নিয়ে যান। ফেরত দিলে ভাল, না দিলেও আমি দাবি করব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

ভার্জিনিয়া হয়ে নর্থ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত একা গাড়ি চালিয়ে যেতে হচ্ছে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে, অনুসরণ করতে হচ্ছে একটা জটিল পথনির্দেশ। সঙ্গে কাউকে আনার অনুমতি দেয়া হয়নি। রাজ্যসীমান্ত পেরিয়ে মাইলখানেক এগোতেই একটা সাইডরোড পাওয়া গেল, সেটা ধরে আরও এক মাইল যেতে হলো।

এতক্ষণে একটা প্রাইভেট এস্টেটের সামনে এসে পৌঁছুল গাড়িটা, জায়গাটা ব্লু রিজ মাউন্টেনের পাদদেশে।

সামনেই একটা ইলেকট্রনিক ফটক শোভা পাচ্ছে, রাস্তার পাশে একটা কনসোল রয়েছে। বাযার টিপে ইন্টারকমে সঙ্কেত দিল কর্নেল।

'ইয়েস?' স্পীকারে একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমার নাম অল্ডেন,' জানাল কর্নেল।

'ঠিক আছে, ভিতরে আসুন।'

মৃদু একটা গুঞ্জন করে খুলে গেল পাল্লা, প্রবেশপথ ধরে ড্রাইভ করে আরও দুশো গজের মত এগোল অল্ডেন। সেখানে, তিনশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের ছায়ায় চমৎকার একটা র‍্যাঞ্চহাউস দেখা গেল।

বাড়িটা দেখে কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তি হারাল কর্নেল। ছবির মত সুন্দর সেটা, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে যেন শিল্পীর তুলিতে এঁকে সেটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সারাজীবন অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেছে অল্ডেন, কখনও প্রকৃতির মাঝে বাস করার কথা ভাবেনি, ইচ্ছেও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, রিটায়ার করার পর ঠিক এরকম একটা জায়গাতেই বাকি জীবনটা কাটাতে চায় সে। তবে এমন একটা পরিবেশ আর বাড়িতে থাকতে চাইলে প্রচুর টাকা প্রয়োজন, এই র‍্যাঞ্চমালিকের নিশ্চয়ই সেটা আছে।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করে একটা সিমেন্টের স্লোপ ধরে সদর দরজা পর্যন্ত উঠে এল সে, এই বাড়িতে কোনও সিঁড়ি নেই। দরজাটা হাট করে খোলা, ভিতরে পা রাখল অল্ডেন।

'পিছনের উঠোনে আসুন,' লুকানো একটা স্পীকার থেকে আওয়াজ শোনা গেল।

সোজা এগিয়ে সুন্দর করে সাজানো কয়েকটা রুম পেরুল

কর্নেল, শেষে একটা খোলা দরজা পেরিয়ে পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে এল। উঠোনটা পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিলেছে, সেখানে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা রাইফেল রেঞ্জ দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে বসানো হয়েছে সাদা রঙের টার্গেট। রেঞ্জের অন্য প্রান্তে বারান্দাটার ঠিক নীচেই হুইলচেয়ারে বসে আছেন এক সুদর্শন বৃদ্ধ, হাতে ধরা একটা রাইফেল পরিষ্কার করছেন।

'হ্যালো, কর্নেল অল্ডেন।'

'হ্যালো, মি. ফাউলার।'

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন এখানে।'

বারান্দা ছেড়ে ঘাসে পা রাখল কর্নেল, ফাউলারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বয়স কম হয়নি লোকটার, মাথার সব চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। চেহারা ভারি চোখা তার, দেখে বনেদি বংশের মানুষ বলে মনে হয়। চোখের দৃষ্টি গভীর, হাত আর কাঁধ পেশিবহুল, বয়স সেখানে নিজের ছাপ ফেলতে পারেনি। তবে প্রশংসা করার মত অংশ এটুকুই। ফাউলারের শরীরের বাকি অংশ বীভৎস রকমের বিকৃত। শিরদাঁড়াটা ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে, পিঠে সেজন্য একটা কুঁজের মত সৃষ্টি হয়েছে। শীর্ণ পাদু'টো শরীরের নীচে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বিশ্রীভাবে ঝুলছে।

গা শিরশির করে উঠল অল্ডেনের, তবে চেহারায় কোনও ভাব ফুটতে দিল না। কিন্তু ফাউলারের দৃষ্টি দারুণ প্রখর, সামান্যতম কিছু হয়তো ছিল আগন্তুকের মধ্যে, তা বুঝে ফেলল নিমেষেই।

'জঘন্য দৃশ্য, তাই না?' বলল ফাউলার। 'তরতাজা একজন যুবকের মেরুদণ্ডে বুলেট ঢুকলে কী ঘটতে পারে, নিজের চোখেই দেখুন।'

'না, না, আমি সেসব কিছু ভাবছি না...

'ভণিতার কোনও প্রয়োজন নেই,' বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখা

গেল। 'যে কাজে এসেছেন, সেটাই করুন। আমার বন্ধু অ্যালান বেনেট বলল, আপনার কাছে দুঃসংবাদ আছে।'

'ঠিক দুঃসংবাদ নয়, আমাদের নিউ অর্লিয়েন্স অপারেশনের একটা ছেঁড়া সুতো বলতে পারেন। এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল।'

'আন্ডার কন্ট্রোল হলে আমার কাছে এসেছেন কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল ফাউলার।

'আপনার ছোট্ট একটা সাহায্য প্রয়োজন...'

'ব্যাপারটা সেই বাঙালি ছোকরাকে নিয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল অল্ডেন। 'সে এখনও বেঁচে আছে।'

'মিরাকিউলাস ব্যাপার!'

'তা তো বটেই, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেয়েও মরেনি সে। মিরাকল ছাড়া আর কী বলব?'

'শুধু সেটাই নয়,' ফাউলার যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। 'অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে মাসুদ রানার। আজরাইল কেন যেন ওর জান কবচ করতে চায় না।'

'আপনি চেনেন তাকে?' অল্ডেন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'কিছুটা,' ফাউলার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। 'অন্তত এটুকু জানি, রানাকে ফাঁদে ফেলতে হলে অসম্ভব ধূর্ত এবং নিখুঁত একটা প্ল্যান দরকার হবে আপনার। অ্যালান এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলতে পারল না। সেজন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'মি. বেনেটকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাইনি,' অল্ডেন বলল। 'তবে সেটা নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র, আপনি নিশ্চিন্ত

থাকতে পারেন।'

'খুলে বলুন আমাকে।'

শ্রাগ করল কর্নেল। বলল, 'আমাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস বলছে, আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রানা, পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। একটাই সূত্র আছে তার কাছে—আপনার সেই বিখ্যাত রাইফেলটা। এই সূত্রটা ধরেই তাকে ফাঁদে ফেলব আমরা। কৌশলে আপনার নামটা ফাঁস করে আপনার খোঁজে তাকে একটা নির্জন জায়গায় আসতে বাধ্য করব। প্রচুর লোক থাকবে আমাদের সঙ্গে, রানাকে ঘেরাও করে একটা পাহাড়ের ওপর তুলে ফেলব, যেখান থেকে নামার উপায় থাকবে না। ব্যস, তারপর আর কী... শুধু একটু সময় ব্যয় হবে, তবে ওকে আমরা ঠিকই খতম করতে পারব।'

'মন্দ নয় প্ল্যানটা,' ফাউলার স্বীকার করল। 'আমার নামটা ফাঁস করার দরকার কী? যে-কোনও একটা টোপ দিলেই কি চলে না?'

'লোকটা দারুণ চালু। রাইফেলটার ব্যাপারে কিছু তথ্য সে নিশ্চয়ই সংগ্রহ করে ফেলেছে। ভুয়া নাম দিলে ঠিকই সন্দেহ করবে। এনিওয়ে, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। যা করার আমরাই করব। মি. বেনেট শুধু আপনার নামটা ব্যবহারের অনুমতি নিতে বলেছেন।'

'কিন্তু শুধু অনুমতি দিয়েই তো আমি ক্ষান্ত হব না,' ফাউলার বলল। 'টোপ যদি দিতে হয় তো মানুষটাকেই দিন।'

'মানে!' অল্ডেন অবাক।

'আমি এই অপারেশনটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে চাই। আমার র‍্যাঞ্চটাই ব্যবহার করতে পারেন আপনারা—নির্জন জায়গা এটা, পাহাড়ও আছে... সবচে বড় কথা, এটা আমার অথেনটিক ঠিকানা। রানা সন্দেহই করতে পারবে না।'

'কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক...' অল্ডেন প্রতিবাদের চেষ্টা করল।

'বিপজ্জনক একটা পেশাতেই আমি আছি, কর্নেল। বিপদের ভয় করি না। তা ছাড়া মাসুদ রানার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে, আমি তার শেষ দেখতে চাই।'

'ব্যক্তিগত!' অল্ডেন বুঝে উঠতে পারছে না।

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে। এনিওয়ে, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি তো?'

'বিকল্প তো দেখছি না,' অল্ডেন বলল। 'তা ছাড়া আপনার এই জায়গাটা ব্যবহার করতে পারলে আমাদেরও সুবিধে হবে অনেক। আমি রাজি।'

'গুড,' ফাউলার হাসল। 'কিন্তু রানাকে এখান পর্যন্ত আনছেন কী করে? প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একটা ছদ্মপরিচয়ে আছি, র‍্যাঞ্চটা কিনেছিও সেই নামে।'

'ডোন্ট উওরি,' কর্নেলের মুখে চতুর হাসি ফুটল। 'রানা যাতে ছদ্মপরিচয়ের আড়ালে আসল লোকটাকে চিনতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হবে।'

'ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে মাসুদ রানা,' আঙুল তুলে শুটিং রেঞ্জের পিছনের পাহাড়টা দেখাল টমাস ফাউলার। 'মজার ব্যাপার কী জানেন, পাহাড়টার নাম রেখেছি আমি ডেথ হিল। আয়রনিক, তাই না?'

এগারো

পুরানো কাগজের স্তূপ হাতে নিয়ে এরিক প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'এবার কী? এখানে অন্তত এক হাজার নাম আছে, তার মধ্যে কোনওটা টমাস ফাউলার নয়। না হবারই কথা, পত্রিকাটা বের হচ্ছে লোকটা গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে। যদি গ্রাহক হয়ে থাকে, ছদ্মনামে হয়েছে।'

'আমাবও তাই ধারণা,' রানা বলল।

'ছদ্মনাম থেকে আসল লোকটাকে বের করব কীভাবে? ভেরিফাই করা কি আদৌ সম্ভব? ঠিকানাগুলো আজ থেকে ত্রিশ বছরের পুরানো।'

'একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ,' রানা মনে করিয়ে দিল, 'সে নিজের নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারে, কিন্তু পঙ্গুত্ব লুকোতে পারে না।'

'স্বীকার করছি,' বলল এরিক। 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, পঙ্গুদের এমন কোনও ডাটাবেজ নেই যে তা থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই নামগুলো আমরা মিলিয়ে দেখব।'

'আছে,' রানা হাসিমুখে একটা কোকের ক্যান খুলে তাতে চুমুক দিল।

'কোথায় আছে?' এরিক বুঝতে পারছে না।

'ডিপার্টমেন্ট অভ মোটর ভেহিকলস,' বলল রানা।

'আমাদের শুধু নামগুলো স্টেট অনুসারে সাজিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রত্যেক স্টেটের ডি.এম.ভি. থেকে খোঁজ নিতে হবে, এদের মধ্যে কার কার নামে হ্যান্ডিক্যাপড্ লাইসেন্স প্লেট আছে। কম্পিউটার থেকে তথ্য পেতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয়, কী বলো?'

'ইউ আর গড ড্যাম রাইট!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল এরিক। 'মাত্র পঞ্চাশটা ফোন কল দিয়ে এক হাজার লোকের খোঁজ নিতে পারব আমরা। এর মধ্যে কতজনই বা আর পঙ্গু হবে! তাদের ফিজিক্যালি ভেরিফাই করতেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'এই তো ঠিক লাইনে ভাবতে শুরু করেছ। এভাবে এগোলে টমাস ফাউলারের খোঁজ পেতে আমাদের বেশি দেরি হবে না।'

পরদিন থেকেই কাজে নামল ওরা। পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে দুটো টেলিফোন কানেকশন নিল—একটা কল করার জন্য, অন্যটা রিসিভ করার জন্য। স্টেট অনুসারে নামগুলো ভাগ করাই ছিল, এরিক নিজের এফবিআইয়ের আইডেন্টিফিকেশন কোড নাম্বার ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টেটের ডি.এম.ভি-তে সার্চ শুরু করিয়ে দিল, সৌভাগ্যক্রমে কোডটা এখনও বাতিল করা হয়নি। অন্য ফোনটাতে রানা তথ্যগুলো রিসিভ করছে।

একঘেয়ে, কষ্টকর এবং বিরক্তিকর একটা কাজ, তারপরও হাল ছাড়ল না ওরা। তিনদিন পরে শেষ হলো সেটা। ফলাফল হিসেবে *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রথম এক হাজার গ্রাহকের মধ্যে সাতজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর নাম পাওয়া গেল।

'যাক, শেষ হয়েছে কাজটা,' বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল এরিক।

'এখনও হয়নি, বাছা,' বলল রানা। 'এই সাতজনের মধ্যে

থেকে ফাউলারকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'এখন ব্যুরোতে থাকলে কতই না ভাল হত!' আক্ষেপ করল এরিক। 'ফিল্ড অফিসে একটা করে ফোন করলে আধঘণ্টার মধ্যে সবার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে যেতাম।'

'সেটা যখন সম্ভব না, ভেবে কী লাভ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সবখানে গিয়ে আমাদেরই খোঁজ নিতে হবে।'

'তাও লাগবে না,' রানা মাথা নাড়ল। 'লিস্টটা আরও ছোট করে আনতে পারি আমরা।'

'কীভাবে?'

'এই সাতজনের বয়স জানতে হবে প্রথমে। যাদেরটা ফাউলারের কাছাকাছি হবে, তাদের রেখে বাকিদের ছাঁটাই করে দেব। তা ছাড়া ১৯৭৮ সালের পরে এদের মধ্যে কেউ যদি পঙ্গুত্ব বরণ করে থাকে, তা হলে সে-ও বাদ, কারণ ফাউলার তখন অলরেডি পঙ্গু ছিল।'

'হুঁ, মন্দ নয় বুদ্ধিটা।'

'শিওর হবার আরও একটা উপায় আছে,' রানা বলল। 'আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি, সিআইএ ফাউলারকে একটা নতুন পরিচয় দিয়েছে। ওরা কীভাবে কাজ করে, জানা আছে আমার। সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত কোনও আইডি দেয় না, নিখুঁত কাভারের জন্য সত্যিকার অস্তিত্ব আছে এমন একজন মানুষের পরিচয় চুরি করে। এক্ষেত্রে সেরা উপায় হচ্ছে, মৃত কোনও শিশুর পরিচয় নেয়া। অনেক বাচ্চাই জন্মের পর পর মারা যায়, সাবজেক্টের জন্মতারিখের কাছাকাছি সেরকম একটা বাচ্চা খুঁজে বের করে ওরা, তার নামে একটা নতুন সার্টিফিকেট নিয়ে গছিয়ে দেয় সাবজেক্টকে। ব্যস, হয়ে গেল অথেনটিক জন্মপরিচয়অলা একজন নতুন মানুষ। বার্থ সার্টিফিকেট আর ডেথ সার্টিফিকেট

কখনও মিলিয়ে দেখা হয় না বলে এরা ধরাও পড়ে না।'

'আমরা তা হলে কী করব?' এরিক জানতে চাইল।

'এই সাতজনের কাউন্টিতে যোগাযোগ করব আমরা, খুঁজে দেখব এদের কারও নামে একটা ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা।'

'মি. রানা,' এরিকের গলায় নিখাদ প্রশংসা ঝরল, 'আপনি একটা জিনিয়াস।'

'বিজ্ঞাপনটা আজ বের হবে,' ঘোষণা করল ড. রুডি ডানকান। 'একসঙ্গে তিনটে পত্রিকায় দেবার ব্যবস্থা করেছি। কয়েকদিন পর পর রিপিট করা হবে, রানার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত।'

'দেখি কী লিখেছ?' হাত বাড়াল কর্নেল অল্ডেন।

কম্পিউটারে প্রিন্টআউট করা এক পাতা কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিল ডানকান। তাতে লেখা:

জোনাস ফাউলার: অ্যামেরিকান শুটার। ষাটের দশকের বিখ্যাত মার্কসম্যানের সত্যিকারের জীবনকাহিনি নিয়ে এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে আছে তাঁর শুটার হয়ে ওঠার ইতিহাস, পরিবারের ইতিবৃত্ত, না জানা অনেক ঘটনা। আরও পাবেন তাঁর বিখ্যাত দশম ব্ল্যাক কিঙসহ প্রিয় সব অস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ ও বর্তমান সংগ্রাহকদের ঠিকানা। পারিবারিক আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত অসংখ্য ছবি আর তথ্যে ঠাসা এ বইটি কিনতে ভুলবেন না। মূল্য মাত্র ৪৯.৫০ ডলার। অর্ডার করুন: ড্যানিয়েল ব্যারি এনরাইট, পি.ও. বক্স ৫১১, নিউটস্‌ভিল, এন.সি. ২৮৭৭৭, ফোন: ৭০৪-৫৫৫-০৯৬৭; ভিসা ও মাস্টারকার্ড গ্রহণ করা হয়

'কী লিখেছ এটা?' অল্ডেনের গলায় বিরক্তি। 'টমাস ফাউলারের তো নামই নেই এখানে।'

'মি. এনরাইটই তো মি. ফাউলার, তাই না?' বোঝানোর চেষ্টা করল ডানকান।

'সেটা কি আর রানা জানে?'

'জানার দরকারও নেই,' ডানকান আশ্বস্ত করল। 'এমনিতেই সে ছুটে আসবে, বেশি কথা লিখতে গেলে বরং সন্দেহ করে বসবে—ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনে এত তথ্য কেন?'

'কিন্তু এটা যে ওর চোখে পড়বে, তার নিশ্চয়তা কী?' কর্নেলের পাশে বসা মেজর রাইস প্রশ্ন করল।

'টেনথ ব্ল্যাক কিং আর টমাস ফাউলারের খোঁজ করছে সে,' ডানকান বলল। 'রেফারেন্স হিসেবে গান-ম্যাগাজিনের সাহায্য নিতেই হবে তাকে। নিশ্চিত থাকুন, চোখে না পড়লেও অন্য কেউ তাকে এ বিজ্ঞাপনটার কথা বলবে।'

'আচ্ছা নাহয় ধরলামই বিজ্ঞাপনটা সে দেখেছে, তারপর কী হবে?'

'ছদ্মনামে অর্ডার প্লেস করবে, লেখকের সঙ্গে দেখাও করতে চাইবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে তাকে... যথাসময়ে আমরা অপেক্ষা করব তার জন্য।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেকেই চাইতে পারে। কোনটা রানা, কীভাবে বুঝবে?' জানতে চাইল কর্নেল।

'সে আর এজেন্ট স্টার্ন—দুজনেরই পুরনো গলার স্বর রেকর্ড করা আছে আমাদের কাছে। বিজ্ঞাপনে দেয়া ফোন নাম্বারে যত কল আসবে, তার সবকটা রেকর্ড করে রাখব। পরে সবগুলোর ভয়েসপ্রিন্ট ম্যাচ করা হবে। রানা বা এজেন্ট স্টার্ন কল করলে তা আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধে হবে না।'

'ক্লেভার প্ল্যান,' স্বীকার করল কর্নেল। 'তা কত সময় লাগতে পারে বলে আশা করছ?'

'অন্তত এক সপ্তাহ,' বলল ডানকান। 'বেশিও হতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে,' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল অল্ডেন, 'জেনারেল রামিরেজকে খবর দিয়ে রাখাই ভাল।'

*

প্রায় এক সপ্তাহ টেলিফোনের পাশে কাটাল রানা আর এরিক। অনেকগুলো তথ্য ভেরিফাই করতে হচ্ছে ওদের, কিন্তু লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছে না কিছুতেই। ফাউলারের চিহ্ন বেশ ভালমতই লুকিয়েছে সিআইএ, তাকে খুঁজে বের করা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, কাজে নেমে দেখা গেল তা মোটেও নয়।

সাইরাকিউজ-এর সেই পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে কাটল ওদের পুরোটা সময়, একেক সময় অধৈর্য বোধ করল। প্রতিটা মুহূর্তে আশা করল এই বুঝি কোনও খবর আসে, কিন্তু এল না। রানা ভাবতে শুরু করল, ওর থিয়োরিতে কোথাও ফাঁক আছে। কারণ সন্দেহভাজন সাতজনের কারও নামেই ডেথ সার্টিফিকেট নেই। তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা অন্যান্য সূত্র ধরে এগোতে, কিন্তু বিশেষ লাভ হচ্ছে না। ত্রিশ বছরের পুরানো সূত্র ধরে কারও সত্যিকার পরিচয় খুঁজে বের করা সত্যি কঠিন।

সময় কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকা কিনে আনে রানা, তার মধ্যে গান-ম্যাগাজিনও আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটা খবর পড়ে, বলা যায় না নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'ভাবছি, হুইলচেয়ারের জীবনটা কেমন হতে পারে?' একরাতে আনমনে বলে উঠল রানা।

'কেন জানতে চাইছেন?' প্রশ্ন করল এরিক।

'ফাউলারের মনের ভেতরটা বুঝতে চাই,' রানা বলল। 'ও কেন খুনীদের খাতায় নাম লেখাল?'

'কেন আর... বিতৃষ্ণা থেকে। শারীরিক ত্রুটির কারণে জীবনের যেসব সুযোগ-সুবিধা আর আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত, তার অভাব পূরণ করতে এপথ ধরেছে।'

'তোমার স্ত্রীও তো পঙ্গু ছিল সে নিশ্চয়ই হোমিসাইডাল

ম্যানিয়াকে পরিণত হয়নি।'

'তাকে তো আর তার বাবা পঙ্গু করে দেয়নি। তা ছাড়া, একেকটা দুর্ঘটনা একেকজন মানুষকে একেকভাবে প্রভাবিত করে।'

'তা-ও অবশ্য ঠিক।'

যতই দিন গেল, সাফল্যের আশা ততই ফিকে হতে থাকল। অষ্টম দিন সকালে সদ্য কিনে আনা *দ্য শটগান নিউজের* নতুন সংখ্যাটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে রানা বলল, 'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে আমাদেরই গিয়ে সশরীরে এই সাতজনের পিছে লাগতে হবে।'

'আরেকটা কাজ করতে পারি,' এরিক বলল। 'আমার অফিসের রেকর্ডস সেকশনের লিসা ক্র্যামার মেয়েটা খুব ভাল, আমাকে পছন্দও করে। তাকে গিয়ে ধরলে হয়তো গোপনে এই সাতজনের ডোশিয়ে জোগাড় করে দিতে পারবে।'

'শুধু শুধু একটা নিরীহ মেয়েকে বিপদে ফেলো না তো!' রানা মাথা নাড়ল। 'র‍্যামডাইন টের পেলে ওকে বাঁচাবে কে?'

'একটু যদি সতর্ক থাকে তা হলে...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। রিসিভার তুলে জবাব দিল, 'এজেন্ট স্টার্ন।'

'মি. স্টার্ন, আমি অ্যামেলিয়া ওয়ারেন বলছি, ক্লার্ক কাউন্টি, নর্থ ক্যারোলাইনার রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে।'

'ও...হ্যাঁ, মিসেস ওয়ারেন, মনে পড়েছে। আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল কয়েকদিন আগে, সাতটা নামের ব্যাপারে। আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেননি।'

'ঠিক, সাতটা নামের মধ্যে কোনটারই ১৯৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেট ছিল না।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি, মি. স্টার্ন। ভাল করে ঘাঁটতে শুরু করলাম। সাতজনের মধ্যে এনরাইট নামে একজন ছিল, ডেথ সার্টিফিকেটেও একজন এনরাইট ছিল, তবে ফার্স্ট নেম ভিন্ন। আপনি চেয়েছেন ড্যানিয়েল এনরাইট, মারা গেছে পিটার এনরাইট। দুজনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা বের করার চেষ্টা করেছি, কী পেয়েছি জানতে পারলে অবাক হয়ে যাবেন।'

'কী পেয়েছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল এরিক।

'মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, মি. স্টার্ন! বাহান্ন সালে মরে যাওয়া পিটার এনরাইট ১৯৭৮ সালের মার্চে কোর্টে আবেদন করে নিজের নাম পাল্টেছে। সে এখন ড্যানিয়েল ব্যারি এনরাইট! এসবের মানে কী?'

'মানে হচ্ছে আপনি একজন অসাধারণ মহিলা, মিসেস ওয়ারেন,' এরিক খুশিটা চাপা দিতে পারছে না। 'পারলে এক্ষুণি আপনার গলায় একটা গোল্ড মেডেল পরিয়ে দিতাম।'

'সো নাইস অভ ইউ,' হেসে লাইন কেটে দিল ভদ্রমহিলা।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল এরিক, আনন্দে চোখ জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি, ফাউলারকে আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'আমিও পেয়েছি,' বিরস গলায় বলল রানা। 'ড্যানিয়েল এনরাইট, তাই না?'

'আপনি জানলেন কী করে?' এরিক বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল।

পত্রিকাটা এরিকের দিকে তুলে ধরল রানা। 'হারামজাদা একটা বই লিখেছে!'

টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কমিউনিকেশন সেন্টারে। বিজ্ঞাপনে দেয়া ফোন নাম্বারটা এখানে

ফরোয়ার্ড করে নেয়া হয়েছে, প্রতিটা কল রিসিভ করছে র‍্যামডাইনের কয়েকজন অপারেটর। এত বেশি সাড়া পাওয়া যাবে, আশা করেনি কেউ, প্রথম সাতদিনেই প্রায় সাড়ে তিনশো আগ্রহী ক্রেতা যোগাযোগ করল। কল রিসিভ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে ভয়েসপ্রিন্ট ম্যাচ করা হচ্ছে, কিন্তু এখনও যোগাযোগ করেনি রানা বা এরিক।

'কাজ হচ্ছে বলে তো মনে হয় না,' মন্তব্য করল মেজর রাইস।

'হবে,' জোর দিয়ে বলল ড. ডানকান। 'অনেকদিন থেকেই রানাকে স্টাডি করছি আমি। যোগাযোগ সে করবেই, শুধু বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তে দিন।'

এভাবে আরও দুদিন কাটল। সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় বসে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল ডানকান, এমন সময় এল খবরটা।

'ড. ডানকান?' টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন করা হলো।

'বলছি।'

'আমি ফোন-ওয়াচের অপারেশন্স অফিসার বলছি, স্যার। সাত মিনিট আগে একটা কল পেয়েছি যেটাতে নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট পজিটিভ আই.ডি. করা গেছে। ভয়েসপ্রিন্ট অ্যানালাইসিস বলছে গলার স্বরটা স্টার্নের।'

'কী নামে ফোন করেছিল সে?'

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই।'

'আমার নাম স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন; মি. এনরাইটকে চাইছি। তদন্তের স্বার্থে মি. জোনাস ফাউলারের ছেলে টমাস ফাউলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের জন্য। আপনার কাছে তার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা থাকলে তা ৪৪২-৩১২৩০৮ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ করছি। এটা একটি অফিশিয়াল নোটিস, অসহযোগিতা করলে ফেডারেল কোড ৮৬ উপধারা খ অনুসারে তা *অবস্ট্রাকশন অভ জাস্টিস* হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

র‍্যামডাইন হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুম, রাত নয়টা বাজে। টেপ রেকর্ডারে বাজতে থাকতে থাকা এরিকের মেসেজটা টানা দশমবারের মত শুনল কর্নেল অল্ডেন। তার মুখে সন্তুষ্টির রেখা ফুটে উঠেছে।

'কনগ্রাচুলেশন্স, ডক্টর,' বলল সে। 'তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

ডানকান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কোনমতে শুধু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, সার।'

'এবার আমাদের কী করণীয়?'

'কলব্যাক করতে হবে, তা তো বুঝতেই পারছেন,' ডানকান বলল। 'তবে কথা বলতে হবে খুব সাবধানে। মাসুদ রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুবই চোখা। কথাবার্তায় সামান্যতম এদিক-সেদিক হলেও সে বুঝে ফেলবে, এটা একটা ফাঁদ। কাজেই আলাপ করতে হবে খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে। আর শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেই কাজ শেষ নয়, আমাদের সেটআপে না পৌঁছা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কাউকে কোনও রকম অফেন্সিভ বা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাকশন নিতে দেয়া যাবে না।'

'মানে?' মেজর রাইস প্রশ্ন করল।

'মি. এনরাইটের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে যে নর্থ ক্যারোলাইনায় আসবে, তা তো আমরা জানিই। গর্ত থেকে মাথা

বের করছে রানা, তাকে হয়তো স্পট করা যাবে, কিন্তু তাই বলে কেউ যেন তাকে মারার চেষ্টা না করে। তাতে সফল হবার সম্ভাবনা যেমন কম, তেমনি আমাদের এত কষ্ট করে সাজানো ফাঁদটা মাঠে মারা যাবে। ভবিষ্যতে তাকে আর ফাঁদে ফেলা যাবে না।'

'বুঝলাম,' অল্ডেন বলল। 'ফাউলারের র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর আগে রানার গায়ে ফুলের টোকাও দেয়া যাবে না, এই তো?'

'কারেক্ট।'

'আমরা অন্তত সার্ভেইলান্স তো রাখতে পারি।'

'তা পারেন, কিন্তু সীমিত আকারে। ইকুইপমেন্ট খুব সামান্য ব্যবহার করবেন, লোক দেবেন এক-দুজন। রানা যেন টের না পায়, নইলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে।'

'বুঝলাম,' কর্নেল অল্ডেন বলল। 'এবার তা হলে ওকে ফোন করা যাক, কী বল?'

'এখনই না,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'অন্তত দুদিন যাক। ভাল কথা, ফোনটা কে করবে?'

'তুমি,' হাসল ধুরন্ধর কর্নেল।

রিং বাজছে।

'অবশেষে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগোক্তি করল এরিক।

'তোলো ওটা,' রানা টেলিফোনের দিকে ইশারা করল।

'ওকে!' ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল এরিক। বলল, 'এজেন্ট স্টার্ন।'

'হ্যালো, আমি ড্যানিয়েল এনরাইট বলছি। আপনার মেসেজটা আজই পেলাম, মি. স্টার্ন। বলুন কী করতে পারি?'

'কলব্যাক করার জন্য ধন্যবাদ, মি. এনরাইট,' বলল এরিক, ইতোমধ্যে ফোনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারটা অন করে দিয়েছে.

যাতে রানা সব কথা শুনতে পায়। 'আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি টার্গেট শুটার জোনাস ফাউলারকে নিয়ে একটা বই লিখেছেন।'

'জী, জোনাসের সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতার সময় পরিচয় হয়েছিল। আমি নিজেও একজন শুটার ছিলাম...'

'কেমন পরিচয় ছিল আপনাদের?'

'ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলা যাবে না, তবে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমাদের। রিসার্চার হিসেবে বই লিখতে গিয়ে তাই ওকেই বেছে নিই।'

'আমরা ধারণা করছি, মি. ফাউলারের একটা বিখ্যাত রাইফেল, যেটা তাঁর ছেলে টমাস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, একটা গুরুতর ফেডারেল অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'টমাস তো একটা ছাড়া জোনাসের সমস্ত রাইফেলই বিক্রি করে দিয়েছিল।'

'কোনটা বিক্রি করেনি?'

'টেনথ ব্ল্যাক কিং।'

'ওটাই।'

'বলেন কী! কোথায় আছে ওটা?'

'আমরা ভাবছিলাম হদিসটা আপনার কাছেই পাওয়া যাবে।'

'সরি, সার। আমি জানলে তো কাজই হত। দাম কত ওটার এখন, জানেন?'

'জী না, তবে মি. টমাস ফাউলারকে প্রয়োজন আমাদের। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'তাও বলতে পারছি না, টমাসের সঙ্গে আমার তেমন একটা পরিচয় ছিল না। যোগাযোগ রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'হুঁ.' চিন্তিত স্বরে বলল এরিক। 'আপনার অ্যাডে দেখলাম

পারিবারিক আর্কাইভের কথা লিখেছেন...'

'বিজ্ঞাপনের ভাষা, বোঝেনই তো!'

'তারমানে পুরোটাই ভুয়া?'

'ঠিক ভুয়া নয়, বছর পনেরো আগে ফাউলার এস্টেটের সমস্ত জিনিসপত্র নিলাম হয়েছিল। আমি বেশকিছু মালামাল কিনেছিলাম—বইখাতা, পুরানো অ্যালবাম, কিছু ফার্নিচার, এই আরকী। সেখান থেকে কিছু ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেছি বই লেখার সময়... এগুলোকেই আর্কাইভ বলেছি।'

'কে করেছিল নিলামটা, টমাস?'

'না, না, সে তো তার বহু আগে থেকেই নিখোঁজ। ব্যাংকের কাছে বন্ধক ছিল বাড়িটা, ওরাই বিক্রি করেছে।'

'তা, আপনার সেই আর্কাইভের জিনিসপত্রগুলো এখন কোথায়?'

'আছে আমার কাছেই।'

'আমরা দেখতে পারি? হয়তো টমাস কোথায় নিরুদ্দেশ হলো, তার কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। কখন দেখতে চান?'

'আগামী বৃহস্পতিবার হলে কেমন হয়? এই ধরুন সকাল সাড়ে ন'টা?'

'আমার কোনও সমস্যা নেই, চলে আসুন।'

ড্যানিয়েল এনরাইটের বাড়িতে পৌঁছানোর পথনির্দেশ নিল এরিক, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয়, লোকটা সন্দেহ করেছে কিছু?'

'আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তৈরি হও,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল রানা। 'আমরা নর্থ ক্যারোলাইনায় যাচ্ছি।'

কয়েকশো মাইল দূরে ড. ডানকান আর কর্নেল অল্ডেনের মধ্যেও ঠিক একই ধরনের আলোচনা হচ্ছে।

'মাছ টোপ গিলেছে,' ডানকান বলল।

'এখন শুধু শিকার করার অপেক্ষা,' কর্নেলের মুখের ভয়ঙ্কর হাসিটা বিস্তৃত হলো।

বারো

প্রতীক্ষার প্রহর কাটানো হচ্ছে মেজর রাইসের জন্য সবচে কঠিন কাজ। অ্যাকশনে থাকতে পছন্দ করে সে, কাজ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে অভ্যস্ত, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাটা তার চরিত্রের মধ্যে নেই। কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় এই মুহূর্তে সেটাই করতে হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে তার।

অবশ্য যে কাজটা অন্তর্বর্তী সময়ে তাকে করতে দেয়া হয়েছে, তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়ায় র‍্যামডাইনের ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটিতে পাঠানো হয়েছে রাইসকে, প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন এবং তাদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য। ইতোমধ্যে এল সালভাদর থেকে এসে পড়েছে একশো বিশজন তরুণ সৈনিকের চৌকস একটা দল।

একটা শেডের নীচে বসে সৈনিকদের অ্যাসল্ট প্ল্যান মনিটর করছে রাইস। সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো দ্রুততার

সঙ্গে চড়ে বসছে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে স্থাপন করা কয়েকটা হেলিকপ্টারের ডামিতে, কিছুক্ষণ পর র‍্যাপলিং করে ডেপ্লয় হচ্ছে। ডেথ হিলের একটা কৃত্রিম সংস্করণের দিকে ক্রল করে এগোচ্ছে, আক্রমণ করছে চূড়ায় বসা একজন নিঃসঙ্গ প্রতিপক্ষকে। যান্ত্রিক দক্ষতা দেখা যাচ্ছে এদের কাজে, ভুল-ত্রুটি নেই খুব একটা... যে কোনও সমরনায়কই এদের নিয়ে গর্ববোধ করবে। গর্বের একটা অংশ মেজরের নিজেরও—এই লোকগুলোকে এককালে সে নিজেই ট্রেনিং দিয়েছে।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, ঘাড় ফিরিয়ে জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজকে এগিয়ে আসতে দেখল রাইস। লোকটা নিজেও এই অপারেশন প্রত্যক্ষ করতে দলটার সঙ্গে এসেছে।

'কেমন চলছে ট্রেনিং?' জানতে চাইল রামিরেজ।

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রাইস।

'হবারই কথা,' জেনারেলের কণ্ঠে অহঙ্কার ফুটল। 'এদের অপারেশনাল রেডিনেস মেইনটেনের ব্যাপারে আমি কোনও আপস করি না।'

'তাই তো দেখছি।'

একটা চেয়ার টেনে শেডের নীচে বসল রামিরেজ। বলল, 'কিন্তু মেজর, পুরো ব্যাপারটা মশা মারতে কামান দাগার মত হয়ে যাচ্ছে না? একজন মাত্র মানুষকে মারতে গোটা একটা কোম্পানি ডেকে আনা!'

'ওরা দুজন।'

'ওই এফবিআই এজেন্টকে আমি গোনায় ধরি না। হ্যাঁ, মাসুদ রানা একজন প্রতিপক্ষ হতে পারে। বাট হি ইজ ওনলি ওয়ান ম্যান! আমার এই কোম্পানি দিয়ে আমি অ্যাট এ টাইম তিনশো গেরিলাকেও ঠেকিয়ে দিয়েছি।'

'আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছি না, জেনারেল।'

'তারপরও বলব, দিস ইজ টু মাচ! এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইজ থাকছে আমাদের পক্ষে, লোকটার কাছে শুধু একটা সাইডআর্মস... সম্ভবত পিস্তল থাকবে। কী দিয়ে লড়াই করবে সে? অফুরন্ত অ্যামিউনিশন থাকলেও রেঞ্জের কারণে আমাদের অ্যাসল্ট রাইফেল, উজি আর এলএমজির কাছে হেরে যাবে। আমার তো মনে হয়, বিশজনই তাকে সামাল দিতে পারত।'

'হতে পারে, কিন্তু আমরা তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে চাই। মরার আগে রানা দেখুক, কাদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল সে।'

পরিকল্পনাটা আহামরি কিছু নয়, চমক রয়েছে বিশালতায়। প্যান্থার ব্যাটালিয়নের একশো বিশজন সৈন্য তিনটা প্লাটুনে ভাগ হয়ে ফাউলারের র‍্যাঞ্চের সাত মাইল দূরে একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করবে, সঙ্গে থাকবে চারটা হেলিকপ্টার, প্রতিটাতে আটজন চড়তে পারে। রানা আর এরিক র‍্যাঞ্চে পৌঁছামাত্র ফাউলারের ডামি, সে যেই হোক না কেন, একটা ফটোসেনসেটিভ সেন্সরের সামনে হাত নাড়বে; সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে সিগনাল পৌঁছে যাবে এয়ারস্ট্রিপে, বত্রিশজনের প্রথম দলটা র‍্যাঞ্চে পৌঁছাবে ঠিক দু'মিনিট পর, ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় বত্রিশজন আনতে সময় লাগবে আরও চার মিনিট, এভাবে পুরো একশো বিশজন না আসা পর্যন্ত ট্রিপ চলতে থাকবে। এরমধ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা বাড়ির সামনে থেকে আক্রমণ চালাবে। এরিক আর রানাকে পিছু হটে ডেথ হিলে উঠতে বাধ্য করবে, চারপাশে পজিশন নিয়ে বন্ধ করা হবে নামার রাস্তা। সব সৈন্য আসার পর একসঙ্গে অ্যাসল্টে যাবে প্লাটুনগুলো, মিনিটে দশ হাজার রাউন্ড রেটে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে ডেথ হিলের চূড়া—রানা আর এরিক আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পাবে না।

নিখুঁত একটা প্ল্যান। মনে মনে হতভাগ্য দুই টার্গেটের জন্য করুণাই অনুভব করল জেনারেল রামিরেজ।

টমাস ফাউলারের একগুঁয়েমির সঙ্গে পেরে উঠছে না কর্নেল অল্ডেন, কিছুতেই মচকাচ্ছে না লোকটা।

'মি. ফাউলার, বোঝার চেষ্টা করুন,' শেষবারের মত বলল সে। 'এ ধরনের কাজের জন্য আমাদের অসংখ্য যোগ্য লোক আছে। আপনার ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানেই হয় না।'

'আমার বাড়িতে আমার নামে টোপ দিচ্ছেন,' একরোখা গলায় বলল ফাউলার। 'মানুষটাও আমিই হব।'

'হুইলচেয়ারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রানা বুঝে ফেলবে আপনি কে।'

'বুঝুক, সমস্যা কী? আমি তো ওর মুখোমুখিই হতে চাইছি।'

'যদি গুলি করে বসে?'

'করলেও অসুবিধে নেই; কম তো আর বাঁচলাম না! আর কত? অবশ্য এ ধরনের কিছু ঘটবে না।'

'কেন?'

'মাসুদ রানা আর যাই হোক, ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। আমার মনে হয় না তার পক্ষে হুইলচেয়ারে বসা একজন নিরস্ত্র পঙ্গু মানুষকে গুলি করা সম্ভব।'

'রানাকে আপনি চেনেনই না, মি. ফাউলার। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'কথাটা ঠিক নয়, কর্নেল,' ফাউলার মৃদু হাসল। 'তাকে আমি আপনার চেয়ে বেশি চিনি।'

'কীভাবে?'

'দ্যাটস্ নট ইম্পরট্যান্ট। আমি এখানেই ওর জন্যে অপেক্ষা করব—এটাই ফাইনাল।'

'কিন্তু আপনি এভাবে গোঁ ধরছেন কেন, তা-ই আমি বুঝতে পারছি না।'

'আছে একটা ব্যাপার, আপনার না জানলেও চলবে। আমি শুধু রানাকে শেষ দেখা দেখতে চাই। মরার আগে সে জানুক, কে তার জীবন তছনছ করে দিয়েছে; কে তার মরণ ডেকে এনেছে।'

হাল ছেড়ে দিল অল্ডেন। বলল, 'ঠিক আছে, মি. ফাউলার। আপনিই থাকুন, কিন্তু দয়া করে কোনও স্মার্টনেস দেখাবেন না। রানা ঘরে ঢোকা মাত্র সেন্সরে সিগনালটা দিয়ে লুকিয়ে পড়বেন। বাকিটা প্যান্থার ব্যাটালিয়ন সামলাবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ফাউলার।

সার্ভেইলান্স চলছে অত্যন্ত সংগোপনে, ঢিমা লয়ে। দুজন করে স্পটার নজর রাখছে টার্গেটের উপর, তাদের শিফট বদল করা হচ্ছে চার ঘণ্টা অন্তর, যাতে বেশিক্ষণ একই লোক টার্গেটের আশপাশে ঘোরাফেরা না করে। অবশ্য চোখে পড়ার মত সুযোগ খুবই কম, রানা আর এরিক সহজে বের হয় না অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

যোগাযোগ করার জন্য ড্যানিয়েল এনরাইটের কাছে যে নাম্বারটা দিয়েছিল, সেটা ট্রেস করে সাইরাকিউজে সহজেই পাওয়া গেছে ওদের। হামলা চালিয়ে শত্রুদের শেষ করে দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটা খুবই কষ্ট করে চেপে রাখতে হয়েছে র‍্যামডাইনের কর্তাব্যক্তিদের। রানা কোন্ চমক সাজিয়ে রেখেছে কে জানে, ও যদি আবার বেঁচে যায়, তা হলে সর্বনাশ। তাই ফাউলারের র‍্যাঞ্চে নিজেদের সাজানো মঞ্চে ওকে না তোলা পর্যন্ত কোনও কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

আজ দ্বিতীয় দিন. বর্তমানে সার্ভেইলান্সের দায়িত্বে রয়েছে

প্যাট্রিক ম্যালয়, সঙ্গে মুলার নামে আরেকজন অপারেটর। রানা চেনে ম্যালয়কে, তাই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। এই মুহূর্তে রানাদের অ্যাপার্টমেন্টের একশো গজ দূরে আরেকটা বিল্ডিঙে রয়েছে তারা, কানে ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেডের হেডফোন, চেষ্টা করছে রানা আর এরিক কী বলে তা শোনার। শুরু থেকেই একাজ করছে তারা, তবে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত তেমন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি কেউ, শুধু এটুকুই জানা গেছে যে, বুধবার বিকেলে নর্থ ক্যারোলাইনার দিকে রওনা দেবে ওরা। আর হ্যাঁ, কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা করছে না টার্গেটদের কেউ; বুড়ো একজন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, এতে ঝুঁকিটা কোথায়!

রুমের এককোনায় বসে ডিনার সারছিল ম্যালয়, হঠাৎ মুলারের ডাক শোনা গেল।

'প্যাট্রিক, জলদি এসো। ওরা কিছু নিয়ে আলোচনা করছে!'

তাড়াতাড়ি জানালার পাশে এসে হেডফোন কানে লাগাল ম্যালয়। ইয়ারপীসে এরিকের গলা শোনা গেল।

'...আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এনরাইটের কাছে গিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

'একথা কেন বলছ?' রানা প্রশ্ন করল।

'লোকটার কাছে যা জিনিসপত্র আছে, সবই পনেরো বছরের পুরানো। সেখান থেকে কি আর ফাউলারের এখনকার খোঁজ পাওয়া যাবে?'

'বলা যায় না, যেতেও পারে। না দেখা পর্যন্ত বলি কীভাবে?'

'লং শট! আমি তো বলব নর্থ ক্যারোলাইনায় যাওয়াটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই না।'

'বিকল্প কোনও পথ কি আছে?'

'অবশ্যই আছে। ফাউলারের পিছনে না ঘুরে চলুন নিউ

অর্লিয়েন্সে যাই। ওখানে আমার বেশ কিছু কন্ট্যাক্ট আছে, তাদের সাহায্য নিলে র‍্যামডাইনের লোকজনের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। হাজার হোক, ওদের সাথেই তো বোঝাপড়া আমাদের, তাই না?'

'সেটা ঠিক। কিন্তু তোমার কন্ট্যাক্টরা যে সফল হবে, তার গ্যারান্টি কী?'

'গ্যারান্টি তো ড্যানিয়েল এনরাইটের ওখানেও নেই। আমার লোকেরা অন্তত বর্তমানের খোঁজখবর রাখে। আপনি যার কাছে যেতে চাচ্ছেন, তার খবরাখবর সবই পনেরো বছর আগের।'

'নাহ, এনরাইটের কাছে যাবই আমি। জোনাস ফাউলারের জীবনী তো আর এমনি এমনি লেখেনি সে, নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। মুখোমুখি আলাপ করলেই বেরিয়ে আসবে অনেক কিছু।'

'তা হলে অন্তত আমাকে যেতে দিন। চেষ্টা করতে দোষ কী? বলা যায় না, আমি কিছু বের করেও ফেলতে পারি।'

'একা যাবে?'

'অসুবিধে কী? নিউ অর্লিয়েন্স আমার নিজের জায়গা, ওখানে যে কোনও বিপদ সামাল দেবার মত ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব।'

'পরশু যেতে হবে এনরাইটের কাছে। তার আগে ফিরতে পারবে?'

'মনে হয় না, মাঝে তো মাত্র একটা দিন পাচ্ছি। আপনি একাই গিয়ে দেখা করে আসুন না! বুড়ো একটা লোক... বিপদের তো আর ভয় নেই।'

'হুঁ,' নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাও। তবে শুক্রবার রাতের মধ্যে ফিরে এসো এখানে।'

'চিন্তা করবেন না, আমি ঠিকমতই ফিরব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ফ্লাইট আছে, ওটা ধরতে পারলে আজ রাতেই

পৌঁছে যাব নিউ অর্লিয়েন্সে, কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব।'

'যাও, সাবধানে থেকো।'

'আপনিও।'

মিনিট পনেরো পরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে, তাতে চড়ে এয়ারপোর্টে চলে গেল এরিক। দ্রুত কর্নেল অল্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা জানাল ম্যালয়। জানতে চাইল, 'আমরা কি ফলো করব ওকে?'

'দরকার নেই,' বলে দিল কর্নেল। 'যাক হারামজাদা নিউ অর্লিয়েন্সে। আমাদের বিরুদ্ধে ঘোড়ার ডিম করতে পারবে ওখানে। পরে ওকে খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া রানাকে মারার আগে ওকে তো মারাও যাবে না, রানা খবর পেলেই গা-ঢাকা দেবে।'

'কী করব তা হলে?'

'যেভাবে আছ, সেভাবেই থাকো। এজেন্ট স্টার্নের পিছনে লাগানোর মত বাড়তি লোক নেই আমাদের হাতে। রানা আমাদের প্রাইম টার্গেট, ওর ওপরই নজর রাখো।'

'ইয়েস, সার।'

অফিসে একাকী বসে কাজ করছে ড. ডানকান। যদিও রানাকে খতম করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, তারপরও টার্গেটের কোনও দুর্বলতা আছে কি না, পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে তাকে—ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরিতে কাজে লাগবে।

রাত হয়েছে বেশ, কিন্তু চোখে ঘুম নেই ডানকানের। এনরাইট সেজে এরিকের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে খুব একটা বিশ্রামও নেয়নি সে। একটার পর একটা ফাইল উল্টে চলেছে, কাজে লাগাবার মত তেমন কিছু পাচ্ছে না, পাবার কথাও নয়।

এগুলো সব একরকম মুখস্থই তার, রানাকে প্রথমবার ফাঁদে ফেলার সময় স্টাডি করেছিল। এবারকার ঘাঁটাঘাঁটি বৃথাই গেল।

যেসব জিনিস আগে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি, এবার সেগুলো নিয়ে কাজে বসল সে। বেশিরভাগই রানা এজেন্সির ফিনানশিয়াল রেকর্ড, তা থেকে কিছু পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। অলসভাবে ফাইলের পাতা উল্টে চলল সে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ধড়মড় করে উঠে বসতে হলো তাকে। কম্পিউটার অন করে ইন্টারনেটে যুক্ত হলো সে, একটা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকল। সর্বোচ্চ ফেডারেল ক্লিয়ারেন্স আছে তার, সেটা ব্যবহার করে কয়েকটা অ্যাকাউন্টের গত দশ বছরের হিসাব থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য সার্চ করতে শুরু করল।

তথ্য পেতে সময় লাগল দুই ঘণ্টা, সেগুলো ভেরিফাই করতে সারারাত কেটে গেল। সকাল যখন হলো, তখন ঘুমের অভাবে ডানকানের দু'চোখ টকটকে লাল, কিন্তু আবিষ্কারের আনন্দে কোনও দুর্বলতা অনুভব করছে না সে।

সকাল সাতটা। ফাউলার র‍্যাঞ্চের সাত মাইল দূরে পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে খাটানো কমান্ড টেন্টে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে কর্নেল অল্ডেন, এমন সময় তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

'অল্ডেন,' রিসিভ বাটনে চাপ দিয়ে বলল কর্নেল।

'ড. রুডি ডানকান বলছি, সার। আমি মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছি।'

'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, সার। কাজটা অবশ্য সহজ ছিল না। কয়েকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দশ বছরের ট্র্যানজ্যাকশন স্টেটমেন্ট নিতে হয়েছে, সেখান থেকে আবার পারমিউটেশন-কম্বিনেশন করে...'

'ভ্যানর-ভ্যানর না করে আসল কথা বলো,' কর্নেলের গলায়

স্পষ্ট বিরক্তি। 'পেয়েছটা কী তুমি?'

'মাসুদ রানার এমন একজন বান্ধবী, যার নাম কোনও লিস্টে নেই। সে একজন নার্স, অ্যারিজোনার এসপেজোতে থাকে। আমার ধারণা নিউ অর্লিয়েন্সে গুলি খাওয়ার পর রানা তার কাছেই চিকিৎসা নিয়েছে। মেয়েটা যে ক্লিনিকে কাজ করে সেখানেও খোঁজ নিয়েছি, সেসময় অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিয়েছিল সে। সন্দেহজনক, তাই না? তা ছাড়া সেই ফোনকলটার কথা মনে আছে, রানা আরকানসাসে আসছে বলে যে খবর দেয়া হয়েছিল? আমি মোটামুটি শিওর, এই মেয়েটাই ফোনটা করেছিল দক্ষিণের টান ছিল তার কথায়, এই মেয়েটাও দক্ষিণেরই।'

'কিন্তু পেলে কীভাবে একে?'

'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সার। মাসুদ রানা কয়েক বছর আগে ওর কর্তৃত্বাধীন রেবেকা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মেয়েটাকে প্রায় ষোলো মাস নিয়মিত টাকা দিয়েছে। ব্যাপারটা আমরা কেউ আগে লক্ষ করিনি।'

'গুড জব, ডক্টর। নাম কী মেয়েটার?'

'এমা হেস।'

'এসপেজো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' লাইন কেটে দিল কর্নেল, তারপর বাইরে প্রহরারত সৈনিককে ডেকে বলল, 'মেজর রাইসকে খবর দাও।'

সকাল সাড়ে দশটা, নিউ অর্লিয়েন্স ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ২৪ নম্বর গেটের সামনে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে এরিক, ভিতরে ঢুকতে দ্বিধা করছে। রাতটা একটা মোটেলে কাটিয়েছে সে,

সকালে চেহারা পাল্টে বাথরুমের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। র‍্যামডাইনের লোকজন যদি নজর রেখেও থাকে, ভাববে মোটেলেই আছে সে। রানার নির্দে অনুসারে এখনই তাকে ফিরতি পথ ধরতে হবে, পৌঁছাতে হবে নর্থ ক্যারোলাইনায়। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। ঘড়ির দিকে তাকাল, এখনও তেইশ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। কাজ যেটুকু বাকি আছে, তার জন্য সময়টা যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

এখানে যখন এসেছে, সময়ও আছে, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! হয়তো ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া রহস্যটা ভেদ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এরিক, উল্টো ঘুরে টার্মিনালের বাইরে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল, সেখানে একসারিতে যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ট্যাক্সিক্যাব। মোলিনার সেদিনের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছে।

লোকটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল এরিক। ধরা যাক এইমাত্র পৌঁছেছে সে, নিশ্চয়ই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এখানেই প্রথম এসেছিল। কী চলছিল তার মনের ভেতর? ভাবতে ভাবতে আরেকটা প্রশ্ন মাথায় উঁকি দিল। লোকটা এয়ারপোর্ট থেকেই ওকে ফোন করল না কেন? কেন মোটেলে ওঠা পর্যন্ত সময় নিল?

কারণ একটাই হতে পারে—তখন পর্যন্ত বিপদের আশঙ্কা করছিল না সে। তাই ফোন নয়, সরাসরি দেখা করেই কথা বলতে চেয়েছিল। তাড়ার মধ্যে ছিল মোলিনা, জানত যে কোনও মুহূর্তে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালাবে শত্রুরা, তার মানে এয়ারপোর্টে নেমে সরাসরিই তার যাওয়ার কথা এরিকের সঙ্গে দেখা করতে।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল এরিক, তাতে চড়ে বসে

বলল, 'ফেডারেল বিল্ডিংটা চেনো? সাতশো এক, লয়োলা স্ট্রীট।'

'শিওর, ম্যান!' অল্পবয়েসী ড্রাইভার মাথা ঝাঁকাল। ছেলেটা কালো, ডানদিকের সানশেডের ওপর তার লাইসেন্সটা লাগানো আছে, নামটাও পড়া যাচ্ছে... বিলি গুড।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ট্যাক্সিটা, অ্যাক্সেস রোড ধরে আই-টেনের দিকে ছুটতে শুরু করল। ওটা একটা ফেডারেল হাইওয়ে, নদী আর লেক পনচার্ট্রেইনের মাঝ দিয়ে তৈরি হয়েছে।

'নতুন এসেছেন?' ড্রাইভার জানতে চাইল।

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল এরিক, খোশগল্পে না মেতে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করছে, চারপাশে নজরও রাখছে মোলিনার দৃষ্টিতে কী কী ধরা পড়েছিল, তা জানতে।

অ্যাক্সেস রোডের চারপাশের দৃশ্য বিশেষত্বহীন, অ্যামেরিকার চিরাচরিত প্রকৃতির স্রেফ আরেকটা প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রোডের শেষ মাথায় যখন র‍্যাম্প ধরে ইন্টারস্টেটে উঠতে শুরু করেছে ট্যাক্সিটা, ডানদিকে তাকিয়ে দূরে কতগুলো মোটেল দেখতে পেল এরিক, জায়গাটা ভেটেরানস্ মেমোরিয়াল বুলেভার্ড—জানা আছে তার। পাম কোর্ট মোটেলটাও ওখানেই।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

'অ্যাঁ!' ড্রাইভার বিলি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'স্টপ, ড্যাম ইট! আমি তোমাকে থামতে বলেছি!'

বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল বিলি, তবে একই সঙ্গে ব্রেক চেপে দাঁড় করাল গাড়িটা। জানতে চাইল, 'থামালেন কেন?'

'চুপ করো একটু, আমাকে ভাবতে দাও।'

র‍্যাম্পের মাঝামাঝি একদিকে সাইড করে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিটা. সেটাকে ওভারটেক করে একের পর এক গাড়ি চলে

যাচ্ছে, যাবার পথে কেউ কেউ গালিও দিয়ে গেল এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সেসব গ্রাহ্য করছে না এরিক, ঘটনাটার একটা আভাস পেতে শুরু করেছে ও।

যুক্তি বলে এরিকের কাছে সরাসরি যাবার কথা মোলিনার, কিন্তু বাস্তবে এয়ারপোর্ট থেকে মোটেলে গিয়েছিল সে। কেন? নিশ্চয়ই রওনা হবার পর পিছনে লেগে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেয়েছিল। বুঝেছিল, ফেডারেল বিল্ডিং পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। এ অবস্থায় এরিকও একই কাজ করত—নিরাপদে ফোন করা এবং কিছু সময়ের জন্য গা বাঁচানোর একটা জায়গা বের করা।

এজন্যই মোটেলে উঠেছিল সে! এরিক না আসা পর্যন্ত রুমের দরজাই খুলবে না ভেবেছিল। কোক মেশিনের পাশের রুম নিয়ে ফোন করেছিল সাহায্যের আশায়। কিন্তু ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেডের কথা জানত না বেচারা। এরিক সেজে আততায়ীদের একজনই হাজির হয় কামরায়, জীবন দেয় মোলিনা। কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই তার দেয়া তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সঙ্গে কিছু এনেছিল, সেগুলো গেল কোথায়? মোটেলে যাবার পথে ফেলে দেয়নি তো?

'হেই মিস্টার,' ডাকল ড্রাইভার। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। বলল, 'গাড়ি ঘোরাও।'

'ক্...কী!'

'গাড়ি ঘোরাও, ভেটেরানস্ বুলেভার্ডে চল।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো? এটা ওয়ান ওয়ে রোড। গাড়ি ঘোরানো যাবে না।'

'যা বলছি তাই করো। অতিরিক্ত পঞ্চাশ ডলার পাবে।'

'ভারি যন্ত্রণা! পুলিশ ধরলে কী জবাব দেব?'

'আমি পুলিশের বাপ—এফবিআই। তুমি ঘোরাও গাড়ি।'

নিচু গলায় স্বগোক্তি করে পার্কিং ব্রেক রিলিজ করল বিলি গুড, তারপর ইন্ডিকেটর জ্বেলে ঘোরাতে শুরু করল ট্যাক্সি। পিছনে ব্রেকের কর্কশ আওয়াজ হলো, আচমকা রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা দেখে থেমে পড়েছে আসতে থাকা গাড়িগুলো, ড্রাইভারদের চেঁচামেচি শোনা গেল। তাতে গুরুত্ব না দিয়ে একশো আশি ডিগ্রী টার্ন করল ক্যাবচালক, র‍্যাম্পের বামপাশ ঘেঁষে নামতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতলে নেমে এল গাড়িটা, ইন্টারসেকশনে পৌঁছে বামে মোড় নিল, তারপর ছুটতে থাকল ভেটেরানস্ বুলেভার্ডের দিকে।

'আস্তে চালাও,' বিলিকে বলল এরিক। 'আমাকে চারপাশটা দেখতে দাও।'

উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না পথে, পনেরো মিনিটের মধ্যে পাম কোর্ট মোটেলের সামনে পৌঁছে গেল ট্যাক্সিটা, থামার নির্দেশ দিল এরিক।

'এবার কী?' কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে ড্রাইভারের গলায়।

এরিক তার জবাব দিল না। কী যেন একটা খোঁচাচ্ছে মাথার ভিতর, আসি আসি করেও আসছে না। "রম ডু"—মানে কী কথাটার! চারদিকে আবার তাকাল ও, চোখ আটকে গেল সানশেডের ওপর লাগানো ড্রাইভারস্ লাইসেন্সে। বড় হাতের কালো হরফে লেখা নামটা জ্বলজ্বল করছে যেন চোখের সামনে।

"বিলি গুড!"

তক্ষুণি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। মুখে হাসি ফুটল এরিকের, মিটার দেখে ভাড়া মেটাল, সঙ্গে অতিরিক্ত একশো ডলার দিল বকশিশ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার,' টাকা পেয়ে বিলির বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে। 'আপনি দেখছি খুব উদার লোক।'

'উদারতার কিছু নেই,' এরিকও হাসল। 'তুমি আমাকে কত বড় সাহায্য করেছ, তা নিজেও জানো না।'

তেরো

ব্রিফিঙে মাত্র দশ মিনিট সময় নিল কর্নেল অল্ডেন, মেজর রাইস তার পরপরই সার্জেন্ট ল্যান্সকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে রিচমন্ড থেকে টুসন যাবার জন্য একটা জেট চার্টার করা হয়ে গেছে।

ড্রাইভ করে সে যখন এয়ারফিল্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের সকালের পিটি আর ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে। পুরোদস্তুর গিয়ারে তারা আজকের দিনটা শুরু করতে প্রস্তুত। আশা করা যায় আগামীকালের অ্যাকশনের আগে সে নিজেও এদের মধ্যে থাকবে।

যুদ্ধপ্রস্তুতির এই অংশটার সঙ্গে রাইস বেশ অভ্যস্ত। সারাজীবনে অন্তত হাজারখানেকবার এভাবে লড়াইয়ে যাবার জন্য রেডি হতে হয়েছে তাকে। এ মুহূর্তে প্র্যাকটিসের জন্য লোকগুলো পুরোপুরি তৈরি থাকলেও আগামীকাল পরিস্থিতি থাকবে ভিন্ন। অজানা একটা টেনশন আর দমবন্ধ করা উত্তেজনায় আচ্ছন্ন থাকবে এদের মন। তবে ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছে এরা, সে কারণে যুদ্ধে যেতে মুখিয়ে থাকবে। টেনশন আর উত্তেজনার মুহূর্তগুলো সৈনিকেরা কাটাবে নিজেদের মধ্যে

হালকা হাসি-ঠাট্টা আর সিগারেট ধ্বংস করে।

এয়ারফিল্ডের গেটটা ধীরে ধীরে রিয়ারভিউ মিররে মিলিয়ে যেতে দেখে মনের ভিতরে তাড়া অনুভব করল রাইস। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসতে হবে, মাসুদ রানার মরণ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে চায় সে।

টেলিফোনের রিঙের জবাবে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল লিসা ক্র্যামার।

'হ্যালো?'

'হাই লিসা, কেমন আছ?'

'এরিক!' গলা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল সে। 'কোথায় তুমি?'

'তোমার খুব কাছেই আছি।'

'নিউ অর্লিয়েন্সে?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড! এ ক'দিন কোথায় ঘাপটি মেরে ছিলে বল তো?'

'কেন?'

'আবার জিজ্ঞেস করছ? আমাকে ডিনারে নেবে বলে নাওনি। তা ছাড়া গতপরশু তোমার সাসপেশনের হিয়ারিং ছিল। আমরা কোথাও তোমাকে খুঁজে পাইনি।'

'এই ছিলাম আশপাশেই। ডিনারের ব্যাপারে দুঃখিত, পরে পুষিয়ে দেব। তা, কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে শুনানিতে?'

'চাকরি চলেই যেতে বসেছিল, মি. মোফাট তোমার অনুপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে কোনরকমে সেটা ঠেকিয়েছেন। তবে বোর্ড বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছে, নইলে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হবে। তুমি জলদি অফিসে এসে রিপোর্ট করো।'

'সরি, সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না।'

'মানে?'

'জরুরি কাজ করছি, সেটা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যই।'

'কিন্তু হাজিরা না দিলে তোমার চাকরি চলে যাবে!'

'খালি হাতে হিয়ারিং বোর্ডের সামনে গিয়েই বা লাভ কি। তারচে বরং কিছু প্রমাণ একাট্টা করি।'

'দুষ্টুমি করছ?'

'একদম না। সত্যি বলতে কী, প্রমাণ সংগ্রহের জন্যই ফোন করেছি। তোমার সাহায্য লাগবে।'

'হুঁ,' কপট রাগের ভঙ্গি করল লিসা। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। দরকার ছাড়া কী আর তুমি আমাকে ফোন করবে! তা কী লাগবে এবার—হোয়াইট হাউস, নাকি জাতিসংঘের কোনও ফাইল?'

'ওসব কিছু না,' এরিক হেসে আশ্বস্ত করল। 'খুব সামান্য কাজ। ক্ল্যাসিফায়েড কিছু নয়, সময়ও বেশি লাগবে না

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' লিসা বাধা দিল। 'কাজ গছানোর আগে বলো বিনিময়ে কী দিচ্ছ। একটা ডিনার কিন্তু অলরেডি আমার পাওনা হয়ে আছে।'

'পুরো একটা সন্ধ্যার ডেট। চলবে?'

'মাত্র একটা?'

'তা হলে দুটো।'

'রাজি। বলো কী করতে হবে।'

'সামান্য কিছু তথ্য চাই। মিউনিসিপাল ডাটাবেজে তোমার অ্যাক্সেস আছে না?'

'তা আছে।'

'ওটার মোটর রেজিস্ট্রিতে ঢুকতে হবে তোমাকে। আমি

একটা নাম বা নম্বর খুঁজছি, যেটার শুরুতে "রম ডু" কথাটা আছে।'

'কী?'

'আর.ও.এম.–রম, ডি.ও.–ডু।'

'বুঝেছি। কিন্তু মোটর রেজিস্ট্রি তো অনেক বড়। আর কোনও স্পেসিফিকস্ দিতে পারো?'

'ট্যাক্সি...ট্যাক্সি সার্ভিসে খোঁজ করো। ড্রাইভারদের লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনে দেখবে—প্রথমে নাম্বারে, তারপর নামের মধ্যে।'

'ব্যাপারটা কী নিয়ে, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে পাম কোর্ট মোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একজন সালভাদরান লোক খুন হয়েছিল, মনে আছে? আমার ধারণা, সে আমার জন্য কিছু একটা রেখে গেছে; আর জিনিসটা লুকানো হয়েছে একটা ট্যাক্সির ভিতরে, অন্য কোথাও যাবার সুযোগই পায়নি সে। মরার আগে বাথরুমের মেঝেতে রক্ত দিয়ে রম ডু লিখে রেখে গেছে লোকটা। আমি নিশ্চিত, কথাটা সেই ট্যাক্সিটাকে আইডেন্টিফাই করার কোনও কোড। লাইসেন্স নাম্বার বা ড্রাইভারের নাম হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করে দেখছি। কখন লাগবে তোমার রেজাল্টটা?'

'এখনই দিতে পারবে না?'

'এখন? ঠিক আছে, তোমার নাম্বারটা বল। আমি সার্চ শেষ হলে রিং দেব।'

মোবাইল ফোনের নাম্বারটা দিয়ে লাইন কেটে দিল এরিক।

বিশ মিনিট পর কলব্যাক করল লিসা।

'হ্যালো,' গলাটা বিশেষ আশাপ্রদ শোনাল না।

'পাওনি কিছু?' জানতে চাইল এরিক।

'সরি, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাজে লাগার মত কিছু বেরিয়েছে বলে মনে হয় না।'

নিষ্ফল হতাশায় ডুবে গেল এরিকের মন। বলল, 'কী পেয়েছ সেটাই বল।'

'লাইসেন্স থেকে কিচ্ছু পাইনি। ওগুলো সব নিউমেরিক্যাল, কোনও অ্যালফাবেট নেই। তারপরও ভাবলাম লেখাটা পড়তে গিয়ে হয়তো আট-কে "আর", শূন্যকে "ডি" মনে হয়েছে; তাই ওগুলো দিয়ে ট্রাই করেছি, বেরোয়নি কিছু।'

'বুঝলাম। আর নাম?'

'রম কোনও ফার্স্ট নেম হয় না, নেইও। ডু-য়েরও একই অবস্থা। তাই ভাবলাম দুটোই হয়তো নামের অংশবিশেষ, সেভাবে সার্চ চালিয়েছি। মাত্র দুজন বেরিয়েছে ওভাবে। নামগুলো হচ্ছে: রোমান ডুলি আর রমুলান ডোভার।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল এরিক। 'এতে হবে না। মোলিনা শুধু শুধু আধা নাম লিখতে যাবে কেন?'

'লিখতে পারে না? সে মারা যাচ্ছিল, হয়তো লিখে শেষই করতে পারেনি।'

'সেটা হলে তো শুধু শেষ শব্দটা অসমাপ্ত হবে।'

'কিন্তু রম শব্দটা কোনও নামই নয়। আমি যত রকম ডাটাবেজ আছে, সব খুঁজে দেখেছি। ভেবে দেখো, হয়তো পড়তে ভুল করেছ...

'হতেই পারে না, আমার স্পষ্ট মনে আছে সাদা লাইনোলিয়ামের মেঝেতে রক্ত দিয়ে লেখা...' হঠাৎ থমকে গেল এরিক। কিছু একটা মনে পড়ে গেছে।

'কী হলো?' ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল লিসা।

'মাই গড, লিসা! আমি ভুলই পড়েছি!'

'মানে!'

'বাথরুমের মেঝেটা টাইলসের, লিসা! লেখাটা ছিল দুটো টালির জোড়ার ঠিক নীচে। দুটো অক্ষরের মাথা লেগে গিয়েছিল ফাঁকার সঙ্গে, সেখান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে।'

'কী!'

'হ্যাঁ, গোটা নামই লিখতে যাচ্ছিল মোলিনা। শেষ করতে পারেনি। লিসা, ইউ আর জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট!'

'আরে, আরে! ব্রিলিয়ান্ট কী করলাম, সেটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।'

'ওই যে বললে, মরার সময় লেখা শেষ করতে পারেনি...

'কিন্তু যেটুকু লিখেছে সেটাই বা কী?'

'রনি, কোনও এক রনির নাম লিখেছে। "এন" আর "আই"-এর মাথা লেগে গেছে একসাথে—সেজন্যই "এম" মনে হচ্ছিল। আমাদের এই ড্রাইভারের লাস্ট নেম ডি.ও. দিয়ে শুরু।'

'একটা মিনিট অপেক্ষা করো, আমি দেখছি।'

মিনিট পুরো হলো না, তার আগেই কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে লিসা বলল, 'পেয়েছি লোকটাকে। রনি ডমিঙ্গুয়েজ, সান ক্যাব কোম্পানি, ৫৫০৮, সেইন্ট চার্লস অ্যাভিনিউ।'

ছোট্ট কাজটা সারতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না মেজর রাইসকে। পুরো কাজটা এত সহজে সম্পন্ন হলো যে সঙ্গে ল্যান্সকে না আনলেও চলত।

টুসনে নেমে একটা রেন্টাল কার নিল সে, ঘণ্টাখানেক ড্রাইভ করে পৌঁছে গেল এসপেজোতে। বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও সমস্যাই হলো না। রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করে সদর দরজায় নক

করল রাইস।

সারারাত ডিউটি করে ভোরে ফিরেছে এমা। ঘুমাচ্ছিল, তাই জবাব দিতে একটু দেরি করল সে। ধৈর্য হারাল না রাইস, সামান্য বিরতি নিয়ে আবার নক করল দরজায়।

ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলল এমা, চোখে একরাশ বিরক্তি। আগ্রহী চোখে তার দিকে তাকাল মেজর, দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটল। মেয়েটার অপরূপ চেহারা আর নিখুঁত দেহ তার মনে কামনা জ্বেলে দিচ্ছে, সারাজীবন টাকার বিনিময়ে যেসব দেহপসারিণীর সঙ্গ পেয়েছে, তাদের কেউ এর নখেরও যোগ্য নয়। এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো; তবে পাক্কা প্রফেশনাল সে, কামনার উদগ্র আগুনটাকে চাপা দিল নিমেষে, রানা মারা যাবার পর যথেষ্ট সুযোগ আসবে একে নিয়ে ফুর্তি করার। প্রতিপক্ষকে হিংসে হলো তার, কী এক সঙ্গিনী জুটিয়েছে লোকটা!

'নার্স হেস?' জানতে চাইল রাইস।

'জী... কী করতে পারি আপনাদের জন্য?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল এমা।

'তুমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলে, তাই না?' শীতল গলায় বলল রাইস। 'চিকিৎসা করে নিজ পায়ে দাঁড় করে দিয়েছ!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলছেন... এমার ঘুম চটে গেছে।

'ঠিকই বুঝতে পারছ কার কথা বলছি। মাসুদ রানা... যে নিউ অর্লিয়েন্সে আমাদের প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছে।'

মুহূর্তে ছাইবর্ণ ধারণ করল এমার সুন্দর মুখটা, অভিনয় জানে না সে। কোনমতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা পুলিশের লোক?'

'নাহে সুন্দরী, তোমার ভাগ্য তত ভাল নয়। আমরা আরও খারাপ লোক।'

ধাক্কা দিয়ে এমাকে সরিয়ে দিল ল্যান্স, গায়ের জোরে দুই দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর, দরজা বন্ধ করে দিল।

পড়ে গেছে মেয়েটা, জামার কলার ধরে তাকে টেনে তুলল ল্যান্স, দেয়ালে ঠেসে ধরল। ওভারকোটের আড়াল থেকে ব্যারেলকাটা একটা শটগান বের করল রাইস, মাজলটা চেপে ধরল বন্দিনীর গোলাপী গালে।

'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে,' এমা কাঁপছে। 'রানা কোথায় আছে, তা আমি জানি না।'

'ওই বেজন্মাটার খোঁজ নিতে তোমার কাছে আসিনি, সুন্দরী! তোমার বয়ফ্রেন্ড কোথায়, তা আমাদের জানাই আছে। অ্যাজ আ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, ওর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও আয়োজন করে রেখেছি আমরা।'

'তা হলে... তা হলে আমার কাছে কী চান আপনারা?'

'ইন্স্যুরেন্স, মাই ডিয়ার। রানা যাতে আমাদের আয়োজনে বাগড়া না দেয়, তুমি সেটার গ্যারান্টি দেবে।'

'মানে!'

'মানে হচ্ছে আমাদের প্ল্যান মোতাবেক যদি কাজ না হয়, তোমার বয়ফ্রেন্ড যদি আমাদের কোণঠাসা করে ফেলে, তা হলে তোমাকে দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা হবে তাকে। যদিও এমন কিছু ঘটা স্রেফ আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু না।'

'এখন তা হলে কী করতে চান?'

'ঠাণ্ডা মাথায় যা বলি, শোনো। বাইরে আমাদের গাড়ি আছে, এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে বিমান। শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে যাবে তুমি, কোনও ঝামেলা করবে না। আমরাও তা হলে কিছু করব না। আগেই বলে রাখছি, তোমার কোনও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না, বোঝা টানার কোনও ইচ্ছেও আমার নেই, এসেছি শুধু বসের অর্ডারে। যদি একটুও তেড়িবেড়ি

করেছ, মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিয়ে রাস্তার ধারে বেওয়ারিশের মত ফেলে দিয়ে যাব। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল এমা, মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না। তাকে ছেড়ে দিল ল্যান্স।

'আমি ঘুমানোর পোশাকটা বদলে নিতে পারি?' জানতে চাইল সে।

'শিওর, তবে আমাদের সামনে,' রাইস দাঁত বের করে হাসল। 'লজ্জা পেয়ো না, ডার্লিং। আগামীতে আমরাই তোমার প্রিয়তম হতে যাচ্ছি। মাসুদ রানার দিন শেষ হয়ে এসেছে। সে আর তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

মেজরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল ল্যান্স।

সেইন্ট চার্লস অ্যাভিনিউয়ে সান ক্যাবের কম্পাউন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এরিক। একটা লাল টয়োটা এসে থামল, সেটা থেকে নামল লিসা ক্র্যামার। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওর দিকে।

'তুমি বড্ড নাছোড়বান্দা, এরিক,' কপট রাগের স্বরে বলল সে। 'আমাকে এখানে না আনলে কি চলত না?'

'না,' এরিক জবাব দিল। 'আমি এখন আর এজেন্ট নই। ক্যাবটাকে খবর দিয়ে তুমিই আনাতে পারো।'

'ঠিক আছে, চল ঝামেলা শেষ করি। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরতে হবে

কোম্পানির অফিসে গিয়ে ঢুকল ওরা, ডেসপ্যাচারকে নিজের আই.ডি. দেখাল লিসা। বলল, 'আমি এজেন্ট লিসা ক্র্যামার, এফবিআই। আপনাদের এখানে রনি ডমিঙ্গুয়েজ নামে কোনও ড্রাইভার আছে?'

'আছে।' ডেসপ্যাচারকে বোকা বোকা দেখাল। 'কেন, কী

করেছে সে?'

'সেটা দিয়ে আপনার দরকার কী? সে আর তার ট্যাক্সি এখন কোথায়, তাই বলুন।'

'শিফট চলছে, সে তো বাইরে।'

'ডেকে পাঠান। কুইক!'

রেডিওতে যোগাযোগ করল ডেসপ্যাচার, রনি ডমিঙ্গুয়েজকে দ্রুত ফিরে আসতে বলল। রিঅ্যাকশনটা আরও তাড়াতাড়ি হলো। মিনিটদশেকের মধ্যে চলে এল ট্যাক্সিটা; কাছাকাছিই ছিল, খবর পেয়ে দেরি করেনি।

গাড়ি থেকে নামল মাঝবয়েসী রনি, তার সঙ্গে লিসাকে পরিচয় করিয়ে দিল ডেসপ্যাচার।

'কী ব্যাপার, বলুন তো!' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রনি।

'কিছুদিন আগে একজন প্যাসেঞ্জার উঠেছিল আপনার ক্যাবে,' বলল লিসা। 'বিদেশী, ল্যাটিন অ্যামেরিকান। এয়ারপোর্ট থেকে পাম কোর্ট মোটেলে গিয়েছিল... মনে পড়ে?'

'আধপাগল লোকটার কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল রনি। 'প্রথমে বলল ফেডারেল বিল্ডিঙে যাবে, খানিক পরেই মত পাল্টাল। বলল কোনও একটা মোটেলে নিয়ে যেতে। পাগলের মত আচরণ করছিল, অকারণেই ভয় পাচ্ছিল। ভাড়া না দিয়েই নেমে যাচ্ছিল আরেকটু হলে।'

'মনে হচ্ছে সে-ই।'

'হুঁ, সে তো অনেকদিন হয়েছে। এখন কী চান?'

'লোকটা কিছু ফেলে গিয়েছিল আপনার ক্যাবে? লাগেজ বা অন্য কিছু?'

'না তো! কেন, কমপ্লেন করেছে?'

'ঠিক তা না। তবে ব্যাপারটা ইমপর্ট্যান্ট। রেখে গিয়েছিল কিছু?'

‘নাহ্। পেলে নিশ্চয়ই দিয়ে আসতাম।’

‘ঠিকমত ভেবে বলুন,’ লিসা চাপ দিল।

‘দেখুন ম্যাডাম,’ রনির মনে হলো আঁতে ঘা লেগেছে। ‘আমি আর যা-ই হই, চোর নই। অন্যের জিনিস নেবার অভ্যেস নেই আমার, কেউ কিছু ফেলে গেলে সেটা ঠিকঠাক ফেরত দিই, মালিককে বাই চান্স না পেলে জমা দিই কোম্পানির লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে।’

‘কথাটা ঠিক,’ ডেসপ্যাচার তরফদারি করল। ‘রনি খুবই সৎ। প্রায় বিশ বছর ধরে আছে আমাদের সঙ্গে, কখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।’

‘আপনাকে সন্দেহ করার জন্য দুঃখিত,’ এবার মুখ খুলল এরিক। ‘তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ক্যাবটাতে কিছু একটা রেখে গেছে লোকটা... হতে পারে সেটা আপনার অজান্তে।’

‘লুকিয়ে রেখেছে বলছেন?’ রনি ভুরু কোঁচকাল।

মাথা ঝাঁকাল এরিক।

‘অসম্ভব, ক্যাবের ভিতর লুকানোর কোনও জায়গাই নেই।’

‘আমি একটু দেখতে পারি?’ অনুমতি চাইল এরিক।

‘দেখুন যত খুশি।’

ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাবের দিকে এগিয়ে গেল এরিক দরজা খুলে উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সীটে, হাতড়ে হাতড়ে পরখ করতে লাগল ভিতরটা। গাড়িটা ১৯৮৭ মডেলের ফোর্ড ফেয়ারলেন, বেশ পুরানো হলেও ভাল মেইনটেন করা হয়। কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হলো তল্লাশিতে, কিন্তু পাওয়া গেল না কিছু।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে, এমন সময় কিছু একটা মাথায় খেলল এরিকের। পিছনের সীটের খাড়া আর শোয়ানো গদিদুটোর সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, ফাঁকা একটা জায়গার মত আছে মনে হলো ওখানে—চেসিস আর

গদির গ্যাপে সৃষ্টি হয়েছে। গদিগুলোর ফাঁক গলিয়ে কিছু একটা ঢুকিয়ে রাখা সম্ভব সেখানে।

ক্যাব থেকে নামল এরিক, দরজা খোলা রেখে প্রথমে টান দিয়ে তুলে ফেলল বসার গদিটা। দেখে আঁতকে উঠল রনি ডমিঙ্গুয়েজ। বলল, 'করছেন কী, করছেন কী!'

'ওকে কাজ করতে দিন,' লিসা তাকে থামাল। 'প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে আপনাকে।'

প্যাসেঞ্জার সীটের পিছনটা নিয়ে এবার মেতেছে এরিক, ক্যাবের ভিতরে শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে সর্বশক্তিতে টানছে ওটা সামনের দিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত হার মানল পুরানো জং ধরা কবজা, বিশ্রী আওয়াজ তুলে ব্যাকরেস্টটা সামনে ঝুঁকল—ফাঁকা জায়গাটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। উঁকি দিয়ে একটা ব্রাউন পেপারের বড় খাম দেখতে পেল এরিক, সাবধানে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল সেটা।

খামটা বিশেষত্বহীন, উপরে কালো কালিতে হাতে লেখা:

"স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের জন্য।"

ভিতরে কাগজপত্রে ভর্তি মোটা একটা ফাইল ফোল্ডার আর একটা ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া গেল।

'ও মাই গড!' বলে উঠল রনি ডমিঙ্গুয়েজ।

চোদ্দো

বৃহস্পতিবার।

ভোর ছ'টায় বিছানা ছাড়ল রানা। সময় নিয়ে দাড়ি কামাল, তারপর শাওয়ার সারল। সার্ভেইলান্স টিমের অপারেটররা সারাক্ষণই ডাইরেকশনাল বুম তাক করে রেখেছে ওর রুমের দিকে, কিন্তু তাতে পানি পড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। রানার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে না, সে আদৌ কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে। বরং নিস্তরঙ্গ নিত্যনৈমিত্তিক আরেকটা দিনের জন্য মানুষ যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, সেভাবেই সকালটা শুরু করেছে সে। কাজের মধ্যে কোনও তাড়া বা অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

গতকাল রাতে ভাড়া করা একটা গাড়ি নিয়ে ভার্জিনিয়া সীমান্তের ড্যানভিলে পৌঁছেছে ও সস্তাদরের একটা হোটেলের কামরা ভাড়া করে রাতটা পার করেছে।

সকাল সাড়ে সাতটায় রুম থেকে বের হলো রানা, রেস্টুরেন্টে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসল। ডিম, টোস্ট আর কমলার জুস এনে দিল ওয়েইট্রেস, অর্ডার দিয়ে এককপি *ড্যানভিল কুরিয়ার* আনাল ও। খেতে খেতে চোখ বোলাতে লাগল পত্রিকার পাতায়।

চল্লিশ মিনিট ধরে আয়েশ করে নাশতা সারল রানা খালি

প্লেট নিতে ওয়েইট্রেস এলে কফি চাইল। ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হান্ড্রেডের মাধ্যমে ওর প্রতিটা কথা শুনছে সার্ভেইলান্সে ব্যস্ত দুই অপারেটর।

'ক্রিম-শ্যুগার দেব?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'নাহ, একদম ব্ল্যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

পরপর দুই কাপ কফি খেল রানা। তারপর রুমে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে লবিতে এল। কাউন্টারে চেকআউট করে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্কে ব্যাগটা রেখে লম্বা করে শ্বাস নিল ও। দিনটা চমৎকার—আকাশে কোনও মেঘ নেই, ঝলমলে রোদ চারপাশটা দারুণভাবে আলোকিত করে রেখেছে; বাতাসটাও নির্মল—সীমান্তের এসব মফস্বল এলাকায় পরিবেশকে কলুষিত করার মনুষ্যসৃষ্ট নিয়ামকগুলো নেই।

ড্রাইভিং সীটে চড়ে বসল রানা, স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

'ব্রাভো সিক্স, দিস ইজ ব্রাভো ফোর,' রিপোর্ট দিল সার্ভেইলান্স টিম লিডার। 'প্যাকেজ রওনা হয়েছে। আই রিপিট, প্যাকেজ রওনা দিয়েছে।'

এয়ারফিল্ডের অপারেশন্স শ্যাকে বসে মেসেজটা রিসিভ করল কর্নেল অল্ডেন। চোখ ফিরিয়ে তাকাল সামান্য দূরে ল্যান্ড করে থাকা চারটে হুয়ি হেলিকপ্টারের দিকে, আপাদমস্তক কালো রং করা হয়েছে সেগুলোর, কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক রাখা হয়নি।

'জেনারেল রামিরেজ, আপনার সার্জেন্টদের বলুন প্রথম চারটে স্কোয়াডকে এখুনি কপ্টারে তুলে ফেলতে,' বলল কর্নেল।

পাশে বসা ল্যাটিন সেনানায়কের মুখে হাসি দেখা গেল। বলল, 'কুত্তাটা তা হলে ফাঁদে পা দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট না করে যা বলছি করুন। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

পিছন দিকে ফিরে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে আদেশ দিল জেনারেল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাজে পরিণত হলো তা। সৈনিকদের চারটে গ্রুপ মার্চ করে উঠে পড়ল পূর্ব-নির্ধারিত চারটে হুয়িতে। তারা সবাই ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, মুখে ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট মেখেছে—চেহারাগুলো তাই ভীতিকর কালো দেখাচ্ছে। কোমরের ওয়েববেল্টে হাতের অ্যাসল্ট ওয়েপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামুনিশন আছে, তারপরও সবার পিঠে বাড়তি অ্যামুনিশনের হ্যাভারস্যাক।

সৈনিকদের লোডিং শেষ হলে মৃদু গুঞ্জনের সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল কপ্টারগুলোর ইঞ্জিন, রোটরের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল, ঘূর্ণায়মান পাখার ঝাপটায় উড়তে থাকল ধুলোবালি।

'যুদ্ধের জন্য চমৎকার একটা দিন,' খুশি খুশি গলায় বলল রামিরেজ। 'আমার ছেলেরা তো মুখিয়ে রয়েছে। ওরা আজ আমার মুখ রক্ষা করবে, দেখবেন আপনি! সমস্ত ঝামেলার জড় আজই শেষ হতে চলেছে, আমি সেটা নিজের ভেতর স্পষ্ট অনুভব করছি।'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন, ঘড়ি দেখল।

আধঘণ্টার মত লাগবে রানার র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে। টমাস ফাউলারকে ফোন করল কর্নেল।

'হ্যালো।'

'মি. ফাউলার, রানা রওনা হয়েছে। আধ ঘণ্টা।'

'ঠিক আছে।'

'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

‘চমৎকার। আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?’

‘আমরা সম্পূর্ণ রেডি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রিপোর্ট বলছে, রানা কোনরকম বিপদের আশঙ্কা করছে না।’

‘গুড,’ ফাউলার বলল। ‘আমি তার সাথে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।’

‘উৎসাহে ইতি টানুন, মিস্টার। লোকটা ডেনজারাস, বাড়িতে ঢোকামাত্র সিগনাল দেবেন। দু’মিনিটের মধ্যে প্রথম বত্রিশজন সৈনিক পৌঁছে যাবে, পনেরো মিনিটের মধ্যে বাকিরাও। আমরাই ওকে সামলাব। সাবধান, রানাকে নিয়ে খেলতে যাবেন না!’

‘বুঝতে পেরেছি।’

র‍্যাঞ্চের এন্ট্রান্সের একমাইল দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় বসানো হয়েছে অবজার্ভেশন পোস্ট—ঢালের গায়ে চারফুট একটা গর্ত কেটে ঢেকে দেয়া হয়েছে ক্যামোফ্লাজে। টেডি মারকাস নামে র‍্যামডাইনের অল্পবয়েসী একজন অপারেটরকে রাখা হয়েছে সেখানে।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে পথটার ওপর নজর রাখছে সে, চোখে ধরা আছে সেলেস্ট্রন-৮ নামে একটা আট ইঞ্চি লম্বা সার্ভেইলান্স টেলিস্কোপ—অত্যাধুনিক, নিখুঁত একটা যন্ত্র; তেতাল্লিশ পাউন্ড ওজনের স্মিথ-ক্যাসেগ্রেইন অপটিক্স আছে এটায়, চারশো আশি গুণ বড় করে দেখাতে পারে যে-কোনও বস্তু। এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ ম্যাগনিফিকেশনেই সেট করা আছে যন্ত্রটা।

স্টীলের ট্রাইপডের উপর বসানো হয়েছে টেলিস্কোপটা, ফাউলার র‍্যাঞ্চের এন্ট্রান্স রোড আর ম্যাকঅ্যাডাম হাইওয়ের ইন্টারসেকশনের দিকে ট্রেইন করে রাখা। মাঝে মাঝে একটা-দুটো কার বা ট্রাক অতিক্রম করছে তেমাথাটা, এতদূর

থেকেও আরোহীদের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মারকাস। লেন্সের দৃষ্টিসীমায় একটু বেশিক্ষণ থাকলে মানুষগুলোর হাতে যদি পেপার থাকে, তাও পড়া যাবে।

একটানা লেন্সের অ্যাপারেচার দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা টনটন করছে মারকাসের, তাই কিছুক্ষণ পরপর চোখ সরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

অবজার্ভেশন পোস্ট থেকে দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চহাউসটা। একপাশে সুইমিং পুল আর পিছনের ফায়ারিং রেঞ্জটাও চোখে পড়ে এখান থেকে। আরও পিছনে, তিনশো ফুট উঁচু ডেথ হিল মাথা উঁচু করে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে—নীচের দুই-তৃতীয়াংশ গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়টার, বাকি অংশ সম্পূর্ণ নগ্ন; চূড়ার চাতালটায় পাতলা কিছু ঝোপ আর ছড়ানো-ছিটানো কতগুলো বোল্ডার ছাড়া কিছু নেই। অপারেশন শুরু হলে অবজার্ভেশন পোস্ট ছেড়ে তাকেও চলে যেতে হবে আক্রমণে।

'ব্রাভো থ্রি! ব্রাভো থ্রি! কোথায় তুমি, গড ড্যাম ইট?' ওয়াকি-টকিতে কর্নেলের গলা ভেসে এল।

'আমি পজিশনেই আছি, সার।' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মারকাস।

'প্রথম ডাকেই সাড়া দেবে, বলে দিয়েছি না?'

'সরি, সার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এনিথিং টু রিপোর্ট?'

'নেগেটিভ, ব্রাভো সিক্স। প্যাকেজ এখনও এসে পৌঁছায়নি।'

'চোখ-কান খোলা রাখো, যে কোনও মুহূর্তে এসে যাবে।'

'ইয়েস সার,' বলল মারকাস।

আইপীসে ফের চোখ রাখল সে, হাইওয়ে ধরে একটা কোকাকোলার ট্রাক চলে যেতে দেখল। কেটে যেতে লাগল সময়। এক সময় শেষ হলো অপেক্ষার পালা।

প্রথমে শুধু ছাদ দেখা গেল, কয়েক সেকেন্ড পরই ইন্টারসেকশনে টার্ন নিয়ে এন্ট্রান্স রোডে প্রবেশ করল লাল রঙের কারটা। দ্রুত ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল মারকাস, চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল রোদেপোড়া তামাটে রঙের ইস্পাতকঠিন মুখটা। দৃষ্টিতে কোমলতা, একই সঙ্গে খেলা করছে কাঠিন্য। নিজের অজান্তেই নার্ভাস বোধ করল মারকাস।

'হি'জ হিয়ার,' ওয়াকি-টকিতে মেসেজ দিল সে। 'মাসুদ রানা এসে পড়েছে।'

টার্ন নিয়ে একশো গজ এগিয়ে গাড়ি থামাল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সামনে নর্থ ক্যারোলাইনার দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতি দেখতে পাচ্ছে ও—ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা উঁচু পাথর... তারপরও সবই সবুজে ঢাকা। মাথার উপর আকাশ ঘন নীল, যেন তুলি দিয়ে এক পোঁচ রং লেপে দেয়া হয়েছে। সূর্য আস্তে আস্তে মধ্যআকাশের দিকে চড়তে শুরু করেছে, ছড়াচ্ছে কড়া উত্তাপ। দিনটাকে মনে হচ্ছে যেন থমকে আছে—শান্তভাবে, কোনও বৈচিত্র্য ছাড়া। দক্ষ চোখে চারদিক জরিপ করল ও, কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠার মত কিছু চোখে পড়ল না।

আবার গাড়িতে চড়ে বসল রানা, দুপাশ থেকে পপলার গাছে ছাওয়া রাস্তাটা ধরে এগোতে শুরু করল। র‍্যাঞ্চে ঢোকার ফটকটা খোলা, তাই থামতে হলো না। সোজা র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের ড্রাইভওয়েতে গিয়ে থামল ও। সদর দরজার সামনে গিয়ে বেল বাজাল।

'দরজা খোলাই আছে, দেয়ালে বসানো একটা স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'ভিতরে আসুন, এজেন্ট স্টার্ন।'

হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা খুলল রানা, পা রাখল ভিতরে। বড়

একটা হলঘর পড়ল প্রথমে, পাশে একটা খোলা দরজা দেখা গেল। সেই দরজাটা দিয়ে সূর্যালোকিত একটা কক্ষে প্রবেশ করল ও—একপাশের দেয়ালের জায়গায় পুরোটাই কাঁচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, বাকি তিনপাশের দেয়াল বইয়ের র‍্যাকে ঢাকা। কাঁচের সামনে পিছন দিক করা একটা মোটরাইজড হুইলচেয়ার দেখা যাচ্ছে, তাতে একজন মানুষ বসা।

'মি. এনরাইট?' ডাকল রানা।

মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জনের শব্দে উল্টো ঘুরল হুইলচেয়ার, পঙ্গু এক বৃদ্ধ বসে আছে তাতে।

'হ্যালো, এজেন্ট স্টার্ন!' সম্ভাষণ জানাল সে।

তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটাকে পর্যবেক্ষণ করল রানা—চওড়া কাঁধ, পেশিবহুল হাত আর বিকলাঙ্গ নিম্নাংশ 'আমার নাম স্টার্ন নয়,' বলল ও।

'জানি,' বৃদ্ধের কণ্ঠ আশ্চর্য রকমের শান্ত। 'আপনি মাসুদ রানা।'

'আর আপনি টমাস ফাউলার।'

'ঠিক ধরেছেন,' ফাউলার হাসল। 'দেখা যাচ্ছে আমরা কেউ কাউকে ধোঁকা দিতে পারব না। বসুন, চা চলবে?'

মুখোমুখি একটা সোফায় বসল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ, আপনার অতিথি হতে আসিনি আমি।'

'আপনার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল ফাউলার। 'তা... কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি, জানাবেন?'

'নাটকের পর্ব আমরা পেরিয়ে এসেছি, মি. ফাউলার। আমি এখানে কেন এসেছি, তা আপনি খুব ভাল করেই জানেন।'

'সত্যি বলতে কী, আপনার উদ্দেশ্যটা আসলেই আমার অজানা,' ফাউলার বলল। 'আমার ধারণা, আমার পরিচয় আপনি এখানে আসার আগেই জেনে গেছেন। কাজেই সে সম্ভাবনা

বাদ। আর প্রতিশোধ নেয়াটা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে বসে বসে খোশগল্প করছেন কেন, তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'আমি জানতে এসেছি, কেন আপনি একাজ করতে গেলেন। কেন?'

'মানুষ মারাটা আমার পেশা—এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?'

'না। আমি জানতে চাই, কেন আপনি এই পেশা নিয়েছেন?'

'লুক অ্যাট মি, মি. রানা!' উত্তেজিত স্বরে বলল ফাউলার। 'তিন বেলার খাবার জোগাড়ের জন্য আর কিই বা করতে পারতাম আমি? বেঞ্চরেস্ট শুটিং করে দেখেছি—তাতে শুধু নামডাকই হয়, টাকা হয় না। আমার বাবা নিজ হাতে আমাকে পঙ্গু করে গেছে, অথচ কতগুলো মেডেল আর পুরানো রাইফেল ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি। বাড়ি যেটা ছিল, তাও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ দেয়া। জীবিকার জন্য একটা দক্ষতাই ছিল শুধু আমার—গুলি ছোঁড়ার। সেজন্যই যখন সিআইএ থেকে অ্যালান বেনেট এসে ওদের হয়ে কাজ করার অফার দিল, মানা করতে পারিনি।'

'সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিং অ্যালান বেনেট?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সে তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিল না,' ফাউলার বলল। 'যাই হোক, সিআইএ-র ফুলটাইম পে-রোলে যাইনি আমি। আমার বাবা এককালে ওদের হয়ে কাজ করত, এজেন্সি কীভাবে একজন মানুষকে চুষে ছিবড়ে করে ফেলে, জানা ছিল আমার। তাই বিকল্প প্রস্তাব দিই—আমাকে যদি নতুন পরিচয় দেয় ওরা, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মাঝে মাঝে ওদের হয়ে কাজ করে দিতে পারি। এই অ্যারেঞ্জমেন্টে রাজি হয় ওরা। বাকিটা ইতিহাস।'

'তারমানে ভাড়াটে খুনী হিসেবে কখনও অন্য কোথাও কাজ করেননি আপনি?'

‘ওয়েল... প্রস্তাবটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, কে ফেরাতে পারে, বলুন?’

‘এবারের কাজটা... প্রস্তাবটা কি বেনেটই নিয়ে এসেছিল?’

‘আপনাকে বুঝতে হবে, র‍্যামডাইন সংস্থাটা ওরই ব্রেনচাইল্ড। কোথাকার কোন্ ধর্মযাজক এসে সব গুবলেট করে দেবে, তা সে মেনে নেবে কেন? তা ছাড়া জেনারেল রামিরেজও হুমকি দিচ্ছিল অবস্থা বেগতিক দেখলে ওদের নাম ফাঁস করে দেবে বলে। সেরকম কিছু ঘটলে শুধু র‍্যামডাইন বা বেনেট নয়, পুরো অ্যামেরিকার ইমেজ কোথায় গিয়ে ঠেকত, ভাবতে পারছেন? উই হ্যাড টু ডু সামথিং।’

‘আর আমি এখানে বলির পাঁঠা হলাম কীভাবে? কে আমাকে ঢুকিয়েছে এর ভিতরে?’

‘আপনি ছিলেন পারফেক্ট মার্ক, কে কী করতে পারে বলুন? আমরা কেউ তো আপনাকে বলিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করতে।’

‘আমি স্পেসিফিক একটা নাম চাই।’

ঘড়ির দিকে তাকাল ফাউলার। বলল, ‘হুঁ, আপনার জিজ্ঞাসা মেটানো যেতে পারে,’ হাসল সে। ‘আপনার নাম যে বান্দা সাজেস্ট করেছে, সেই বান্দা আমিই।’

‘আপনি!’

‘হ্যাঁ। বেনেটকে নামটা বলি আমি, সে র‍্যামডাইনের শর্টলিস্টে ঢোকায় আপনাকে। অবশ্য আমি শুরু থেকে জানতাম, আপনিই সিলেক্ট হবেন। অন্য কোনও ক্যান্ডিডেটের প্রয়োজনই নেই।’

‘কিন্তু...কিন্তু কেন?’

‘যাতে আপনার এত বছরের সাধনা বৃথা না যায়।’

‘মানে!’ রানা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

'আমার জীবনের আরেকটা গল্প শুনুন। ষাটের দশকের শেষদিকে আমি যখন সুস্থ ছিলাম, ইস্টার্ন ইউরোপের একটা শুটিং কম্পিটিশনে একজন রাশান শুটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার। খুবই গভীর বন্ধুত্ব, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে সে।'

'কার কথা বলছেন?'

'পিওতর ভসকভ, আর কে?'

'সে...সে মারা গেছে? কবে? কীভাবে? কোথায়?'

'প্রায় দশ বছর আগে, আমার এই বাড়িতেই। ক্যান্সার হয়েছিল, শেষ দিনগুলোর জন্য আমার কাছে এসে আশ্রয় নেয়। এই র‍্যাঞ্চেই শেষ পর্যন্ত কবর হয়েছে তার।'

'ইটস্ ইম্পসিবল! আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ভসকভ ছয় বছর আগে আমার উপর হিট নিয়েছে।'

হাত তুলে ওকে থামাল ফাউলার। বলল, 'গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। এখানে একটা প্রশ্ন করব, ভসকভ কিছুতেই ধরা পড়ে না কেন—এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?'

'সে সার্জারির মাধ্যমে কিছুদিন পরপরই চেহারা পাল্টায়, তাই চেনা যায় না।'

'বি প্র্যাকটিক্যাল, মি. রানা,' হেসে উঠল ফাউলার। 'একজন মানুষের মুখে কতবারই বা আর সার্জারি করা যায়!'

'কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে, একজন খুনী যত চালু হোক, তার পক্ষে কি একটানা এত বছর আইনের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব?'

'তা তো কঠিনই।'

'কারেক্ট। ভসকভ যতদিন পেরেছে, লুকোচুরি খেলেছে। তারপর মরে গিয়ে সে তো বাঁচল; কিন্তু তার প্রাণের বন্ধু, যে নিজেও একজন পেশাদার খুনী, তার বেলায় কী হবে?'

'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমার কথাই বলছি। সারাজীবন বেনামে কাজ করেছি আমি, কিন্তু এভাবে সবসময় নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ভসকভ মারা যাওয়ায় চমৎকার একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। আমি সত্যিকার একজন খুনীর পরিচয় চুরি করে কাজ করতে পারি; সবাই তাকেই খুঁজবে, আমাকে নয়। জলজ্যান্ত চলতে-ফিরতে থাকা খুনীর জায়গায় পঙ্গু একজন মানুষকে কে-ই বা সন্দেহ করবে? প্ল্যানটা পারফেক্ট নয়?'

'আপনি বলতে চাইছেন... আপনি বলতে চাইছেন...' রানা ভাষা হারিয়েছে।

'ইয়েস, মি. রানা। আমিই ভসকভ... অন্তত গত দশ বছর ধরে। আমিই আপনার ওপর কলাম্বিয়ায় হিট নিয়েছি। আমাকেই আপনি গত ছ'বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে শিকার করার জন্যই আপনি কঠোর সাধনা করে স্নাইপিং শিখেছেন। ইট উঅজ সাচ আ ফান! আমার খোঁজে আপনি দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলছেন, অথচ হুইলচেয়ারে বসে আমি কয়েকবার আপনার সামনে দিয়ে চলে গেছি। আপনি বুঝতেও পারেননি।'

রানার দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেছে ফাউলারের কথা শুনে। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু।

ফাউলার বলল, 'আপনি আমার ক্যারিয়ারের একমাত্র ব্যর্থতা। তা ছাড়া এত কষ্ট করে স্নাইপিং শিখেছেন, সেটাই বা ব্যবহারের সুযোগ দেব না কেন? সেজন্যই ভাবলাম, আপনাকে আমাদের এই ছোট্ট ষড়যন্ত্রে টেনে আনলে দুজনার বোঝাপড়াটা হয়ে যায়। হয় আপনি মারা গিয়ে আমার ব্যর্থতা ঘুচিয়ে দেবেন, নয়তো আমি মরে আপনার জ্বালা জুড়াব। কী, ঠিক বলেছি না?'

'ঠিক,' ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা, জ্যাকেটের আড়াল থেকে পিস্তলটা হাতে চলে এসেছে। 'আপনাকেই মরে আমার

জ্বালা জুড়াতে হবে।'

বিশেষ একটা ভঙ্গিতে হুইলচেয়ারের হাতলের সামনে হাত নাড়ল ফাউলার, ফটোসেনসেটিভ সেলের মাধ্যমে সঙ্কেত চলে গেল কর্নেল অল্ডেনের কাছে। শান্ত গলায় সে বলল, 'আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। যতকিছুই করে থাকি, আমার মনে হয় না আপনি একজন নিরস্ত্র পঙ্গু মানুষকে গুলি করে মারতে পারেন।'

'আপনি মানুষ নন,' রাগী গলায় বলল রানা। 'মানুষরূপী পিশাচ!'

'তবুও আপনি গুলি করবেন না, অন্তত আমার হাতে আরেকটা অস্ত্র না থাকা পর্যন্ত তো নয়ই,' ফাউলার বলল। 'আপনার রেপুটেশন আমার জানা আছে। অপ্রয়োজনীয় রকমের মানবতা দেখান আপনি।'

'সেটা কোনও সুখবর না,' রানা বলল। 'ইলেকট্রিক চেয়ার বা ফাঁসি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল বৃদ্ধ স্নাইপার। বলল, 'এখনও আপনার মাথায় কিছু ঢোকেনি, তাই না? যা ভাবছেন তার কিছুই ঘটবে না। কেন আপনার সব জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি, বুঝতে পারেননি? মরার সময় যাতে আপনার কোনও অতৃপ্তি না থাকে, সেজন্য। যাতে এটা জেনে মরতে পারেন, কে আপনাকে শেষ করেছে।'

'মানে?'

'আপনার সময় শেষ, মি. রানা। ওরা আসছে আপনাকে খতম করতে চাইলে আমাকে জিম্মি করতে পারেন, তবে লাভ হবে না কোন। ওরা কিচ্ছু মানবে না, আমাকে মেরে হলেও আপনাকে নিকেশ করবে।'

পিস্তলটা তাক করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, যেন ইতিকর্তব্য

নির্ধারণের চেষ্টা করছে।

বাইরে হেলিকপ্টারের রোটরের গর্জন শোনা গেল, প্রবল বাতাসে র‍্যাঞ্চহাউসের চারপাশের গাছপালা বেঁকে যাচ্ছে, ঘূর্ণির মত উড়তে শুরু করেছে মরা পাতা।

পিস্তলটা নামাল রানা। শীতল গলায় বলল, 'কিছুই শেষ হয়নি, ফাউলার। খেলার তো কেবল শুরু। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মরার আগে সর্বনাশটা তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল ও।

পনেরো

বাড়ির সামনে র‍্যাপলিং করে নামছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা, সেদিকে যাওয়া যাবে না। দরজা খুলে বাড়ির পিছনে বেরিয়ে এল রানা, লাফ দিয়ে বারান্দার রেলিং টপকে নামল শুটিং রেঞ্জের ঘাসে। আড় চোখে বাড়ির একপাশ দিয়ে তিনজন সৈনিককে বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

টার্গেটকে দেখতে পেয়ে অটোমেটিক রাইফেল তুলতে শুরু করল সৈনিকেরা, কিন্তু তাদের সে সুযোগ দিল না রানা। ছুটন্ত অবস্থাতেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তিনটে গুলি ছুঁড়ল ও, হঠাৎ দেখায় সেটাকে লক্ষ্যহীন একটা রিফ্লেক্স মনে হলেও ফলাফল ভিন্ন সংজ্ঞা দিল।

বুকে সেন্টারশট হজম করে পড়ে গেল দুজন সৈনিক, মাটিতে দেহ স্পর্শ করার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তাদের।

তৃতীয়জনের গলায় লাগল বুলেট, বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে হাঁটু গেড়ে জমিনে বসে পড়ল সে, ক্ষত দিয়ে ছিটকে ছিটকে রক্ত বেরুচ্ছে, মারা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পিছন পিছন আরও সৈনিক আসছে, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ক্লিপটা খালি করল রানা, তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করল। ফায়ারিং রেঞ্জের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা-ঢাকা দিল ও, ক্রল করে ডেথ হিলের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে ওটাই ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়ার মত একমাত্র জায়গা, পরে সুযোগ বুঝে পালাবারও চেষ্টা করা যাবে।

ধাওয়ারত সৈনিকেরা রানার অবস্থান আন্দাজ করে নিষ্ফলভাবে উল্টোপাটা গুলি ছুঁড়ছিল, রেডিওতে ফায়ার থামানোর অর্ডার এল—কেউ যেন নিশ্চিত না হলে একটা গুলিও না ছোঁড়ে।

আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ক্রল করে পাহাড়ের ঢালের কাছে পৌঁছুল রানা। কয়েক সেকেন্ডের বিরতিতে পিস্তল রিলোড করল, তারপর ঢাল বেয়ে চড়তে শুরু করল। আঁকাবাঁকা পথে উঠছে, শার্পশুটারদের সহজ শিকারে পরিণত হতে চায় না। যতটা সম্ভব গাছগাছালির আড়াল ব্যবহার করছে, দুশো ফুট পর্যন্ত এই কাভারটা পাওয়া যাবে। তারপর বাকিটা নগ্ন পাথর হলেও অন্তত সাধারণ সৈনিকরা লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। এ ছাড়া নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে শার্পশুটাররা... এমনকী ফাউলারের পক্ষেও সম্ভব হবে না ওর গায়ে গুলি লাগানো।

তারপরও এটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ কোর্স অভ অ্যাকশন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আর দেয়ালে পিঠ ঠেকানোতে তেমন কোনও পার্থক্য নেই—পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসে অনেক যোদ্ধাই শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে।

কী আছে ওর ভাগ্যে সেটা সময়ই বলে দেবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে

ভাবল রানা।

পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টমাস ফাউলার বলল, 'যাচ্ছে ও, পাহাড়ের চূড়াতেই যাচ্ছে।' বয়স হলেও লোকটার দৃষ্টিশক্তি এখনও আগের মতই তীক্ষ্ণ।

'যাবেই তো!' বলল পাশে দাঁড়ানো কর্নেল অল্ডেন, এইমাত্র পৌঁছেছে সে, বিনকিউলার চোখে তুলে তাকিয়ে আছে ঢালের দিকে। 'অন্য সবদিকে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।'

পরপর কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল, রানাকে এক ঝলকের জন্য দেখতে পেয়ে ফায়ার করেছে কয়েকজন সৈনিক। পলায়নপর মানুষটার চারপাশে ধুলো ছিটাতে দেখা গেল, পাল্টা গুলি ছুঁড়ে আবার গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

'এত খাটাখাটনির দরকার ছিল না,' ফাউলার বলল। 'আমাকে একটা পিস্তল রাখতে দিলে স্টাডিরুমেই ওকে খতম করে দিতে পারতাম।'

'পিস্তল ছিল না বলেই বেঁচে গেছেন, মি. ফাউলার। রানা টের পেলে আপনাকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলত। অলরেডি আমাদের তিনজনকে মেরে রেখে গেছে সে, রাইফেল কাঁধ পর্যন্ত তোলারও সময় পায়নি গর্দভগুলো।'

'শুনেছিলাম এরা সেরা ট্রেনিং পাওয়া লোক,' ফোড়ন কাটল ফাউলার।

গরম চোখে তার দিকে তাকাল অল্ডেন। বলল, 'যা খুশি করুক রানা, কিচ্ছু যায় আসে না। হি ইজ ফিনিশড্।'

এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জেনারেল রামিরেজ, সঙ্গে তিনজন অফিসার।

'কেমন দেখছেন, কর্নেল?' খুশি খুশি গলা জেনারেলের।

'প্ল্যানমতই এগোচ্ছে সব,' অল্ডেন বলল। 'কিন্তু এখনও

ডেপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট পাইনি আমি।'

'আমাদের পুরো একশো বিশজন সোলজারই গ্রাউন্ডে এসে গেছে,' বলল জেনারেলের পাশে এসে দাঁড়ানো ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুটেন্ট। 'এই মুহূর্তে সেকেন্ড প্লাটুনের রিপোর্টের অপেক্ষা করছি, অবজেকটিভের উল্টোপাশে পজিশন নেবার পর যোগাযোগ করার কথা। ওরা পৌঁছুলেই আমাদের সেটআপ কমপ্লিট হবে।'

'অ্যাসল্ট প্ল্যানটা কেমন?' জানতে চাইল ফাউলার।

'প্লাটুন অনুসারে ট্রুপস্‌দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে,' বলল অ্যাডজুটেন্ট। 'পজিশন নেয়া হলে ফার্স্ট টিম বৃত্তাকারে এনফিলেডিং ফায়ার, মানে, একসারিতে একসঙ্গে অনেকগুলো অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করে নির্দিষ্ট একটি এলাকাকে ঝাঁঝরা করতে করতে উপরে উঠবে, দ্বিতীয় দলটা ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে নীচে—টার্গেট যদি মাথা বের করে প্রথম টিমের দিকে রিটার্ন ফায়ার করার চেষ্টা করে, তা হলে ওরা তাকে ঘায়েল করবে। চিন্তা করবেন না, টার্গেটের কোনও সুযোগই নেই আত্মরক্ষা করার, খুব শীঘ্রি শেষ হবে অপারেশনটা।'

'আমি শুধু ওর লাশ চাই,' বলল অল্ডেন।

'রানাকে এখনই মৃত ধরতে পারেন,' হেসে বলল জেনারেল রামিরেজ।

'ভাবছি ওর মনে এখন কী খেলছে!' আনমনে বলল ফাউলার। 'রানার মত একজন মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কী ভাবে, জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'আমি নিজে একবার শত্রুদের ঘেরাও করা পাহাড়ে আটকা পড়েছিলাম। কখন মরব—তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বরং ভাবছিলাম, আরেকদিন আয়ু পেলে কী করব।'

'রানাও তাই ভাবছে?'

'মোটেই না,' রাগী গলায় বলল অল্ডেন। 'ওই হারামজাদা

অঙ্ক কষছে, মরার আগে আমাদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।'

ওয়াকি-টকিতে আওয়াজ শুনে কানের কাছে তুলল রামিরেজ, অপরপক্ষের সঙ্গে আলাপ করল কিছুক্ষণ। তারপর অল্ডেনের দিকে ফিরল।

'আমাদের রিং কমপ্লিট। অপারেশন কমেন্স করব?'

'জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড,' বলল অল্ডেন। 'মরার আগে বেজন্মাটাকে আমি সমস্ত দুঃসংবাদ শোনাতে চাই।'

একজন সৈনিককে ডেকে বুলহর্ন আনতে বলল সে।

'ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না?' জানতে চাইল রামিরেজ। 'ওর বান্ধবীর প্রসঙ্গটা লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে রাখার কথা ছিল।'

'রাখুন আপনার লাস্ট রিসোর্ট!' মুখ ঝামটা দিল অল্ডেন। 'আমাদের বোঝাপড়াটা ব্যক্তিগতই। আমি চাই দুশ্চিন্তায় রানার মাথা খারাপ হয়ে যাক। সে যেন একটার পর একটা ভুল করতে থাকে।'

চূড়ায় পৌঁছে গেছে রানা। জায়গাটা সমতল, একটা পাথরের আড়ালে মাটিতে বুক মিশিয়ে শুয়ে আছে ও, লক্ষ রাখছে নীচে। সৈনিকেরা পজিশন নিচ্ছে উপরে ওঠার জন্য, দূরে র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল অল্ডেন আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা, টমাস ফাউলারও আছে—আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তাদের।

হঠাৎ বাতাসে বুলহর্নের আওয়াজ ভেসে এল।

'মাসুদ রানা! মাসুদ রানা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? গলা শুনেই আশা করি বুঝতে পারছ আমি কে। তোমার খেল খতম রানা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আর হ্যাঁ, তোমার মরণ দেখার জন্য

বিশেষ একজন দর্শককে এনেছি আমরা—অ্যারিজোনার এসপেজো থেকে। মিস এমা হেসকে নিশ্চয়ই চেনো তুমি?'

স্থির হয়ে গেল রানা... এমাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে এরা? রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো, আরও আগে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি বলে। অন্তত একটা সেফহাউসে উঠিয়ে দিয়ে আসতে পারত! আসলে এত তাড়াতাড়ি ওর ট্রেস বের করে ফেলবে অল্ডেন, ভাবতেই পারেনি। ভুলটা সেজন্যই হয়েছে।

দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল রানা, যা হবার হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ হবে না কোন। নিজের জান বাঁচাতে হবে প্রথমে; যদি মরেই যায়, তা হলে এমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে কর্নেলের কাছে, তাকে মেরে ফেলা হবে।

পিছনে খসখস শব্দ শুনে ঝট করে মাথা ফেরাল ও, পিস্তলটাও একইসঙ্গে তাক করে ধরেছে।

হঠাৎ দেখায় ঝোপঝাড়ের একটা সারি বলে মনে হবে জিনিসটাকে, তবে সেটা একটা নিখুঁত ক্যামোফ্লাজ। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল একটা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। বলল, 'ভাবিনি আপনি এপর্যন্ত উঠে আসতে পারবেন।'

'হ্যালো এরিক!' রানাও হাসল। 'চেহারা দেখাতে দেরি কেন?'

ক্রল করে ওর পাশে চলে এল প্রাক্তন স্পেশাল এজেন্ট। বলল, 'দেরি দেখলেন কোথায়? কাল রাত থেকে বসে আছি এখানে। অপেক্ষা করছিলাম আপনিই কিনা শিওর হবার জন্য।'

'ট্রিপটা কেমন ছিল?'

'অবিশ্বাস্য রকমের সাকসেসফুল।'

'র‍্যামডাইনের ফেউদের সহজেই খসাতে পেরেছ?'

'শুধু তাই নয়,' এরিক বলল। 'ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া প্রমাণও খুঁজে বের করেছি!'

'বলো কী? ওটা তো তোমার মিশন ছিল না।' রানা অবাক।

'কী করব বলুন! ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। একটু ছোটাছুটি আর সময় ব্যয় হয়েছে, তবে আপনার বন্ধুদের ফাঁসিতে লটকানোর সমস্ত মালমশলা এসে গেছে আমার হাতে।'

'কী রকম?'

'স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিও, র‍্যামডাইন আর প্যান্থার ব্যাটালিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির কপি, আর সবশেষে হলো আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে মারার জন্য অল্ডেনের তৈরি করা প্ল্যানের ব্রীফ—যেটা জেনারেল রামিরেজকে পাঠানো হয়েছিল।'

'চমৎকার! কিন্তু এসব করতে গিয়ে এদিককার কাজের কোনও গাফিলতি করোনি তো?'

'কী যে বলেন! প্রশ্নই ওঠে না। যা যা চেয়েছেন, সব এনেছি। বাপ রে, উইনস্টন-সালেমে আপনার ওই সেফহাউসে তো রীতিমত অস্ত্রভাণ্ডার বানিয়ে রেখেছেন! কী নেই ওখানে!'

'আগেই তো বলেছি, আমার মত লোকের কিছু অস্ত্র সবসময়ই লুকানো থাকে।'

'ঈশ্বর কৃপা করুন, আমাকে যেন কখনও আপনার বিরুদ্ধে নামতে না হয়।'

'আমেন!' রানা হেসে প্রত্যুত্তর দিল।

'কেমন বুঝছেন অবস্থা?' পাথরের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকাল এরিক। 'আপনার বান্ধবীকে আটকেছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ। ওকে মুক্ত করতে হবে আমাদের, কাজ বাড়ল আরকী।'

'বাড়ুক। এমনিতেই যা দেখলাম, মনে তো হলো পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এসে গেছে। আপনাকে উপরে উঠতে বাধা দিল না কেন?'

'ভেবেছে আমার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র নেই। পাহাড়ের মাথায়

তুলতে পারলে ফাঁদে ফেলতে পারবে।'

'গাধার দল!' গাল দিল এরিক। 'একজন স্নাইপারকে কখনও হাই গ্রাউন্ডে পজিশন নেয়ার সুযোগ দিতে হয় না—এটা জানে না?'

'এবার শিখবে। আমার আসল জিনিসটা এনেছ?'

ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ রানার দিকে ঠেলে দিল এরিক। সেটার বাঁধন খুলে একটা গানকেস নিল ও। কেসটার ঢাকনা খুলতেই ধুলোর আস্তর পড়া একটা রেমিংটন ৭০০ভি রাইফেল বেরুল, সঙ্গে টুয়েলভ এক্স ম্যাগনিফিকেশনের একটা লিওপোল্ড টেলিস্কোপও রয়েছে। স্যাচেলের ভিতর থেকে কার্ট্রিজের বাক্স বের করে ম্যাগাজিনে পাঁচটা হলোপয়েন্ট বুলেট ভরল।

'আমিও একটা এনেছি,' হাতে ধরা আরেকটা রাইফেল দেখাল এরিক।

'তা হলে আর দেরি কেন?' নিষ্ঠুর একটা হাসি হাসল রানা। 'এসো, শিকারীদের শিকার করি!'

ষোলো

জেনারেল রামিরেজ জানাল, 'আমার সব সৈনিক নিজ নিজ পজিশনে পৌঁছে গেছে। আমি এখন মুভ অর্ডার দেব।'

একমত হয়ে অল্ডেন বলল, 'ভেরি গুড। গো অ্যাহেড।'

পাশ ফিরে কমিউনিকেটরের কাছ থেকে টেলিফোন মাইকটা

নিল রামিরেজ, উঁচু গলায় স্প্যানিশে আদেশ দিতে শুরু করল। পুরোদস্তুর সামরিক সাজে আছে জেনারেল—জাঙ্গল ফেটিগ পরেছে, মাথার বেরেট ক্যাপটা সামান্য নিচু করে বসানো, চোখে সানগ্লাস আর আড়াআড়িভাবে শরীরের সঙ্গে ঝুলছে উজি সাবমেশিনগান। ওটাই তার জীবনের শেষ পোশাক।

এরপর যা ঘটল তা কর্নেল অল্ডেন পরিষ্কার দেখতে পেল। মাইক হাতে অর্ডার দিতে থাকা রামিরেজকে আঘাত করল একটা নির্দয় বুলেট। খুলির গোড়া আর মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল বরাবর ঢুকল সেটা, পথে উড়িয়ে নিয়ে গেল চোয়ালের হাড্ডি।

একরাশ রক্ত ছিটকাল চারপাশে, অল্ডেনের মুখমণ্ডলে এসে পড়ল তার অনেকটা, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল সে। চোখের সামনে চোয়ালবিহীন জেনারেলকে মূর্তিমান প্রেতাত্মার মত লাগল, তিন ফুট সামনে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল মৃতদেহটা।

পোড় খাওয়া যোদ্ধা কর্নেল, পরের বুলেটটা যে তার দিকেই আসবে বুঝতে পারল। নিখুঁত রিফ্লেক্স তার, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই মাটিতে ডাইভ দিল সে, পতনের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে কবজিটা মচকে গেল বিশ্রীভাবে, পরোয়া না করে হামাগুড়ি দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে যেতে শুরু করল।

কর্নেলকে না পেয়ে দ্বিতীয় বুলেটটার শিকার হলো রামিরেজের অ্যাডজুটেন্ট, বুক বরাবর গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সে, তারপর সজোরে বারান্দার মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ। ততক্ষণে দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে অন্য দুই অফিসার আর কমিউনিকেটর, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের দ্রুততায় ছোঁড়া রানার পরবর্তী তিনটে গুলি তাদেরও পরকালে পাঠিয়ে দিতে দেরি করল না।

প্রথম গুলিটা হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হয়ে গেছে টমাস ফাউলার... যোদ্ধা নয় সে, সারাজীবন বন্দুকের পিছনে থেকেছে, বন্দুকের সামনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় নেই। শেষ তিনজনকে ঘায়েল হতে দেখে সংবিৎ ফিরল তার। বুঝল, পালাতে হবে তাকেও। পাগলের মত হুইলচেয়ারের টগলে চাপ দিল সে উল্টো ঘোরার জন্য।

বেগটা খুব বেশি হয়ে গেল, বন বন করে ঘুরতে গিয়ে এক চাকার উপর উঠে গেল হুইলচেয়ারটা, ভারসাম্য হারাল। নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মত পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ফাউলার আর তার বাহন। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল পঙ্গু স্নাইপার, নড়াচড়ার কোনও শক্তি অবশিষ্ট রইল না তার মধ্যে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় তীব্র আতঙ্কে একের পর এক গুলির শব্দ শুনতে থাকল সে। আক্ষরিক অর্থেই নরক ভেঙে পড়ছে তার চারপাশে।

ক্লাসিক পজিশনে শুয়ে গুলি করছে রানা আর এরিক, তাদের অ্যাকশনের গতি অবিশ্বাস্য। ম্যাগাজিন খালি করতে যেমন সময় নিচ্ছে না, একইভাবে রিলোডও করছে চোখের পলকে।

গোলাগুলির শব্দে বোকা বনে গেছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা, এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ওরা। পাখি শিকারের মত ফেলে দিচ্ছে একজনের পর একজনকে। চেষ্টা করছে প্রথমে অফিসার আর সার্জেন্টদের খতম করতে, নেতৃত্ব না পেলে বাকিরা এমনিতেই রণে ভঙ্গ দেবে।

স্কোপের বৃত্তটাই এখন রানার সারা দুনিয়া। বারো গুণ বড় হয়ে টার্গেটরা ধরা পড়ছে সেখানে... বারো গুণ হতবিহ্বল, নেতার অভাবে বারো গুণ অসহায়। দিব্যচোখে স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের শিকার অসহায় মানুষগুলোর চেহারা দেখতে পাচ্ছে

ও, সেই নৃশংসতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এদের সবাই। কোনও করুণা অনুভব করছে না তাই, ট্রিগারের প্রতিটা চাপের সঙ্গে মানুষরূপী এসব পিশাচকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যাচ্ছে।

অমোঘ নিয়তির মত ছুটে যাচ্ছে রানার একেকটা বুলেট, ছিটকে পড়া দেহ বা বিস্ফোরিত খুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যর্থ হচ্ছে না কোনটাই। এরিকের হিটরেটও রীতিমত প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক আক্রমণের ধাক্কাটা সামলে গুছিয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্যস্ত অবশিষ্ট সৈনিকেরা। তাদের সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে ওরা, শত্রুদের সংগঠিত হতে দেয়া যাবে না। এই একটাই উপায় আছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের হাতে, নিজেদের সংঘবদ্ধ করে পুরানো প্ল্যান অনুসারে সাপ্রেসিভ ফায়ার করতে করতে উপরে উঠতে পারে তারা। রানা আর এরিকের পাল্টা আঘাতে ডজনে ডজনে অকাতরে প্রাণ দিতে হবে বটে, কিন্তু জনসংখ্যার জোরে সফল হবে আক্রমণটা। যত গুলিই করুক ওরা, চূড়ায় কিছু লোক পৌঁছুবেই। ক্লোজ অ্যাসল্টে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। তাই এদের ছত্রভঙ্গ করে রাখতে হবে।

নীচে একজন দুঃসাহসী কর্পোরালকে দেখা গেল ক্রল করে মৃত এক কমিউনিকেটরের দিকে এগোচ্ছে, ওয়্যারলেস সেটটা উদ্ধার করে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপনের ইচ্ছে তার। এক গুলিতে লোকটার শিরদাঁড়া দু'টুকরো করে খায়েশটাকে মাটিচাপা দিল রানা। হেভি ওয়েপন নিয়ে দুজনকে দেখা গেল একপাশে সেটআপের চেষ্টা করছে, গানারের কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল রানা, লোডারকে সাহায্য করল হাঁ করা মুখের ফুটো মাথার পিছন পর্যন্ত বর্ধিত করতে।

দুঃসাহস দেখাতে গেল অল্পবয়েসী এক সৈনিক, অটোমেটিক মেশিনগানে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে আসার

চেষ্টা করল। সেকেন্ডে আড়াই হাজার ফুট বেগে ছুটে যাওয়া একটা একশো আটষট্টি গ্রেইনের হলোপয়েন্ট বুলেট দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করল এরিক।

বাতাস হঠাৎ দুরন্ত গতিতে বইতে শুরু করল। রোটরের বিকট শব্দে মাথা তুলে রানা দেখল, হুয়ি কপ্টারগুলো ছুটে আসছে ওদের দিকে, প্রত্যেকটার দরজায় একজন করে মেশিনগানার অস্ত্র তাক করে বসে আছে, এরা সবাই র‍্যামডাইনের অপারেটর।

'এরিক!' চেঁচিয়ে ডাকল ও। 'এরিয়াল অ্যাসল্টের জন্য আসছে ওরা। সামাল দিতে পারবে?'

'এক্কেবারে সঠিক জিনিসটা আছে!' হাসল এরিক। 'আমাকে শুধু কাভার দিন।'

'ওকে।'

বোল্ডারের আড়াল থেকে লোড করা একটা চার সিলিন্ডারের রকেট-লঞ্চার বের করল এরিক। কাঁধে বসিয়ে প্রথম হুয়িকে তাক করল ও, ছুঁড়ে দিল একটা রকেট।

প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না পাইলট, ক্ষেপণাস্ত্রটা ডাইরেক্ট হিট করল কপ্টারের সামনে। জ্বলন্ত একটা আগুনের গোলায় পরিণত হলো যান্ত্রিক ফড়িং, খসে পড়ল নীচে জঙ্গলের উপর।

রেডিওতে উন্মাদ হয়ে উঠল বাকি হুয়ির আরোহীরা।

'ব্রেক অফ! ব্রেক অফ! ওদের কাছে রকেট আছে!'

রণে ক্ষান্ত দিয়ে ডান-বাম দুপাশে আচমকা একশো আশি ডিগ্রীতে টার্ন করতে শুরু করল কপ্টারগুলো, কাত হয়ে গেল বিপজ্জনকভাবে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল একজন মেশিনগানার, লোকটা ল্যান্স—মেজর রাইসের প্রিয় অনুচর। আর্তচিৎকার করতে করতে ভূমিতে আছড়ে পড়ল সে, হাড়গোড়

ছাতু হয়ে অক্কা পেল তৎক্ষণাৎ।

তাড়াহুড়ো করল না এরিক, পলায়নপর হুয়িগুলোকে নিশানা করে একে একে ফায়ার করল বাকি তিনটে রকেট, পিছনে ধোঁয়ার রেখা এঁকে ছুটে গেল সেগুলো।

'ইভেসিভ ম্যানুভার! ইভেসিভ ম্যানুভার!' রেডিওতে চেঁচিয়ে উঠল লিড হুয়ির পাইলট।

যাত্রাপথ পাল্টে রকেটগুলোকে ফাঁকি দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল কপ্টারগুলো, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নিশ্চিত মৃত্যুর মত ছুটে আসা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হিট-সিকিং। প্রায় একই সময় টার্গেটে আঘাত হানল সেগুলো, বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা যুদ্ধ-ময়দান। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কপ্টারগুলোকে কমলা আগুনে গ্রাস হতে দেখল সৈনিকেরা, তাদের চোখের সামনে মাটিতে ভূপাতিত হলো জ্বলন্ত তিনটে অগ্নিপিণ্ড।

'নাইস শুটিং!' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

'থ্যাঙ্কস,' বলল এরিক। 'জীবনে এই প্রথম রকেট ফায়ার করলাম।'

'নট ব্যাড ফর আ বিগিনার,' হাসল রানা। 'চল, এবার নীচে যারা আছে, তাদের মনটা আরেকটু বিষিয়ে দিই।'

এইমাত্র দেখা চমকটার পর লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরিই লোপ পেয়েছে অবশিষ্ট জীবিত সৈন্যদের মধ্যে। পিছু হটতে শুরু করল তারা, কিন্তু এত সহজে পার পেল না। বেচারাদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। ডেথহিলের ডগা থেকে বৃষ্টির মত গ্রেনেড উড়ে এল তাদের দিকে, গ্রেনেড-লঞ্চার ব্যবহার করছে রানারা।

মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে উঠল পাহাড়ের চারপাশ। ছিটকে উঠতে থাকল মাটি আর ঝোপঝাড়, সেইসঙ্গে ছিন্নভিন্ন হতে থাকা একের পর এক সৈনিকের লাশ। কাভারের চিন্তা বাদ দিয়ে

উল্টো ঘুরে পিঠটান দিল প্যান্থার ব্যাটালিয়নের অকুতোভয় রত্নরা। গ্রেনেড বর্ষণ জারি রাখল এরিক, অন্যদিকে গুলি করে পলায়নপরদের একে একে ফেলে দিতে লাগল রানা।

গগনবিদারী আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠল ডেথহিল। মৃত্যু আজ করাল থাবা বসিয়েছে এখানে।

সিমেন্টের ওপর মুখ দিয়ে পড়ে আছে টমাস ফাউলার, কোনও রকম চলৎশক্তি নেই তার। স্থবির অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দূরে গর্জে ওঠা রাইফেলের অবিরাম শব্দ আর সৈনিকদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছে সে। এই কঠিন সময়েও মনে মনে রানার ফায়ারিঙের গতির প্রশংসা করতে বাধ্য হলো। জাত-শুটার সে, আরেকজন জাত-শুটারকে চিনতে কোনও ভুল হচ্ছে না।

এখনও তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়নি, তবুও আতঙ্ক বোধ করছে ফাউলার। শেষ মুহূর্তের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে রানা। সৈনিকদের নিয়ে খেলা শেষ হলে তার দিকে নজর দেয়া হবে। শক্তিশালী হাতদুটো দিয়ে ছেঁচড়ে নিজের দেহটাকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, লাভ হয়নি কোন। কোমরের পর থেকে দেহের নিম্নাংশ যেন জগদ্দল পাথর, নড়তেই চায় না। হতাশায় শাপ-শাপান্ত করেছে স্বর্গীয় পিতাকে, তার আজকের এই অবস্থার জন্য ওই লোকটাই দায়ী।

এতকাল ভেবেছিল, মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই নিজের মধ্যে; কিন্তু জীবন-মরণের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আজ বুঝতে পারছে, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। এতকাল যা ভেবেছে তার সবই মিথ্যে প্রবোধ।

'আমাকে বাঁচান!' চেঁচিয়ে উঠল ফাউলার। 'সাহায্য করুন আমাকে!'

তার আকুতির জবাবেই যেন খুলে গেল বারান্দা থেকে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার দরজাটা। হামাগুড়ি দিয়ে কেউ একজন কাছে এল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বিকলাঙ্গ দেহটা কাঁধে তুলে একছুটে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ফাউলারকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল উদ্ধারকর্তা, এতক্ষণে তার চেহারা দেখতে পেল সে, লোকটা মেজর রাইস।

'ধন্যবাদ, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই,' রাইস বলল। 'ঠেকায় পড়ে ঝুঁকিটা নিয়েছি।'

'মানে!'

'মানেটা হচ্ছে, আপনার ওপর নির্ভর করছে এখন সবকিছু,' ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে বলে উঠল কর্নেল অল্ডেন, মচকে যাওয়া কবজি কাপড় পেঁচিয়ে বেঁধে রেখেছে সে। রুমের ভেতর কয়েকজন সৈনিক সতর্ক প্রহরা দিচ্ছে তাকে।

'আপনারা এখনও এখানে কী করছেন?' জানতে চাইল ফাউলার। 'আপনার এত সাধের অ্যাসল্ট প্ল্যান মাঠে মারা পড়েছে। এখনও সময় আছে, চলুন পালিয়ে যাই।'

'না! এখনও কিছুই শেষ হয়নি,' গোঁয়ারের মত বলল অল্ডেন, হার মানতে রাজি নয় সে। 'আজ ওই বাঙালিটার ব্যাপারে ফয়সালা করেই ছাড়ব!'

'লোকটা এতসব অস্ত্র পেল কোথায়, সেটাই এখনও বুঝতে পারছি না আমি।'

'আই ডোন্ট কেয়ার! আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই।'

'কীভাবে? পাহাড়ের মাথায় বসে আপনার সৈন্যদের কচুকাটা করছে সে। ওর ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারছে না কেউ।'

'আপনি পারবেন, মি. মাস্টার স্নাইপার!' বলল অল্ডেন। 'আমরা প্রয়োজনীয় ডাইভারশন সৃষ্টি করে দেব, সেই সুযোগে

ওর ওপর একটা শট নিতে হবে আপনাকে।'

একটু ভাবল ফাউলার। বলল, 'সেটা সম্ভব হতে পারে। তবে শুটিং বেঞ্চ আর ব্ল্যাক কিং-টা লাগবে আমার।'

'কোথায় সেগুলো?'

'বেজমেন্টে।'

'এখুনি এনে দিচ্ছি,' উত্তেজিত গলায় বলল রাইস। 'আপনি পজিশন সিলেক্ট করুন।'

গোলাগুলির ফাঁকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে ফাউলারকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'এরিক! বুড়োকে ভিতরে নিয়ে গেছে ওরা!'

'নিশ্চয়ই লেজ তুলে পালাচ্ছে এতক্ষণে,' বলল এরিক।

'পালাতে হলে আরও আগেই পালাত,' মাথা নাড়ল রানা। 'কষ্ট করে ল্যাংড়াটাকে তুলে নিয়ে যেত না, সে তো স্রেফ একটা বোঝা। অন্য কোনও প্ল্যান আছে ওদের।'

'কী করতে চান তা হলে?'

'চোখ-কান খোলা রাখো। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই জানাবে আমাকে।'

আবার শত্রু নিধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা

বাড়ির পিছনদিকের একটা জানালার পাশে সেট করা হলো শুটিং বেঞ্চটা। জানালার পাল্লাটা বন্ধ করা হয়েছে আগেই, ছুরি দিয়ে সেটার গায়ে একটা ফুটো তৈরি করে দিল রাইস, ফাউলার যাতে পাহাড়ের চূড়াটা দেখে তার ফায়ারিং ক্যালকুলেশন করতে পারে।

'ব্যবস্থাটা বিশেষ ভাল হলো না,' বলল বৃদ্ধ স্নাইপার। 'বাতাসের গতি বোঝার কোনও উপায় থাকছে না আমার

হাতে।'

'সেক্ষেত্রে জানালার পাল্লা খুলতে হবে,' অল্ডেন জানাল। 'আর আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, পাল্লা খুলতে দেখলে রানা আপনাকে আর হিসেবনিকেশ করতে দেবে না। সোজা পরকালের টিকেট ধরিয়ে দেবে।'

'বুঝতে পারছি,' ফাউলার মাথা ঝাঁকাল। 'দেখি কতদূর কী করতে পারি।'

'বোঝাবুঝি না, লক্ষ্যভেদ করতেই হবে আপনাকে... এবং সেটা করতে হবে এক শটে। দ্বিতীয় কোনও সুযোগ পাবেন না কিন্তু। পারবেন তো?'

'অবশ্যই!' গরম গলায় বলল ফাউলার, আঁতে ঘা লেগেছে। 'দুনিয়ার সেরা স্নাইপারের সঙ্গে কথা বলছেন আপনি। এটা আমার আলটিমেট টেস্ট।'

ব্ল্যাক কিঙের গা থেকে ডিজিটাল স্কোপটা খুলে নিল সে, জানালার ফুটোয় ঠেকিয়ে চোখ রেখে হিসেবনিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতে একটা নোটবুক রয়েছে তার, সেটাতে একটার পর একটা ডাটা টুকে রাখতে থাকল।

অল্ডেন আর রাইস বসল ডাইভারশন প্ল্যান করতে। আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, বাড়ির ভিতরে থাকা চার সৈনিক সৃষ্টি করবে সেটা। সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা খুলে বারান্দা হয়ে মাঠে নামবে তারা, হাতে থাকবে অটোমেটিক ওয়েপন। গুলি ছুঁড়ে পাহাড়ে চড়ার একটা অভিনয় করবে তারা। এতক্ষণ যেভাবে করেছে, ঠিক সেভাবেই রানা ওদেরকে মারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাবে বাকিরা। ঝট করে দুপাশ থেকে জানালার দুই পাল্লা খুলে ফেলবে অল্ডেন আর রাইস; ক্যালকুলেশন তো করাই থাকবে, লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার পেয়ে শুট করবে ফাউলার আশা

করা যায় এতেই কেল্লা ফতে হবে।

সৈনিকদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিল রাইস। একজন আপত্তি করে উঠল, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

'কাপুরুষের বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠল অল্ডেন। 'যাবি না মানে?'

'যাব না মানে যাব না,' সমান তেজে বলল সৈনিক। 'এতই যদি সাহস হয়, তা হলে নিজেই যান না কেন!'

আর সহ্য হলো না, পিস্তল তুলে তাকে গুলি করল অল্ডেন। ডান চোখ দিয়ে বুলেট ঢুকে মাথার পিছনটা উড়ে গেল সৈনিকের, মাটিতে আছড়ে পড়ল সে।

'আর কে কে এখানে থাকতে চায়?' হিংস্র গলায় জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

সভয়ে মাথা নাড়ল বাকি তিন সৈনিক, কর্নেলের আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজি।

'গুড!'

'কর্নেল অল্ডেন!' ডাকল ফাউলার। 'আমার হিসেব শেষ। আপনি রেডি থাকলে আমিও রেডি আছি।'

'বাইরে কী অবস্থা?' জানতে চাইল অল্ডেন।

দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল রাইস। তারপর বলল, 'এপাশটায় সব শেষ, কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই। পাহাড়ের অন্যপাশেও আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'গুড, রানার মনোযোগ শুধু আমাদের ডাইভারশনের দিকেই থাকবে।'

কর্নেলের ইশারায় সবাই পজিশন নিল। শুটিং বেঞ্চে শুয়ে ফাউলার ব্ল্যাক কিং রাইফেলটা ঠিকঠাক করে নিল।

ভালমত তাকিয়ে সেটআপে সন্তুষ্ট হয়ে নিল অল্ডেন, তারপর আদেশ দিল।

'রেডি, গেট সেট গ্রো!'

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গেল তিন সৈনিক, এক লাফে নামল ঘাসে, গুলি ছুঁড়ে ছুটতে লাগল ডেথহিলের দিকে।

সতেরো

'আসছে ওরা,' বলল এরিক।

পাহাড়ের মাথায় বসে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করছে ওরা দুজন।

কথাটা শুনে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না রানার মধ্যে, ও ব্যস্ত লিওপোল্ড স্কোপটা অ্যাডজাস্ট করতে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'ওদের সামলাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পালের গোদাকে সই করল এরিক, তারপর ট্রিগার চাপল।

গুলির শব্দ শুনে রাইসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন।

'এইবার!'

ঝট করে জানালার পাল্লা খুলল তারা। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে রানাকে খুঁজে বের করল ফাউলারের স্কোপ, কিন্তু বেচারা আতঙ্কে জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

রানার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে, তবে সেটা অন্যদিকে ফেরানো বা ব্যস্ত নয়। রাইফেলটা ঠিক তারই দিকে তাক করে তাকিয়ে আছে কঠিন মুখটা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়ে ফেলছে ভিতরের সবকিছু।

একসঙ্গে অনেকগুলো ভুল ধরতে পারল ফাউলার। পাহাড়ের মাথায় প্রতিপক্ষ একা নয়। দ্বিতীয় জন অল্ডেনের ডাইভারশনের জন্য পাকা ব্যবস্থা করছে। আর রানা... ফাউলার কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আগে থেকেই সম্ভাব্য লোকেশন হিসেবে জানালাটার দিকে অস্ত্র তাক করে বসে আছে।

কঠিন বাস্তবতাটা উপলব্ধি করল সে, হাতে অস্ত্র তুলে রানাকে গুলি করার একটা অজুহাত এনে দিয়েছে। দুজনেই এখন সমানে সমান। পঙ্গু একটা মানুষকে গুলি করতে আর বিবেকের দংশন অনুভব করবে না প্রতিপক্ষ।

স্কোপে রানার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠতে দেখল ফাউলার, কথাটা শুনতে না পেলেও পরিষ্কার বুঝতে পারল কী বলা হয়েছে।

'এটা ইকরামের জন্য।'

ইহকালে ফাউলারের দেখা শেষ দৃশ্যটা হলো রানার মাজলে একটা আলোর ঝলকানি। হলোপয়েন্ট বুলেটের আঘাতে আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হলো তার মাথা। রক্ত মেশানো মগজ আর খুলির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে... র‍্যামডাইনের দুই কর্তার গায়েও। মরতে মরতে রিফ্লেক্সের বশে ট্রিগার চেপেছে বটে ফাউলার, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা চলে গেল খোলা আকাশের দিকে।

'হোয়াট দ্য...' বিড়বিড় করল অল্ডেন, ঘটনার আকস্মিকতায় বাক্যহারা হয়ে গেছে। নেহায়েত অভ্যাসের বশে মেঝেতে ডাইভ দিয়েছে সে আর রাইস। কিন্তু দুজনেই হতভম্ব।

'কীভাবে... কীভাবে সম্ভব এটা?' রাইস দিশেহারার মত প্রশ্ন করল।

'ওরা দুজনই ওখানে আছে,' বলল অল্ডেন। 'আমি জানি না, এজেন্ট স্টার্ন কখন-কীভাবে পৌঁছেছে। কিন্তু তাকে ছাড়া রানার একার পক্ষে এতকিছু করা সম্ভব নয়।'

'গুলির শব্দ থেমে গেছে,' বলল রাইস। 'তারমানে আমাদের ডাইভারশনরাও খতম, সার!'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' নিষ্ফল আক্রোশে মেঝেতে ঘুসি বসাল অল্ডেন।

'আমার মনে হয় এবার কেটে পড়াটাই উত্তম,' রাইস ভয়ে ভয়ে বলল। 'কাউন্টারইনসার্জেন্সি ইউনিটের সবাই শেষ, কোনও ব্যাকআপও নেই। ওদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা দুজন, সিনারিয়োটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়েছে কর্নেল, তার মাথায় খুন চেপে গেছে। রাগী গলায় বলল, 'না, পালাব না আমি। বেজন্মা রানা আমাকে ধাওয়া করবে—এ হতেই পারে না।'

'কী করতে চান তা হলে?'

'পাল্লা এখনও আমাদের দিকে। মেয়েটাকে আনো!'

ক্লজিট খুলে ভিতর থেকে এমাকে বের করে আনল রাইস, হাত বাঁধা বেচারির, মুখেও টেপ লাগানো। কর্নেলের সামনে এনে টেপটা খুলে নেয়া হলো হ্যাঁচকা টানে।

'সময় হয়েছে, সুন্দরী। ভেবেছিলাম তোমাকে ব্যবহার করতে হবে না,' বলল অল্ডেন। 'কিন্তু তোমার বয়ফ্রেন্ড দেখছি নাছোড়বান্দা, খেলার সব চাল দেখতে চায় সে।'

'এখনও বড়াই করছেন যে?' বাঁকা সুরে বলল এমা। 'ভিতর থেকে শব্দ শুনে যতটুকু বুঝলাম, আপনার তো পেচ্ছাপ করে দেয়ার কথা।'

ঠাস করে একটা চড় বসাল অল্ডেন। বলল, 'মেয়েলোকের বেশি কথা বলা আমি একদমই পছন্দ করি না।'

আঘাতের জায়গাটা রক্ত জমে লাল হয়ে গেছে। তারপরও চোখে আগুন জ্বেলে এমা বলল, 'আপনাদের সময় শেষ। রানা

আপনাদের দুজনকেই কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

'কে কাকে মারে, দেখতে পাবে এখুনি,' অল্ডেন বলল। 'রাইস, একটা বুলহর্ন নিয়ে এসো।'

'কী চান আপনি?' প্রশ্ন করল এমা।

'আমি চাই,' ফিসফিস করে বলল কর্নেল। 'তোমার প্রেমিককে নীচে ডেকে আনবে তুমি।'

'কোনও মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে সামান্য,' জানাল এরিক। 'কিছু আহত সৈনিক নড়াচড়া করছে। তবে আমাদের মোকাবেলা করার মত কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার এদিকটাও ক্লিয়ার। চল নীচে নামি।'

'আরও লোক বাড়ির ভিতর ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।'

'মনে হয় না। থাকলে নজর ফেরাতে মাত্র তিনজন পাঠাত না।'

'তা হলে চলুন।'

সাবধানে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, বিপদের তেমন আশঙ্কা না থাকলেও ঝুঁকি নিচ্ছে না। কিছুদূর পর পর থেমে শিওর হয়ে নিচ্ছে শত্রুপক্ষের কেউ অ্যামবুশ পেতে বসে রয়েছে কিনা দেখার জন্য।

তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই ডেথহিলের গোড়ায় নেমে এল দুই সহযোদ্ধা, একটা গাছের আড়ালে কাভার নিল। ঝুঁকে পাশে পড়ে থাকা একজন অফিসারের লাশের কোমর থেকে ওয়াকি-টকি খুলে নিল রানা।

কথা বলার সময় হয়েছে।

বুলহর্নটা এমার মুখের সামনে ধরে রাইস বলল, 'ডাকো

ওকে!'

'না!'

কোমর থেকে পিস্তল বের করে তার মাথায় ধরল মেজর। ধমক দিয়ে বলল, 'কথা না শুনলে মরবে!'

জবাবে কড়া গলায় কিছু বলতে চাইছিল এমা, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই খড়খড় করে উঠল কর্নেলের ওয়াকি-টকি।

'কর্নেল অল্ডেন, মাসুদ রানা বলছি। জবাব দিন।'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অল্ডেন আর রাইস।

'সাড়া দিন, কর্নেল!' আবার ডাকল রানা।

যন্ত্রটা মুখের কাছে ধরল অল্ডেন। হাসি হাসি গলায় বলল, 'হ্যাল্লো, মি. রানা! অনেকদিন পর আপনার কণ্ঠ শুনলাম।'

'সরি, আপনার বাড়া ভাতে ছাই দিতে হয়েছে।'

'ছি ছি, এভাবে বলছেন কেন? আফটার অল, লিজেন্ডারি মাসুদ রানাকে অ্যাকশনে দেখলাম—এটাই বা কম কীসে?'

'আপনার অশেষ বিনয়!'

'শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছি না, আপনি এত অস্ত্র-শস্ত্র পেলেন কোথায়?'

'ফাঁদ পাততেই ভুলটা করেছেন আপনারা,' রানা বলল। 'কথা নেই-বার্তা নেই, ফাউলার হঠাৎ নিজের বাপকে নিয়ে জীবনী লিখতে যাবে, বিজ্ঞাপনে নিজের ঠিকানাও দেবে—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?'

'তারমানে আপনি জানতেন, এনরাইটই ফাউলার?'

'জী, জনাব।'

'আমরা ব্যাপারটা জানতাম না বলেই ভুল হয়েছে। সেটার সুযোগ নিয়েছেন আপনি, সাইরাকিউজ থেকে এজেন্ট স্টার্নকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আগেভাগে আপনার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে

র‍্যাঞ্চে এসে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই না?'

'এক্কেবারে ঠিক ধরেছেন।'

'লোকেশনটা বাছাই করলেন কীভাবে?'

'স্যাটেলাইট ফটোর নাম শুনেছেন? এনরাইটকে ফোন করার একদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করি র‍্যাঞ্চটার ছবি। পাহাড়টা ইউনিক—কী বলেন? অস্ত্র থাকলে অফেন্সিভ পজিশনের জন্য, আর না থাকলে ফাঁদের জন্য। আমরা দুজন দু'ভাবে দেখেছি—এই আর কী!'

'দেখা যাচ্ছে আপনার বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখেছি আমরা।'

'তা তো বটেই।'

'সেক্ষেত্রে সৌভাগ্যই বলব যে আপনার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে। নইলে কত বড় বিপদ হত, বলুন দেখি?'

'ইয়ে... কর্নেল, একটা তথ্য এখনও জানেন না আপনি।'

'কী তথ্য?' অল্ডেনের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া প্রমাণগুলো এসে গেছে আমার হাতে। ওগুলো দিয়ে কমপক্ষে তিনবার ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে র‍্যামডাইনের সবাইকে।'

মাথায় বাজ পড়ল অল্ডেনের। কোনমতে বলল, 'আপনি... আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন।'

'ধাপ্পা?' রানা হাসল। 'তা হলে আপনার আর রাইসের ছবিঅলা স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিওটা বোধহয় চোখের ভুলই হবে।'

'হারামজাদা নিশ্চয়ই জিনিসগুলো পেয়েছে,' বলে উঠল রাইস। 'নইলে ভিডিওটার কথা জানল কী করে?'

'এমাকে মেরে পার পাবেন না, কর্নেল,' ওয়াকি-টকিতে রানা হুমকি দিল। 'ক্যাসেট আর ডকুমেন্টগুলো তা হলে চলে যাবে

জায়গামত

'কী চান আপনি?' জানতে চাইল অল্ডেন।

'অদলবদল করতে... এমার বিনিময়ে সমস্ত প্রমাণ।'

'কপি যে রেখে দেননি, তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

'প্রমাণের সঙ্গে বোনাস হিসেবে আমাকেও পাবেন। তাতে চলবে?'

'আপনার দোস্ত স্টার্নকেও আসতে হবে।'

'তা হয় না,' রানা যুক্তি দেখাল। 'আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার একটা ব্যাকআপের প্রয়োজন আছে না! তা ছাড়া এমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও তাকে লাগবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি..

'আপনার কথার এক পয়সাও মূল্য নেই আমার কাছে।' চাঁছাছোলা গলায় রানা জানাল। 'আমার প্রস্তাব ফাইনাল। প্রমাণ আর আমার বিনিময়ে এমা এবং এরিককে যেতে দিতে হবে। রাজি কিনা বলুন।'

একটু চিন্তা করল কর্নেল। রানা যখন ওদের কাছে আসবে, পাহাড়ের গোড়ায় এরিক স্টার্ন নিশ্চয়ই তাকে রাইফেল হাতে কাভার দেবে। এফবিআই এজেন্টের ফাইলটা পড়া আছে তার, ঠিক প্রথম শ্রেণীর শার্পশুটার বলা চলে না তাকে। দূরত্ব, সেইসঙ্গে জিম্মি থাকায় শটটা কঠিন, তার ওপর টার্গেট দুজন। স্টার্নের মত লোকের জন্য লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, রানা নিজে হলে হয়তো পারত। নাহ্, খুব একটা ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছে না।

রাইসের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্তটা জানাল কর্নেল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'গুড। তা হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন। আমরা পাহাড়ের গোড়াতেই আছি।'

'আসছি, তবে গুলি করার চেষ্টা করবেন না। আপনার বান্ধবীই মরবে আগে।'

'তেমন কিছুই করব না। আপনারা নিশ্চিন্তে বেরোন।'

এমাকে ঢালের মত সামনে রাখল রাইস, পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে, তাদের অনুসরণ করল অল্ডেন। বারান্দার পিলারের পিছনে কাভার নিয়ে দাঁড়াল তারা, বন্দিকে ফাঁকায় রাখল যাতে অন্যপক্ষ দেখতে পায়।

'চেহারা দেখান, মি. রানা,' ওয়াকি-টকিতে বলল অল্ডেন।

গাছের আড়াল থেকে একজনকে বেরুতে দেখা গেল, এতদূর থেকে চেহারাটা অস্পষ্ট, শুধু মাথার জকি ক্যাপ আর এক হাতে একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে।

'অস্ত্র ফেলে দিয়ে উল্টো ঘুরে দাঁড়ান,' আদেশ দিল কর্নেল। 'তারপর পিছন ফিরে আসতে থাকুন এদিকে, প্যাকেটটা উপরে ধরে থাকবেন। খবরদার, কোনও চালাকি করবেন না! আপনার বান্ধবীর লাশ পড়ে যাবে তা হলে।'

আদেশ মেনে নিল প্রতিপক্ষ। হাতের রাইফেল আর কোমরের পিস্তল ফেলে দিল। তারপর দুহাতে প্রমাণের প্যাকেট মাথার উপর ধরে পিছন ফিরে আসতে থাকল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে।

মানসচোখে নিজেদের বিজয় দেখতে পাচ্ছে অল্ডেন আর রাইস। অবশেষে কায়দামত পাওয়া গেছে মাসুদ রানাকে, ঠিক যেভাবে এতদিন ধরে চাইছিল—নিরস্ত্র, একা এবং ওদের দিকে পিছন ফেরা অবস্থায়।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে। কাছাকাছি এসে পড়েছে প্রাণের শত্রু, এমাকে নিয়ে বারান্দা থেকে জমিনে নামল তারা।

মাত্র দশগজ দরে আছে প্রতিপক্ষ ধাক্কা দিয়ে বন্দিকে

সরিয়ে দিল রাইস, মাটিতে পড়ে গেল এমা। পিস্তলটা এবার রানার দিকে তাক করল সে, অল্ডেনও একই কাজ করেছে।

'ঘুরুন,' বলল কর্নেল। 'আপনার চাঁদমুখটা দেখি।'

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা, তার চেহারা দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল দুই পালের গোদা। ক্যাপের চওড়া কার্নিশের নীচে যে মুখটা হাসছে সেটা আশা করেনি তারা। কোথাও মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, সঠিক লোকটা রয়ে গেছে ফায়ারিং পজিশনে।

'হাই, বেকুবের দল!' বলল এরিক স্টার্ন, তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে, লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার করে দিয়েছে।

বজ্রপাতের মত দুটো শব্দ হলো, পাহাড়ের গোড়া থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পরপর রানা দুটো গুলি চালিয়েছে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই মহাপরাক্রমশালী কর্নেল অল্ডেনের মুখমণ্ডল অদৃশ্য হলো, রাইস হারাল তার খুলির উপরিভাগ। পড়ে যেতে থাকল দেহদুটো, পতন শেষ হবার আগেই আজরাইল তাদের জান কবচ করেছে।

ফুলঝুরির মত রক্ত আর মগজ ছিটকে গেছে চারপাশে, বীভৎস দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে উঠল এমা। দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল এরিক।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে আসতে থাকল ওদের দিকে, যেন ধ্বংসস্তূপ থেকে উদয় হয়েছে এক মূর্তিমান দেবদূত। দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল এরিক। পুজো করতে ইচ্ছে হচ্ছে লোকটাকে।

'এমা, তুমি ঠিক আছ?' কাছে পৌঁছে জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমা, জড়িয়ে ধরল।

'ইটস ওভার,' শান্ত গলায় বলল রানা, এরিককে জিজ্ঞেস

করল, 'তোমার কী অবস্থা?'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' এরিক মাথা চুলকাল। 'সত্যি বলতে কী, মরার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত টিকব, এটা আশা করিনি।'

'তা হলে এলে কেন?'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, কীভাবে মৃত্যুর মুখে আপনাকে একা ঠেলে দিই, বলুন?'

'তুমি এই "আপনি" সম্বোধন আর মিস্টার বলাটা ছাড়বে?' বলল রানা। 'নিজেকে বুড়ো বুড়ো মনে হয়।'

'মাফ করবেন, গুরু,' এরিক হাত জোড় করল। 'ওটা আমাকে দিয়ে হবে না।'

হেসে ফেলল এমা তার কথা শুনে। রানাকে বলল, 'তোমার এই শিষ্যকে তো চিনলাম না!'

'ওটা এক লম্বা গল্প,' বলল রানা। 'যেতে যেতে শোনাব তোমাকে।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা।

আঠারো

ওভাল অফিসে বসে ব্যস্তভাবে কাজ করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটিন, কপালে ভ্রূকুটি। জটিল কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তাঁকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড

মেরিন এজেন্সির চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আসুন অ্যাডমিরাল,' বললেন কার্লটন। 'টেলিফোনে আপনার গলা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা খুব জরুরি। কী হয়েছে?'

বড় একটা খাম ডেস্কের উপর রেখে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'এটা দেখুন, সার।'

খামটার গায়ে বড় বড় করে লেখা:

'মি. প্রেসিডেন্টের জন্য

মাসুদ রানার তরফ থেকে।'

'কোথায় পেয়েছেন এটা?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'কে দিয়েছে?'

'রানা নিজেই।'

'মানে! আমি তো জানি সে মারা গেছে!'

'দয়া করে ভিতরে কী আছে, দেখুন। আমার ধারণা, আরও বেশি অবাক হবেন আপনি।'

খাম খুলে বেরুল স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিও। দেখতে দেখতে হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এখানে আমাদের লোকের হাত আছে?'

'জী সার,' জানালেন অ্যাডমিরাল। 'র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা আউটফিটের কাণ্ড এটা। ওরাই আপনার উপর হামলা চালিয়ে মাসুদ রানাকে ফাঁসিয়েছে, একই সঙ্গে খুন করেছে আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসকে। এখানে সব প্রমাণ আছে।'

'লোকগুলো এখন কোথায়?'

'সবাই মারা গেছে, মি. প্রেসিডেন্ট। একটা রিপোর্ট দেখেছেন বোধহয়, নর্থ ক্যারোলাইনার একটা র‍্যাঞ্চে একশোর বেশি সালভাদরীয় সৈনিকের লাশ পাওয়া গেছে, সঙ্গে কিছু অ্যামেরিকানও ছিল।'

'হ্যাঁ, ঘটনাটার তদন্ত করতে আমি একটা ফেডারেল এনকোয়্যারি করতে নির্দেশ দিয়েছি।'

'কী ঘটেছে আমিই বলতে পারব। রানাকে কোণঠাসা করে মারতে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু মরেছে নিজেরাই।'

'আপনি বলছেন একাই একশোর বেশি লোককে ঠেকিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা?'

'ঠিক একা নয়, একজন সঙ্গী ছিল তার। বীরত্বের জন্য কিছু প্রতিদান প্রাপ্য হয়েছে ছেলেটার।'

'আমি বিস্তারিত শুনব সবকিছু,' উত্তেজিত গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট।

'নিশ্চয়ই বলব, সার,' অ্যাডমিরাল হাসলেন। 'তবে তার আগে যদি আপনি দয়া করে রানার নামে ইস্যু করা হুলিয়াটা ফিরিয়ে নেন, খুব ভাল হয়। রানা চাইছে তার এজেন্সির লাইসেন্সও ফিরিয়ে দেয়া হোক।'

'অবশ্যই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করব তার কাছে।' বললেন কার্লটন। 'সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস করতে চাই আমি। সিআইএ-র যে লোকটা প্রেসিডেন্টের উপর হামলা করার মত অপারেশন অথরাইজ করেছে, তাকে একটা উচিত সাজা দিতে!'

ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া। সিআইএ হেডকোয়ার্টার।

নিজের অফিসে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছে ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিং অ্যালান বেনেট। নর্থ ক্যারোলাইনায় ঘটে যাওয়া একটা ছোট-খাট যুদ্ধ তার জীবন তছনছ করে দিয়েছে।

সমস্ত দুঃসংবাদ এসেছে একসঙ্গে। র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কার্যক্রমের উপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট। টমাস ফাউলার, কর্নেল অল্ডেন আর

মেজর রাইসের মত দীর্ঘদিনের পুরানো সঙ্গীরা মারা গেছে, নেই জেনারেল রামিরেজও। একটা তদন্ত কমিশন বসেছে তার বিরুদ্ধে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে।

ইন্টারকম বেজে উঠল, কানে রিসিভার ঠেকাল সে।

'মি. বেনেট, আমি এজেন্ট রবার্ট, রিসেপশন থেকে বলছি। ওয়াশিংটন থেকে সিক্রেট সার্ভিসের কয়েকজন এজেন্ট এসেছেন আপনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে।'

'পাঠিয়ে দাও,' ভাঙা ভাঙা গলায় বলল বেনেট।

আর কোনও আশা নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হতে পারবে না সে, কী করবে ঠিক করে ফেলেছে আগেই।

ড্রয়ার খুলে পিস্তল বের করল অ্যালান বেনেট। সেফটি ক্যাচ অফ করে মুখে ভরল নলটা, টিপে দিল ট্রিগার।

(শেষ)

সে কত বছর আগের কথা, আজ আর তা মনেই নেই— 'তারকালোকে' সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, 'সময় হলেই আমার কথা লিখব আমি—সত্য কথা বলতে ভয় পাই না...' কাজীদা আজও কি সে সময় হয়নি? আমরা আপনার আত্মজীবনী কবে পাব?

আরও একটা ব্যাপারে বেশ নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই, তা হলো—আজ থেকে ২৫/২৬ বৎসর আগে আমরা যারা নিয়মিত 'আলোচনা বিভাগে' চিঠি লিখতাম, তাদের কাউকেই আজ আর দেখি না। তারা কি 'সেবা'র বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন—আপনার কী মনে হয়, কাজীদা? 'সর্পলতা' ও 'অমানুষ' খুবই ভাল লেগেছে! সেজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে।

☆ধন্যবাদ আপনাকেও। আমার ধারণা ব্যস্ততার কারণে আগের পাঠকদের অনেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। এ বইটি তেমনি কারও হাতে পড়লে হঠাৎ করে আপনার লেখা দেখে হয়তো তাঁরাও আক্রান্ত হবেন নস্টালজিয়ায়।...জীবন তো শেষ হয়ে এল, আর লেখার সময় কোথায়?

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু), বোয়ালমারী পোঃ অফিস সংলগ্ন
থানা+পোঃ বোয়ালমারী জেলা: ফরিদপুর। মোবা: ০১৬৭১-০৯৫৯০৫

কাজীদা, আমার কথা মনে আছে তো? না থাকলে কিছু যায় আসে না। কেননা প্রতি মাসেই আমি আপনাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেব...হে...হে....কী, বিরক্ত হলেন বুঝি? কুছ পরোয়া নেই বিরক্ত হলে। আসল কথা তা হলে এখন বলেই ফেলি। মাসুদ রানার নতুন বই সর্পলতা খুব দারুণ লেগেছে। সর্পলতা উপহার দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব ভাইকেও ধন্যবাদ। আগামীতে কবির চৌধুরী ও সোহানাকে আশা করছি।

☆না পেলেও নিশ্চয়ই কিছু যায় আসে না—আপনার তো কিছুতেই কুছ পরোয়া নেই। ...সর্পলতা ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুশি হলাম। ধন্যবাদ।

তাসজিদ আহমেদ রিজভী
নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

আমি এ পর্যন্ত ১৬টি মাসুদ রানা পড়েছি কিছু প্রশ্ন মনে জেগেছে

১. সাইলেন্সার লাগালে কি সত্যিই পিস্তলের শব্দ হয় না? কোনও অ্যাকশন ছবিতে এ ব্যাপারে কিছুই দেখিনি।

২. রানার ডুপ্লিকেট নিয়ে দুটি বই (নকল রানা, মিশন তেলআবিব) খুব ভাল লেগেছে। রানার ডুপ্লিকেট নিয়ে আরও কোনও বই আছে কি?

৩. এনএসএ, কেজিবি, মোসাদ-এর পূর্ণরূপ কি?

☆১. একেবারেই শব্দ হয় না, তা নয়—শব্দ কমে যায় বেশ অনেকটা। ২. আমার ঠিক মনে পড়ছে না, হয়তো 'জাল' বইটাতে থাকতে পারে। ৩. এনএসএ হচ্ছে ১৯৫২ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি; কেজিবি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি—উচ্চারণ করতে পারব না বলে ইংরেজি অক্ষরে লিখে দিচ্ছি—Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti; আর ইজরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের নাম Mossad—সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট ফর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩/১০/০৭ সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৯৬) শামসুদ্দীন নওয়াব

সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা: শামসুদ্দীন নওয়াব: ছুটি কাটাতে চলল ওরা সাগরতীরের চমৎকার শহর সী ক্লিফে। তারপর? সাগর থেকে ডুবন্ত মানুষ উদ্ধার করল ওরা। কিশোরের বুদ্ধিতে হলো মধুর মিলন। কিন্তু ততক্ষণে দেখা দিয়েছে মহাবিপদ। উত্তাল সাগরে ভেসে গেল তিন গোয়েন্দা!

দ্বীপরহস্য: শামসুদ্দীন নওয়াব: কপারটাউনে বেড়াতে গেল তিন গোয়েন্দা। জিনার মলিফুফুর কাছে। কাজের লোক—বদরাগী মেক্সিকান-ইন্ডিয়ান নিকি মন্টিয়ানো দেখাল অশুভ এক খনি-দ্বীপ, ওটার দিকে তাকালেও নাকি ভয়ঙ্কর বিপদ হয়। তাকাল তিন গোয়েন্দা। খনিতে নেমেই পেয়ে গেল রহস্যের সন্ধান। আর বিপদ? হ্যাঁ, তারও কোন অভাব নেই।

দুর্গরহস্য: শামসুদ্দীন নওয়াব: পাহাড়ের উপর ওই প্রাচীন দুর্গ ঘিরে কী দুর্জ্ঞেয় রহস্য রয়েছে কে জানে! আতঙ্কিত গ্রামবাসী কেউ সে-সম্পর্কে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে চায় না যে? পরিত্যক্তই যদি হবে, রাতের অন্ধকারে কীসের অশুভ সঙ্কেত আসে ওটার উঁচু টাওয়ার থেকে? দেখতে গেল তিন গোয়েন্দা, জিনা ও কিকো। এবং আটকা পড়ল গোপন তলকুঠরিতে

আরও আসছে

২৮/১০/০৭ রহস্যপত্রিকা (২৪ বর্ষ ১ সংখ্যা) নভেম্বর, ২০০৭

মাসুদ রানা

স্নাইপার-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

অদ্ভুত কৌশল আর চতুরতায় এফবিআই আর র‍্যামডেইনের পেতে রাখা একটার পর একটা ফাঁদ ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে রানা।
কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না!
যাকে এত বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, নির্জন এক র‍্যাঞ্চে হঠাত তার দেখা পেয়ে গেল ও।
কিন্তু ততক্ষণে গোটা প্যান্থার ব্যাটালিয়ন ঘিরে ফেলেছে ওকে।
একশো বিশজন ট্রেইনড কমান্ডো আর হেভি আর্টিলারির বিরুদ্ধে রানা একা!
কি করতে পারে ও? "গুডবাই, মিস্টার রানা।"
মুচকি হেসে বলল ভসকভ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০